রাজনৈতিক সাহিত্যমালা

ভিক্তর নেজনানভ

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

রাজনৈতিক সাহিত্যমালা

ভিক্তর নেজনানভ

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: দ্বিজেন শর্মা

Библиотека политических знаний

В. Незнанов

О ПУТЯХ ПЕРЕХОДА
ОТ КАПИТАЛИЗМА К СОЦИАЛИЗМУ

На языке бенгали

V. Neznanov

THE TRANSITION FROM
CAPITALISM TO SOCIALISM

In Bengali

© English translation Progress Publishers. 1983

© বাংলা অনুবাদ·প্রগতি প্রকাশন·১৯৮৭

Н $\frac{0302030000-294}{014(01)-87}$ 272—87

সূচী

প্রস্তাবনা ৫
প্রথম অধ্যায়। মানবসমাজের বিকাশনিয়ন্তা কোন বিন্যাসাবলী আছে কি? ৭
দ্বিতীয় অধ্যায়। ইতিহাসে কত ধরনের উৎপাদন-প্রণালীর নজির আছে? ১৫
তৃতীয় অধ্যায়। পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের অন্তর্বর্তী কালপর্বের প্রয়োজনীয়তা . . . ২৬
চতুর্থ অধ্যায়। উত্তরণকাল: সাধারণ নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য ৩৫
পঞ্চম অধ্যায়।প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা ও মর্মবস্তু ৪৬
ষষ্ঠ অধ্যায়। মূল অর্থনৈতিক চাবিকাঠি দখল . . ৫৬
সপ্তম অধ্যায়। রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র এবং শ্রমিক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ ৬৯
অষ্টম অধ্যায়। কৃষিসংস্কার ৭৫
নবম অধ্যায়। উত্তরণকালীন অর্থনৈতিক কাঠামো ও শ্রেণীসমূহ ৮০
দশম অধ্যায়। উত্তরণকালের অসঙ্গতি ৯৪
একাদশ অধ্যায়। সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি ১০৩

দ্বাদশ অধ্যায়। **সমাজতান্ত্রিক কৃষিনির্মাণ** ১১৬
ত্রয়োদশ অধ্যায়। **নানা দেশে কৃষি পুনর্গঠনের বিবিধ ধরন** ১২২
চতুর্দশ অধ্যায়। **সাংস্কৃতিক বিপ্লব** ১৩১
পঞ্চদশ অধ্যায়। **সমাজতন্ত্রে উত্তরণে বিকশিত পুঁজিতন্ত্রের পর্যায়টি কি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব?** ১৩৭
ষোড়শ অধ্যায়। **সমাজতান্ত্রিক অভিমুখিনতা: কিছু ফলাফল ও সম্ভাবনা** ১৪৫
উপসংহার ১৫২

প্রস্তাবনা

বিশ্ব পরিসরে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সমকালের মূল আধেয়। এজন্য এ যুগটি হল বিশ্ব-ইতিহাসের সমৃদ্ধতম, সর্বাধিক ঘটনাবহুল ও জটিলতম কালপর্ব। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের ফলে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় প্রবল দ্রুতি সঞ্চারিত হয়েছিল। আর কখনো মানবজাতি এতটা দ্রুত এগোয় নি, সমাজবিকাশ এতটা গতিশীল হয়ে ওঠে নি।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ব্যাপক পরিসর ও সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতনের ফলে নব্যস্বাধীন এক বিরাট রাষ্ট্রপুঞ্জের অভ্যুদয় ঘটেছে।

সেইসব দেশের অনেকগুলিই স্বাধীনতালাভের পর লক্ষ্য হিসাবে অ-পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ ও ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছে।

কীভাবে শোষণের অবসান এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা সম্ভব? সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথে নির্বাচনীয় কী, সমাজতন্ত্র নির্মাণের সাধারণ নিয়মগুলিই-বা কী? কীভাবে এই সাধারণ নিয়মগুলি বিভিন্ন দেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অনুষঙ্গী হয় এবং কীভাবে অজস্র ধরনের ঐতিহাসিক, জাতীয়, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক,

রাজনৈতিক ও অন্যান্য পরিস্থিতিতে সেগুলি প্রকটিত হয়ে থাকে? ঔপনিবেশিকতামুক্ত ও স্বাধীন উন্নয়নের পথ নির্বাচনকারী বহু জাতিরই এগুলি জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন।

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্বের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বটি বিকাশের অনেকগুলি পর্যায় অতিক্রম করেছে এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের সংগ্রামে অর্জিত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছে।

'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার' পুস্তিকায় মার্কস ও এঙ্গেলস প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন এবং অতঃপর পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিস্থাপনের পথগুলির নিশানা দিয়েছিলেন।

নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে লেনিন পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালের মর্মবস্তু, তাৎপর্য ও ভূমিকা সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের ধারণাগুলি বিশদ করেছিলেন। পরবর্তীতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি উত্তরণকালের মূল ধারণাবলীর একটি সর্বজনীন রূপদান সহ পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সাধারণ নিয়মাবলী সূত্রবদ্ধ করেছে।

ইতিমধ্যেই সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণকারী দেশগুলি এবং অ-পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পথে চলমান দেশগুলির কর্মকাণ্ড হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের শুদ্ধতার প্রত্যয়জনক ও উজ্জ্বল প্রমাণ যাতে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রয়োজন, মর্মবস্তু ও সাধারণ নিয়মাবলী প্রতিপাদন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

মানবসমাজের বিকাশনিয়ন্তা কোন নিয়মাবলী আছে কি?

কীভাবে মানবসমাজের বিকাশ ঘটে, এই বিকাশের নিয়ন্তা কী, সমাজের পরিবর্তনগুলি আপতিক কিংবা নিয়মাধীন — এই বিষয়গুলি সম্পর্কে মানুষ সর্বদাই কৌতূহলী ছিল, আজও কৌতূহলী রয়েছে। সমাজবিকাশ নিয়মানুগ হলে কীভাবে এই নিয়মগুলি সজ্ঞান ও উদ্দেশ্যমুখী কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আর এগুলি কি মানুষের ইচ্ছা ও চেতনার উপর নির্ভরশীল?

এগুলি ও অন্যান্য বহু প্রশ্নের উদ্ভব সম্পর্কে বিস্ময়ের কোনই অবকাশ নেই। কারণ, মানুষ কেবল সমাজেই বসবাস করতে পারে, এবং তাই সমাজ সম্পর্কে, এতে সংঘটিত পরিবর্তন ও তার বিকাশের পথগুলি সম্পর্কে কৌতূহলী হওয়া তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

কীভাবে ও কেন সমাজের বিকাশ ঘটে এবং এই বিকাশের নিয়ামক নিয়মগুলি কী — এ সম্পর্কে প্রথম শুদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক উত্তর দিয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস। তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন যে মানুষের ইতিহাস হল সুনির্দিষ্ট ও বিষয়গত নিয়মানুযায়ী বিকাশমান একটি স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া এই নিয়মগুলি উৎখাত বা সৃষ্টি মানুষের সাধ্যাতীত।

বেঁচে থাকার পক্ষে মানুষের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, আবাস ও অন্যান্য অনেকগুলি বৈষয়িক সুবিধা অপরিহার্য। কিন্তু প্রকৃতি এই সুবিধাগুলি তো তৈরী হিসাবে সরবরাহ করে না। এগুলি সংগ্রহের জন্য মানুষকে অবশ্যই কাজ করতে হয়। যেমন, খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষ পশুপালন ও জমিচাষ করে, গম, বার্লি, ভুট্টা বোনে, ফসল তোলে। তাই শ্রম, বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন হল সমাজবিকাশের প্রধান ও নির্ধারক শক্তি।

শ্রমপ্রক্রিয়া, অর্থাৎ মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার উপযুক্ত মিথষ্ক্রিয়ার প্রক্রিয়া সর্বদা কেবল কোন একটি সামাজিক ধরন হিসাবেই বাস্তবায়িত হয়। শ্রম হল সমাজ-জীবনের ভিত্তি এবং মানুষের একচেটিয়া ধর্ম। মানুষকে যা বিশেষভাবে পশুদের থেকে পৃথক করে তা হল সে সচেতনভাবে কাজ করে এবং এমন কি কাজ শুরুর আগে নির্দিষ্ট বৈষয়িক সামগ্রী উৎপাদনের বিশেষ লক্ষ্যগুলির রূপ প্রত্যক্ষ করে থাকে। নিজ চাহিদানুগ সামগ্রী উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাছে প্রকৃতির নিয়মগুলি উপলব্ধ হতে থাকে এবং এই অর্জিত জ্ঞানের দৌলতে প্রকৃতিকে তাদের কাজে লাগায় এবং প্রকৃতির উপর ক্রমাগত আধিপত্য বিস্তার করে চলে।

নিজ শ্রমপ্রক্রিয়ায় মানুষ প্রকৃতিকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে, এবং সে আবার নিজস্ব প্রকৃতিকেও বদলায়: তার কাজের সামর্থ্য বাড়ায়, তার জ্ঞান ও জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ প্রসারিত করে। নিরন্তর বর্ধমান চাহিদার তাগিদে মানুষ তার শ্রমবলয়ের বিস্তার বাড়ায়, দ্রব্যাদি উৎপাদনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, শ্রমপ্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটায়, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পরিবর্তিত হতে থাকে ও ক্রমেই জটিলতর হয়ে ওঠে। শ্রম

আসলে মানববিকাশের চাবিকাঠি। শ্রম ও উৎপাদন ব্যতিরেকে মানবজীবনের অস্তিত্বই অসম্ভব হত।

এঙ্গেলস লিখেছিলেন যে শ্রম হল '...সকল মানুষের অস্তিত্বের প্রাথমিক মৌল শর্ত এবং তা এতটা বিস্তৃত যে, আমাদের বলতেই হয়, এক অর্থে, শ্রম খোদ মানুষকেই সৃষ্টি করেছে।'* মানুষের সম্পর্কগুলির যাবতীয় ধরনের মধ্যে সামাজিক উৎপাদনের সম্পর্ক বা অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলিই যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও চূড়ান্ত তা দেখিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস মানবসমাজের এক বিপুল কল্যাণ সাধন করেছেন।

অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির মর্মবস্তু সন্ধানের আগে কয়েকটি অর্থনৈতিক বর্গের সঙ্গে পরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যেকোন উৎপাদনে খোদ মানুষ হল চূড়ান্ত উপাত্ত। নিজের শ্রমের মাধ্যমে নিজ চাহিদা পূরণের জন্য সে প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করে এবং শ্রমের উপকরণ ও হাতিয়ারগুলির সাহায্যেই তা নিষ্পন্ন হয়। শ্রমের উপকরণ হল সেইসব জিনিস যেগুলি মানুষ বৈষয়িক সম্পদ অর্জনের জন্য কাজে লাগায় (খনিজ, ধাতু, কাঠ, তুলো, ইত্যাদি)। শ্রমের হাতিয়ার হল সেইসব জিনিস যেগুলি মানুষ শ্রমের উপকরণগুলি নিয়ে কাজ করার জন্য ব্যবহার করে (মেশিন, সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি)। এক্ষেত্রে জমি বিশেষ অবস্থানের অধিকারী: উৎপাদনের কোন কোন ক্ষেত্রে (কৃষি) তা শ্রমের হাতিয়ার এবং অন্যত্র শ্রমের উপকরণ (খনি)। কিন্তু জমি

* Engels F., 'Dialectics of Nature'. — Moscow: Progress Publishers, 1974, p. 170.

সর্বদাই উৎপাদনের একই উপাদান। প্রকৃতির শক্তিগুলি হল শ্রমের সাধারণ উপকরণ এবং এগুলি (বিদ্যুৎ, পারমাণবিক শক্তি, রৌদ্র, বাত্যা ও জল, ইত্যাদি) ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজ শক্তিলাভ করে। শ্রমের উপকরণ ও হাতিয়ারগুলিকে একত্রে **উৎপাদনের উপায়** বলা হয়। উৎপাদনের উপায়গুলি এবং জ্ঞানী ও উৎপাদন-অভিজ্ঞ মানুষ অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ও তদ্দ্বারা সমাজের **উৎপাদন-শক্তি** গঠিত।

উৎপাদন-শক্তি বস্তুত উৎপাদনের কেবল একটি দিকমাত্র। অন্যটি: **উৎপাদন-সম্পর্ক** বা **অর্থনৈতিক সম্পর্ক**, অর্থাৎ, উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কগুলি। নিঃসঙ্গ অবস্থায় প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মোকাবিলায় অক্ষম বিধায় মানুষ সর্বদাই একত্রে বসবাস ও কাজকর্ম করেছে। একত্র বসবাসকারী ও পরস্পরের সঙ্গে আলাপক্ষম মানুষ বাদ দিয়ে একটি ভাষার বিকাশ সম্পর্কে কথা বলা যেমন নিরর্থক তেমনি অর্থহীন হল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের উৎপাদন নিয়ে আলোচনা। মার্কস লিখেছিলেন: 'উৎপাদনের জন্য তারা পরস্পরের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করে এবং কেবল এই সব সামাজিক সংযোগ ও সম্পর্কের অভ্যন্তরেই ঘটে প্রকৃতির উপর তাদের ক্রিয়া, উৎপাদন।'*

মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কগুলি মূলত উৎপাদনের উপায়গুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক দ্বারাই নির্ধারিত। উৎপাদনের জন্য মানুষের অবশ্যই উৎপাদনের উপায় থাকা চাই এবং এগুলির মালিকানা অত্যাবশ্যকীয়। উৎপাদনের

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। নির্বাচিত রচনাবলি। বারো খণ্ডে। — মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৯। খণ্ড ২, পৃঃ ২৯।

উপায়গুলি কোন ব্যক্তির, এক দল লোকের বা পুরো সমাজের সম্পত্তি হতে পারে। উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক এগুলির ব্যবহার থেকে উৎপন্ন সব কিছুরও মালিক বটে। সুতরাং, উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কগুলি নির্ধারিত হয় প্রথমত, কে উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক তদ্দ্বারা, অর্থাৎ মালিকানার ধরন দ্বারা। উৎপাদনের উপায়গুলি মেহনতিদের মালিকানাধীন (সামাজিক মালিকানা) থাকলে এবং পুরো সমাজের স্বার্থে ব্যবহৃত হলে উৎপাদন-সম্পর্ক অবশ্যই শোষণমুক্ত শ্রমিকদের মধ্যেকার সহযোগিতা ও বন্ধুসুলভ পারস্পরিক সহায়তার সম্পর্ক হয়ে উঠবে। এই সম্পর্কগুলিই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিদ্যমান। কিন্তু উৎপাদনের উপায়গুলি মেহনতিদের মালিকানাধীন না হয়ে পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত দখলে (ব্যক্তিগত মালিকানা) থাকলে ও এগুলি অন্য মানুষের শ্রমফলগুলি আত্মসাতে ব্যবহৃত হলে উৎপাদন-সম্পর্কগুলি প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক হয়ে ওঠে। এগুলি পুঁজিতান্ত্রিক দেশের বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং, সামাজিক উৎপাদনের দুটি দিক রয়েছে: উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ক। একত্রে এগুলিই ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত **উৎপাদন-প্রণালীটি** প্রকটিত করে।

ইতিমধ্যে আমরা মূল ধারণাগুলি — উৎপাদনের উপায়, উৎপাদন-শক্তি, উৎপাদন-সম্পর্ক ও উৎপাদন-প্রণালী — সংজ্ঞায়িত করেছি। তাই এখন মানুষের সমাজবিকাশের ধারা, এই বিকাশের মূল অনুপ্রেরণা এবং এই বিকাশ নিয়মানুগ কি না সেসম্পর্কে আলোচনা করতে পারি।

মার্কস ও এঙ্গেলস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে মানবসমাজের ঐতিহাসিক বিকাশ বিষয়গত নিয়মাবলীশাসিত, সেগুলি

মানুষের ইচ্ছা বা চেতনা নিরপেক্ষ এবং মানুষ যে-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বাসিন্দা তার কার্যকলাপ সর্বদাই তদনুরূপ হতে বাধ্য।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতারা দেখিয়েছিলেন যে প্রতিটি নতুন প্রজন্ম ইতিমধ্যেই ঐতিহাসিকভাবে গঠিত উৎপাদন-সম্পর্ক এবং উৎপাদন-শক্তির বিকাশের একটি কোন পর্যায়কে দেখতে পায়। একদিকে, নতুন প্রজন্ম উৎপাদন-শক্তির বিকাশ ঘটায়, যদিও অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন-সম্পর্ক ও বিদ্যমান উৎপাদন-শক্তি এই প্রজন্মের জীবন ও বিকাশের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। 'ইতিহাস পৃথক পৃথক প্রজন্মসমূহের উত্তরাধিকার ছাড়া আর কিছু নয়, যেগুলির প্রত্যেকটি পূর্বসূরী প্রজন্মগুলির হস্তান্তরিত উপকরণসমূহ, পুঁজি-তহবিল, উৎপাদন-শক্তি ব্যবহার করে, এবং এভাবে নির্দিষ্ট প্রজন্ম একদিকে, সম্পূর্ণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাবেকী কার্যকলাপ অব্যাহত রাখে, আর অন্যদিকে, সম্পূর্ণ পরিবর্তিত কার্যকলাপের মাধ্যমে পুরনো পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটায়।'*

সুতরাং, বৈষয়িক উৎপাদনের শর্তাবলী এবং তার বিকাশনিয়ন্তা নিয়মাবলী ততটা বিষয়গত যে মানুষ উৎপাদন-প্রণালী নির্বাচনে স্বাধীন নয়। এঙ্গেলস বৈষয়িক উৎপাদনের বিষয়গত প্রকৃতি ও সমাজবিকাশে তার চূড়ান্ত তাৎপর্য চিহ্নিত করে বলেছিলেন যে '...সকল সামাজিক পরিবর্তন ও

---

* Marx K., Engels F. 'The German Ideology', in: Marx K. and Engels F. *Collected Works*.—Moscow: Progress Publishers, 1976, Vol. 5, p. 50.

রাজনৈতিক বিপ্লবের' চূড়ান্ত হেতুগুলি 'খুঁজতে হবে মানুষের মস্তিষ্কের বদলে, চিরন্তন সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে মানুষের উন্নততর অন্তর্দৃষ্টির বদলে উৎপাদন ও বিনিময় প্রণালীর পরিবর্তনগুলির মধ্যে; এগুলি খুঁজতে হবে **দর্শনশাস্ত্রে** নয়, প্রতিটি নির্দিষ্ট যুগের **অর্থনীতির** মধ্যে।'*

মানবসমাজের ইতিহাস হল সামাজিক উৎপাদনের নিয়মানুগ বিকাশ এবং একটি নিম্নতর উৎপাদন-প্রণালী থেকে একটি উচ্চতর প্রণালীতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, যে-পরিবর্তনটি মানুষের ইচ্ছা বা চেতনা নিরপেক্ষভাবেই সংঘটিত।

কীভাবে সামাজিক উৎপাদনের বিকাশ ঘটে?

উৎপাদন-শক্তির পরিবর্তন থেকেই সামাজিক উৎপাদনের বিকাশ শুরু হয়। ইতিহাস থেকে দেখা যায়, অধিকতর উৎপাদনশীল শ্রমসংগঠন ও যথাসম্ভব অধিক বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের চেষ্টায় মানুষ সর্বদাই তাদের যন্ত্রপাতি ও শ্রমের হাতিয়ারগুলির উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস পায়। তাই প্রযুক্তিগত উন্নতি ও উৎপাদন-শক্তি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন সাধনও আবশ্যকীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু উৎপাদন-সম্পর্ক কম নমনীয় ও অধিক রক্ষণশীল বিধায় উৎপাদন-শক্তির তুলনায় উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন অধিকতর সময়সাপেক্ষ। কালক্রমে ধীরে ধীরে একটি সমাজে বিদ্যমান মুখ্য উৎপাদন-সম্পর্ক আর উপযোগী থাকে না এবং উৎপাদন-শক্তির বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। কথান্তরে, এগুলি প্রগতির পক্ষে শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়ায়।

---

* Engels F. 'Anti-Dühring'.—Moscow: Progress Publishers, 1975, p. 316.

উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার এই অসঙ্গতি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। ধীরে ধীরে এই অসঙ্গতি সংঘাতের রূপলাভ করে যা একটি সমাজবিপ্লবের বৈষয়িক ভিত্তি হয়ে ওঠে। সমাজবিপ্লব সেকেলে উৎপাদন-সম্পর্ক ধ্বংস করে ফেলে এবং বদলি হিসাবে উৎপাদন-শক্তি বিকাশের জন্য সুবিধাজনক নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলে। উৎপাদন উন্নয়নের বিষয়গত প্রয়োজন মানুষকে উৎপাদন-সম্পর্কের অধিক প্রগতিশীল ধরন সন্ধানে এবং শেষ পর্যন্ত একটি নতুন ও অধিক প্রগতিশীল উৎপাদন-প্রণালী নির্বাচনে বাধ্য করে।

উৎপাদন-শক্তির বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তর উৎপাদন-সম্পর্কের একটি অনুসঙ্গী ধরন দাবী করে। এটা হল সেগুলির বিষয়গত দ্বান্দ্বিকতা। এটা উৎপাদন-শক্তির প্রকৃতি ও বিকাশের স্তরের সঙ্গে উৎপাদন-সম্পর্কের অনুযায়িতার মর্মবস্তু, যে-নিয়মটি আবিষ্কার করেছিলেন মার্কস।

সমগ্র মানবেতিহাসে কীভাবে এই নিয়মটি সক্রিয় থেকেছে এবার আমরা তাই দেখব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাসে কত ধরনের উৎপাদন-প্রণালীর নজির আছে?

ইতিহাসের ধারায় পাঁচ ধরনের উৎপাদন-প্রণালী ক্রমান্বয়ে পরস্পরকে প্রতিস্থাপিত করেছে: আদিম-কমিউনাল, দাসমালিকানাধীন, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট (তার প্রথম পর্যায় — সমাজতন্ত্র)।

আদিম-কমিউনাল উৎপাদন-প্রণালী ছিল মানুষের সামাজিক সংগঠনের নিম্নতম ও ঐতিহাসিকভাবে প্রাথমিক ধরন। মানুষের উদ্ভবের সঙ্গে প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে তা উদ্ভূত হয়ে সারা দুনিয়ায় খ্রীষ্টপূর্ব ৫-৪ সহস্রাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত প্রণালী হিসাবে বিদ্যমান ছিল। এই কালপর্বে মানুষ প্রকৃতির তৈরি সামগ্রী (লাঠি ও পাথর) ব্যবহার থেকে আদিম হাতিয়ার সৃষ্টি পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। পরবর্তীতে মানুষ শ্রেষ্ঠতর হাতিয়ার তৈরি ও আগুনের উপযোগী ধর্মগুলির সদ্ব্যবহার শিখেছিল।

উৎপাদন-শক্তির বিকাশের আত্যন্তিক নিম্ন স্তর নির্ধারণ করেছে অনুসঙ্গী উৎপাদন-সম্পর্ক -- উৎপাদনের উপায়ের যৌথ, কমিউনাল মালিকানা ও সমতাবাদী বণ্টন (ব্যক্তিকৃত কাজের পরিমাণ ও গুণ নির্বিশেষে) ভিত্তিক সমাজের সকল সদস্যের মধ্যে সমতা ও পারস্পরিক সহায়তার সম্পর্ক।

জীবননির্বাহের জন্য সংগৃহীত যাবতীয় উপায়ে সংগ্রাহক

নির্বিশেষে জনসমষ্টির সকল সদস্যের সমান ভাগ থাকত। সমতাবাদী বণ্টন ছিল উৎপাদন-শক্তি বিকাশের নিম্নমানের ফলশ্রুতি এবং অন্যতর বিকল্পও ছিল না। যেখানে ব্যক্তিজীবন দৈবের উপর, জীবননির্বাহের উপায়গুলি সংগ্রহে তার ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল, সেখানে জনসমষ্টির সদস্যদের মধ্যে এই উপায়গুলি বণ্টনের অসাম্য প্রতিটি ব্যক্তি তথা পুরো সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলত। কথান্তরে, শুদ্ধ আদিম হাতিয়ারের অধিকারী সেকালের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে ঐক্যবদ্ধ থেকেই কেবল একত্রে, যৌথভাবে, প্রাকৃতিক শক্তির মোকাবিলা করতে পারত। একটি সর্বজনীন আবাস ও যৌথ অস্তিত্ব ছিল এই ধরনের জনসমষ্টির অর্থনৈতিক বনিয়াদ।

জনসমষ্টির সংগৃহীত খাদ্যে কোনক্রমে জীবননির্বাহ হত। ব্যক্তির পক্ষে আত্মসাৎ বা ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের মতো কিছুই থাকত না। তাই সেখানে ছিল না কোন সম্পত্তি, শ্রেণী বা শোষণ।

যৌথ উৎপাদন ধীরে ধীরে উন্নত ও জটিলতর হয়ে ওঠার প্রেক্ষিতে স্বভাবতই লিঙ্গ ও বয়স ভেদে শ্রমবিভাগ দেখা দিয়েছিল। গৃহস্থালির দায়িত্ব, খাদ্যপ্রস্তুত, ইত্যাদি নারীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তারা শিশুদের লালনপালনেও ব্যস্ত থাকত। শিকার ও মাছ-ধরা পুরুষের কাজ হয়ে উঠেছিল। আর বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ছিল সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ধারক এবং তারা সেগুলি তরুণ প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করত। স্বাভাবিক শ্রমবিভাগের ফলে যৌথ শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ফলত, খুবই ধীরগতিতে হলেও উৎপাদন-শক্তিগুলি

কিছুটা বিকশিত হচ্ছিল, মানুষের উৎপাদন-সামর্থ্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল, শ্রম অধিকতর উৎপাদনশীল হয়ে উঠছিল এবং তা শ্রমের স্বাভাবিক তথা সামাজিক বিভাগের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। জমিচাষ থেকে আলাদাভাবে পশুপালন ছিল এ ধরনের প্রথম শ্রমবিভাগ। পরবর্তীতে কারিগরি পৃথক উৎপাদন হয়ে উঠেছিল।

উৎপদান-শক্তির বিকাশের (শ্রমের শ্রেষ্ঠতর হাতিয়ার, কাজের নতুন পদ্ধতি ব্যবহার, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, ইত্যাদি) ফলে গোষ্ঠীসমাজ অনেকগুলি পরিবারে বিভক্ত হয়ে পড়ছিল এবং পরিবারগুলি প্রায়ই নিজেদের চাহিদা পূরণ করতে, যৌথ ও সাম্প্রদায়িক শ্রম বর্জন করতে পারত। দৃষ্টান্ত হিসাবে, কৃষিতে এক বা দু'জন লোকচালিত পশু-টানা লাঙ্গল দেখা দেয়ার ফলে যৌথ জমিচাষ অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। যৌথ শিকারের মাধ্যমে খাদ্যসংগ্রহেরও অভিন্ন পরিণতি ঘটেছিল। গোড়ার দিকে শিকারীদের বড় দল প্রয়োজন হত। কিন্তু পশুপালন রপ্ত করার পর খাদ্য হিসাবে মাংস উৎপাদনের জন্য সম্প্রদায়ের বহু লোকের উদ্যোগ নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

যৌথ আবাসনও কালক্রমে তাৎপর্য হারিয়ে একক পরিবারের গৃহ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল।

গোষ্ঠীসমাজ ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছিল ব্যক্তিগত মালিকানা। একক পরিবারগুলি উৎপাদনের উপায়ের মালিক হয়ে উঠেছিল। মানুষ নিজের জীবনযাপনের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাদ্য উৎপাদন করতে পারত। দেখা দিল শোষণের সুযোগ: সমাজের কারও কারও পক্ষে অন্যদের মূল্যে ধনী হয়ে ওঠা। আদিম সাম্য আত্মসমর্পণ করল

অসাম্যের কাছে। উদ্ভূত হল প্রথম বৈরী শ্রেণীসমূহ — দাসমালিক ও দাসবর্গ। এভাবেই উৎপাদন-শক্তির বিকাশের ফলে আদিম-কমিউনাল উৎপাদন-প্রণালী দাসমালিকানাধীন ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল।

মানবেতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায় ছিল **দাসমালিকানাধীন উৎপাদন-প্রণালী।** আদিম-কমিউনাল ব্যবস্থা থেকে অর্জিত উৎপাদন-শক্তি তাতে আরও বিকশিত হচ্ছিল। শ্রমবিভাগের বিস্তার অব্যাহত ছিল। গড়ে উঠেছিল শহর। এগুলির আয়তন বাড়ছিল, বিকশিত হয়েছিল ব্যবসা।

আদিম-কমিউনাল সমাজ থেকে দাসমালিকানাধীন সমাজে উত্তরণ ছিল শ্রমের হাতিয়ারগুলি নিখুঁতকরণে প্রধান সাফল্যলাভের একটি উল্লেখ্য কালপর্ব। হাতিয়ার তৈরিতে শুরু হয়েছিল ধাতুব্যবহার — প্রথমে তামা ও ব্রোঞ্জ, পরে লোহা। সর্বত্র দেখা দিয়েছিল লাঙ্গল, কোদাল, কুড়াল, গাঁইতি, মই, নিড়ানি, সাঁড়াশি, কাস্তে, ইত্যাদি। এই সব সরলতম হাতিয়ারের পাশাপাশি এসেছিল জটিলতর যন্ত্রপাতি: হাপর, তাঁত ও কুমারের চাক। এগুলি ততটা নিখুঁত না হলেও শ্রম আগের তুলনায় আরও উৎপাদনশীল হবে, যন্ত্রগুলি সেই সম্ভাবনা নিশ্চিত করেছিল।

মানুষী শ্রমের ভুবন ক্রমাগত বিস্তৃত হয়েছিল এবং ব্যবসার অজস্র রকমফের দেখা দিয়েছিল। প্রাচীন গ্রীসে ছিল রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, ধাতুকর্মী ও ঘোড়ার সাজনির্মাতা, ইত্যাদি।

দাসমালিকানাধীন সমাজে প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদন-শক্তির অনুষঙ্গী ছিল। উৎপাদনের উপায়ে, খোদ দাসদের ও তাদের যাবতীয় উৎপাদের উপর দাসমালিকের

ব্যক্তিগত মালিকানায় এই সম্পর্ক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল। দাসেরা বেঁচে থাকার মতো জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীটুকুই শুধু পেত।

দাসমালিকানাধীন ব্যবস্থা ছিল ইতিহাসে শ্রেণীসমূহের বৈরিতা ও মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ ভিত্তিক প্রথম উৎপাদন-প্রণালী।

দাসমালিকানাধীন সমাজে বৈরী শ্রেণীসমূহ গঠন এবং মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছিল এবং দাসশ্রেণীর উপর দাসমালিক শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রাধান্য কায়েম হয়েছিল। মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম রাষ্ট্রের মর্মবস্তু আলোচনাক্রমে লেনিন লিখেছিলেন: '...যখন শ্রেণীসমূহে সমাজবিভাগের প্রথম ধরন দেখা দিয়েছিল, যখন কেবল দাসপ্রথা উদ্ভূত হয়েছিল... দাসমালিক শ্রেণীর অস্তিত্ব মজবুত হয়েছিল... তখন যাতে তা মজবুত হতে পারে সেজন্য একটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের প্রয়োজন ছিল।

'এবং তার অভ্যুদয় ঘটেছিল — দাসমালিকানাধীন রাষ্ট্র, একটি ব্যবস্থা যা দাসমালিকদের ক্ষমতা দিয়েছিল ও সমস্ত দাসদের উপর শাসনে তাদের সক্ষম করেছিল।'*

তাই দাসমালিকানাধীন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্ক, অধিকারহীন দাসবর্গের অর্থনৈতিক শোষণের সম্পর্ক।

দাসমালিকানাধীন উৎপাদন-সম্পর্ক কিছুকাল উৎপাদন-শক্তির বিকাশে উদ্দীপনা যুগিয়েছিল।

---

* Lenin V. I. 'The State', in: Lenin V. I. *Collected Works.*— Moscow: Progress Publishers, 1965, p.p. 478-479.

শ্রমের হাতিয়ারের উন্নতি, পশুর সংখ্যাবৃদ্ধি ও পশুদের চাষবাসে ব্যবহারের ফলে কৃষি ও পশুপালনের বিকাশ ঘটেছিল, গড়ে উঠেছিল বড় বড় জমিদারি, যেখানে শত শত, কখনো-বা হাজার হাজার দাস কাজ করত। আদিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শুরু হওয়া কারিগরির বিকাশ উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছেছিল। কৃষির মতো কারিগরিতে প্রাথমিক যন্ত্র ব্যবহারকারী বড় বড় দাসমালিকানাধীন সংস্থাগুলি ক্রমেই উদ্ভূত হয়েছিল।

কিন্তু কালক্রমে দাসমালিকানাধীন উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে সঙ্গতি হারিয়ে ফেলেছিল, সেগুলি বিকাশের বাধা হয়ে উঠেছিল। দাস ও দাসমালিকদের মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধিতে তার স্বকীয় অভিব্যক্তি ঘটেছিল।

উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন ছিল হাতিয়ারের নিরন্তর উন্নতিবিধান ও শ্রমের অধিকতর উৎপাদনশীলতা — যা অর্জনে দাস মোটেই উৎসুক ছিল না।

অতিক্রান্ত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তারমান উৎপাদন-শক্তি ও দাসমালিকানাধীন উৎপাদন-সম্পর্কের অসামঞ্জস্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। দাসবিদ্রোহের মধ্যে এই অসামঞ্জস্যের অভিব্যক্তি ঘটেছিল। শ্রেণীদ্বন্দ্বের চূড়ান্ত মাত্রাবৃদ্ধি দাসমালিকানাধীন সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বনিয়াদ টলিয়ে দিয়েছিল। এবং এই সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপর উদ্ভূত হয়েছিল একটি নতুন ব্যবস্থা — সামন্ততন্ত্র।

সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালী, যা দাসমালিকানাধীন সমাজকে প্রতিস্থাপন করেছিল, তাতে ছিল উৎপাদন-শক্তির অব্যাহত বিকাশের বৈশিষ্ট্য। মানুষ জল ও বাতাসের শক্তির

ব্যবহার শিখেছিল, কারিগরির যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়েছিল, প্রথম লেদযন্ত্র তৈরি করেছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও কৃষির উন্নতি ঘটিয়েছিল, শহর নির্মাণ অব্যাহত রেখেছিল।

নতুন সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদন-শক্তিকে বিকাশের ব্যাপক সুযোগ দিয়েছিল। এই উৎপাদন-সম্পর্ক ছিল জমি ও অন্যান্য উৎপাদনের উপায়ের উপর সামন্তপ্রভুর মালিকানা এবং এইসঙ্গে শ্রমিকদের — ভূমিদাসরূপী কৃষক ও কারিগরদের উপর এক ধরনের আংশিক মালিকানা ভিত্তিক। সামন্তপ্রভু ছিল ভূমিদাসকে কাজ করতে বাধ্য করার, তাকে ক্রয়বিক্রয়ের অধিকারী। কিন্তু সে ভূমিদাসকে হত্যা করতে পারত না। তদুপরি সামন্ততন্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়গুলিতে ভূমিদাস প্রভুবদলের অধিকার ভোগ করত।

দাসমালিকানাধীন সমাজের মতো সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কও ছিল প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক -- যেখানে বিপুল সংখ্যক ভূমিদাস কৃষক মুষ্টিমেয় সামন্তপ্রভুর দ্বারা শোষিত হত।

ভূমিদাস কৃষক ও কারিগরদের ব্যক্তিগত ভাগ্যও ছিল সামন্তপ্রভুদের উপর নির্ভরশীল, যারা ছিল আইন ও প্রশাসনের দিক থেকে তাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। এমন ব্যবস্থা ছাড়া প্রভুর স্বার্থে ভূমিদাসদের কাজ করান অসম্ভব হত।

এসব সত্ত্বেও এই সম্পর্কগুলি দাসমালিকানাধীন উৎপাদন-সম্পর্কের তুলনায় কিছুটা প্রাগ্রসর ছিল। কেননা, এই সম্পর্কগুলি ভূমিদাস কৃষককে নিজ কাজে অন্তত কিছুটা উৎসাহী হতে বাধ্য করেছিল। এক্ষেত্রে কৃষকরা কিছু সংখ্যক উৎপাদনের উপায়ের (ছোটছোট জোতজমি, পশু, সাজসরঞ্জাম, ইত্যাদি) মালিকানা পেয়েছিল। এগুলির দৌলতে সামন্তপ্রভুর

জন্য বাধ্যতামূলক শ্রমটুকু পুরো করার পর তারা নিজ স্বার্থে কাজ করার কিছুটা অবকাশ পেত। এই পরিস্থিতি শ্রমের হাতিয়ার ও শ্রমের পদ্ধতি উন্নয়নে এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে তাদের অনুপ্রাণিত করত। সেজন্য আগের তুলনায় সামন্ততন্ত্রের যুগে উৎপাদন-শক্তি বিকাশের উন্নততর পর্যায়ে পেঁছেছিল। লোহার লাঙ্গল-ফলা, লোহার দাঁতওয়ালা মই, সবজি চাষ, ফল চাষ ও আঙুর চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল, উদ্ভাবিত হয়েছিল ব্লাস্ট-ফ্যার্নাস, আগ্নেয়াস্ত্র ও মুদ্রণ।

ক্রমে ক্রমে কারিগরের কর্মশালার স্থলবর্তী হয়েছিল প্রাথমিক পুঁজিতান্ত্রিক সমবায় ও শিল্পশালাগুলি, যেগুলি একই ঘরে সমবেত করত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক। ব্যবস্থাটি আরও শ্রমবিভাগে সহায়তা যোগাত এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ত্বরিত করত। শিল্পশালাগুলি ছিল সামন্ততন্ত্রের গর্ভে জায়মান একটি নতুন ও অধিক প্রগতিশীল উৎপাদন-প্রণালীর প্রতীক। এটা পুঁজিতন্ত্র।

সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক যা জমিতে কৃষকদের আটকে রাখত ও বর্ধমান শিল্পে শ্রমের প্রবাহ রোধ করত সেটা উৎপাদন-শক্তির বিকাশে বাধার ভূমিকাসীন হয়েছিল। উৎপাদনরোধী ও উৎপাদন ব্যাহতকারী সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের উৎখাত তাই অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। সেই উৎপাদন-সম্পর্ক উচ্ছেদ প্রয়োজন ছিল এবং তা সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। লক্ষ্যটি অর্জিত হয়েছিল বুর্জোয়া বিপ্লবগুলির মাধ্যমে, আর এগুলিতে নেতৃত্ব দিয়েছিল একটি নবজাত শ্রেণী — বুর্জোয়া।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালী বস্তুত মানবেতিহাসের একটি অগ্রপদক্ষেপ। এর কেন্দ্রবস্তু ছিল বৃহদায়তন যান্ত্রিক উৎপাদন — বড় বড় কলকারখানা। মার্কস ও এঙ্গেলস পুঁজিতন্ত্রের উৎপাদন-শক্তির বৈশিষ্ট্যকে এভাবে চিহ্নিত করেছিলেন: 'প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের অধীন করা, যন্ত্রপাতি, শিল্প আর কৃষিতে রসায়নের প্রয়োগ, স্টীম-নৌবাহ, রেলপথ, ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফ, গোটা গোটা মহাদেশে চাষবাসের প্রতিবন্ধ দূর করা, নদীর গতিপরিবর্তন, ভেলকিবাজির মতো যেন মাটি ফুঁড়ে জনসমষ্টির আবির্ভাব...'*

অস্তিত্বের এক-দুই শতকে পুঁজিতন্ত্র আগেকার যাবতীয় উৎপাদন-প্রণালীর তুলনায় উৎপাদন-শক্তি বিকাশের জন্য অনেক বেশি করেছিল।

উৎপাদন-শক্তির এই প্রবল উচ্ছ্রয় ছিল নতুন, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের শর্তাধীন। এগুলি ছিল উৎপাদনের উপায়গুলির ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানাভিত্তিক। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকরা আইনত স্বাধীন এবং উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক (পুঁজিপতি) নিজের জন্য তাদের নিয়মমাফিক কার্যসম্পাদনে বাধ্য করতে পারে না। কিন্তু তারা নিজেরা কোন উৎপাদনের উপায়ের মালিক না হওয়ার দরুন শ্রমিকের কেবল (বেঁচে থাকার জন্য) একটি বাছাই করার মতো জিনিস থাকে — পুঁজিপতির কাছে শ্রমশক্তি বিক্রয়, কলকারখানায় চাকুরি খোঁজা, শোষণে আত্মসমর্পিত হওয়া।

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। নির্বাচিত রচনাবলি। বারো খণ্ডে। — মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৯। খণ্ড ১, পৃঃ ১৪৮।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদন উন্নয়নের জন্য উদ্দীপক হিসাবে পুঁজিতান্ত্রিক মুনাফা সৃষ্টি করেছে। মুনাফা ও অতিমুনাফার জন্য প্রতিযোগিতারই বিধায় পুঁজিপতিরা উৎপাদন সম্প্রসারণের ও প্রযুক্তি উন্নয়নের প্রয়াস পায় এবং এভাবে উৎপাদন-শক্তির বিকাশ ত্বরিত করে থাকে। কিন্তু বিকাশের কোন একটি পর্যায়ে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে আর সঙ্গতিশীল থাকে না। পুঁজিতন্ত্রের মূল অসঙ্গতি -- উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র (যাতে কোটি কোটি মানুষ জড়িত) ও তার ফলগুলি আত্মসাতের ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক পন্থার (কোটি কোটি মেহনতির শ্রমফলগুলি উৎপাদনের উপায়গুলির মুষ্টিমেয় মালিকরা আত্মসাৎ করে) মধ্যেকার অসঙ্গতি — চরমে পৌঁছয়।

পুঁজিতন্ত্রের অসঙ্গতিগুলি পুঁজিতন্ত্রের শেষপর্যায়ে — সাম্রাজ্যবাদের যুগে — সর্বাধিক তীব্র হয়ে ওঠে, যখন অবাধ প্রতিযোগিতা দৈত্যাকার একচেটিয়াদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

একচেটিয়াগুলি কোটি কোটি মানুষের শ্রমকে একটি দেশের অভ্যন্তরে ও সীমান্তের বাইরে উভয়তই সংযুক্ত করে। তারা সরকারী শাসনযন্ত্রের সঙ্গে মিশে যায় ও ফলত রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। উৎপাদন আগের যেকোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশি সামাজিক চারিত্র্য অর্জন করে। কিন্তু বিপুল পরিসরে উৎপাদন-শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে পুঁজিতন্ত্র আত্মধ্বংসের বৈষয়িক পূর্বশর্ত গড়ে তোলে। উৎপাদন-শক্তি এতটা বৃদ্ধি পায় যে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের কাঠামো তাদের জন্য খুবই সংকীর্ণ হয়ে ওঠে এবং তীব্র সংঘাত (সংকট, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারি, যুদ্ধ, ইত্যাদি) দেখা

দেয়, যা কেবল একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেই মীমাংসিত হতে পারে। বিপ্লব সেকেলে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক উৎখাত করে এবং উৎপাদনের উপায়গুলির সামাজিক মালিকানাভিত্তিক অধিকতর প্রগতিশীল, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক দ্বারা তাকে বদলায়।

মেহনতি কৃষকের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীই পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কগুলি ধ্বংসের এবং নতুন, কমিউনিস্ট উৎপাদন-প্রণালী (তার প্রথম পর্যায় হল সমাজতন্ত্র) প্রবর্তনের ইতিহাসনির্ধারিত সামাজিক শক্তি। শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রদূত হল তার পার্টি, যে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের ভিত্তিতে দাঁড়ায় এবং সেই তত্ত্বকে ব্যাপক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে।

খোদ পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশই একটি নতুন সমাজব্যবস্থার বিষয়গত ও বিষয়ীগত উভয় পূর্বশর্তগুলিই সৃষ্টি করে। এটি কমিউনিজম।

কিন্তু তাসত্ত্বেও কমিউনিস্ট উৎপাদন-প্রণালী দ্বারা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালী বদলানোর জন্য প্রয়োজন একটি পুরো ঐতিহাসিক যুগ — পুঁজিতন্ত্র থেকে কমিউনিস্ট উৎপাদন-প্রণালীর প্রথম পর্যায়, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্ব।

তৃতীয় অধ্যায়

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের অন্তর্বর্তী কালপর্বের প্রয়োজনীয়তা

পুঁজিতন্ত্রের সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক রূপান্তর হল সমাজবিকাশের পুরো ইতিহাসের অনিবার্য শর্তাধীন একটি নিয়মানুগ প্রক্রিয়া। এটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অন্যতম মূল প্রত্যয়। প্রত্যয়টি জীবন দ্বারা প্রমাণিত এবং সমাজতন্ত্র নির্বাচক অনেকগুলি দেশের অভিজ্ঞতায় সত্যাখ্যাত।

কোন দেশের পক্ষেই প্রথমে উত্তরণের ঐতিহাসিক কালপর্বটি অতিক্রম ব্যতীত সমাজতন্ত্রে পৌঁছন সম্ভবপর নয়। সময়ের পরিমাণ এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের ধরন ও প্রণালী দেশভেদে ভিন্নতর হতে পারে ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল থাকে, কিন্তু এর মর্মবস্তু সর্বদাই অভিন্ন।

বিপ্লব পুরনো সমাজ ধ্বংস করে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার পরিবর্তন সম্পূর্ণ করে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে, দ্রুত ক্ষমতা দখল সম্ভব — এজন্য কয়েক দিন, এমন কি কয়েক ঘণ্টাই হয়ত যথেষ্ট। কিন্তু, একটি জটিল সমাজসত্তাকে — পুরনো সমাজটিকে একটি আঘাতে ভেঙ্গে ফেলা যায় না, সেই আঘাত যতই প্রবল ও অটল হোক।

পুরনো ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। শোষকদের সহায়ক ও জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার্য সব কিছুই

সবলে ও দৃঢ়সংকল্পে ধ্বংস করা প্রয়োজন। আবার এইসঙ্গে উপযোগী, মেহনতিদের স্বার্থানুকূল সব কিছু অবশ্যই রক্ষণীয়।

স্মর্তব্য, ধ্বংস সঙ্গে সঙ্গেই নির্মাণ শুরু হয়। প্রক্রিয়াগুলি ধারাবাহিক নয়, সমান্তরাল।

পুরনোকে ধ্বংসের করার পাশাপাশি নির্মাণ, পুরনোর ছাইভস্মের উপর নির্মাণ মোটেই সহজসাধ্য নয়। তুমি যে-প্রাসাদ কখনো দেখ নি প্রথমে তারই একটি নীলনকশা তৈরি করা চাই।

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য একটি কালপর্বের প্রয়োজনীয়তা আসলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে তার মৌলিক পার্থক্য থেকেই উদ্ভূত। আগেই বলা হয়েছে যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার গর্ভে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর উদ্ভব ও বিকাশের ফলেই বুর্জোয়া বিপ্লব সংঘটিত হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হয় পুঁজিতন্ত্রের গর্ভে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের অনুপস্থিতিতে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটে, কেননা, পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক বিকাশে পুঁজিতন্ত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য সেকেলে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের উৎখাতই বুর্জোয়া বিপ্লবের পুরো লক্ষ্য ও কাজ হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হয় ক্ষমতাদখল থেকে, আর বিজয়ী প্রলেতারিয়েত অতঃপর সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদের উপর অর্থনীতি পুনর্গঠন এবং এই ভিত্তিতে পুঁজিতন্ত্রের অবশিষ্ট উপাদানগুলি বিলোপে রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে।

পুঁজিতন্ত্রের গর্ভে কেন সমাজতন্ত্রের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে না? এর অনেকগুলি কারণ রয়েছে। এবার এগুলিই দেখা যাক।

প্রথম কারণ। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক উদ্ভবের প্রয়োজনীয় শর্ত হল উৎপাদনের উপায়গুলি থেকে শ্রমিককে পৃথকীকরণ, প্রলেতারিয়েতে তার পর্যবসান। শ্রমিক পুঁজিপতির কাছে নিজ শ্রমশক্তি বিক্রয়ে বাধ্য হয়, অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য তাকে চাকুরি খুঁজতে হয়।

সমাজতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হল উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে সরাসর উৎপাদকদের (মেহনতিদের) ঐক্যসাধন। স্বভাবতই, এই ঐক্যসাধন বুর্জোয়া সমাজের কাঠামোয় ঘটতে পারে না। পুঁজিপতিরা কখনই স্বেচ্ছায় তাদের সম্পত্তি ত্যাগ করবে না, যে-সম্পত্তি তারা সঞ্চয় করেছে ভাড়াটে শ্রমিকদের অবৈতনিক, উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাতের — বস্তুত ওই সব শ্রমিক শোষণের মাধ্যমে। নিজের শ্রমসৃষ্ট উৎপাদনের উপায়ের মালিকানালাভে সমর্থ হয়ে ওঠার আগে শ্রমিক শ্রেণীকে বুর্জোয়ার হাত থেকে অবশ্যই সবলে উৎপাদনের উপায় দখল করতে হবে। এভাবেই স্বহস্তে উৎপাদনের উপায়ের স্রষ্টা শ্রমিক শ্রেণী ঐতিহাসিক ন্যায়বিচার পেতে পারে।

মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছিলেন যে প্রলেতারিয়েত '...বিপ্লবের সাহায্যে ...নিজেকে শাসক শ্রেণীতে পরিণত করে এবং শাসক শ্রেণী হিসেবে উৎপাদনের পুরনো পরিবেশকে... জোর করে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে।'*

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। নির্বাচিত রচনাবলি। বারো খণ্ডে। — মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৯। খণ্ড ১, পৃঃ ১৬৭।

দ্বিতীয় কারণ। আগেই দেখানো হয়েছে যে দাসমালিকানাধীন সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশ ক্রমে তাকে একটি সামন্ততান্ত্রিক সমাজে এবং অতঃপর পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত করেছিল। এবং পুরনো (সেকেলে) ও নতুন (জায়মান) উৎপাদন-প্রণালী দীর্ঘকাল সহবাস করেছে। দাসমালিকানাধীন ব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের অভিন্ন বনিয়াদ -- উৎপাদনের উপায়গুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার নিরিখেই এই সহবাসের ঘটনাটি ব্যাখ্যেয়। কথান্তরে, দাসমালিকানাধীন, সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া মালিকানা মূলত অভিন্নই। তাই যখন সামন্তপ্রভুদের বা পুঁজিপতিদের শ্রেণী নিজেদের আধিপত্য নিশ্চায়ক শর্তে — ব্যক্তিগত মালিকানার একটি নির্দিষ্ট ধরনে — পুরো সমাজকে অধীনস্থ করার মাধ্যমে অর্জিত অর্থনৈতিক অবস্থান সংহত করার প্রয়াস পায় তখন মালিকানার অন্যান্য ধরনগুলি লোপের আবশ্যিকতা থাকে না।

সমাজতান্ত্রিক মালিকানা হল ব্যক্তিগত মালিকানার সবগুলি ধরনের সরাসর অস্বীকৃতি এবং সেজন্যই পুঁজিতন্ত্রের গর্ভে তার উন্মেষ ঘটে না।

তৃতীয় কারণ। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক হল উৎপাদনের উপায়গুলির সামাজিক মালিকানাভিত্তিক। ইতিমধ্যে পুঁজিতন্ত্রের আওতায় যে একটিমাত্র মালিকানার ধরনের বিকাশ ঘটে তা হল সেই ধরনের মালিকানা, যা ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রকৃতিকে ধ্বংস করে না। এমন কি, উৎপাদনের কিছু কিছু উপায় রাষ্ট্রায়ত্ত হলেও তাতে সেগুলির মালিকানার প্রকৃতি বদলায় না। পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তি তাতে সমগ্র জনগণের সম্পত্তি হয়ে ওঠে না, কেননা পুঁজিতান্ত্রিক

রাষ্ট্র আসলে অনেকগুলি উপাদানের গঠিত একটি পুঁজিপতি মাত্র, কিংবা পুঁজিতান্ত্রিক ব্যাপারগুলি দেখাশোনার একটি কমিটির নামান্তর।

চতুর্থ কারণ। পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় উদ্ভূত হতে পেরেছিল ও সামন্ততান্ত্রিক মালিকানার পাশাপাশি টিকেছিল, কেননা, এই দুই ধরনের মালিকানাই মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণভিত্তিক মালিকানা। সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণে শোষণের ধরনগুলিই শুধু বদলায়, খোদ শোষণ লোপ পায় না। সামন্ততন্ত্রের হাতে দাসমালিকানাধীন সমাজ উৎখাতের কালপর্বেও এর কোন ব্যত্যয় ঘটে নি।

সমাজতান্ত্রিক মালিকানার প্রকৃতিই মানুষ কর্তৃক মানুষের যাবতীয় শোষণকে বাতিল করে দেয়। সেজন্য সমাজতান্ত্রিক মালিকানা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে জন্মায় না এবং কেবল ব্যক্তিগত মালিকানা লোপের শর্তেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সামাজিক মালিকানার উদ্ভব শত্রুভাবাপন্ন ও বৈরী শ্রেণীগুলিতে বিভক্ত সমাজের খোদ বনিয়াদটিকেই নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। বলা বাহুল্য এই ধরনের একটি মৌলিক পরিবর্তন বুর্জোয়া ব্যবস্থার কাঠামোয় কখনই অর্জনীয় নয়।

পঞ্চম কারণ। যাবতীয় প্রাক-সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালী ছিল উৎপাদন-শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের ফলশ্রুতি। কিন্তু সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ সামাজিক মালিকানাধীন বিধায় তা স্বতঃস্ফূর্ত বা নৈরাজ্যিক ভাবে বিকশিত হতে পারে না। কৃষক ও মেহনতিদের অন্যান্য স্তরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর কেবল সচেতন ও উদ্দেশ্যমুখী কার্যকলাপের

ফলশ্রুতি হিসাবেই সমাজতন্ত্রের উন্মেষ ও বিকাশ সম্ভবপর। শুধু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই এই ধরনের কার্যকলাপ পরিকল্পনা, সংগঠন ও পরিচালনায় সক্ষম। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র একপ্রস্ত উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে, ফলত শোষণমুক্ত মানুষের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতার উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ও উন্নীত হয়।

অতঃপর আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে বুর্জোয়া ব্যবস্থার গর্ভে সমাজতন্ত্রের উন্মেষ ঘটে না, ঘটতে পারে না। সমাজতন্ত্রের উন্মেষ, বিকাশ ও সংহতি ঘটে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসাবেই, যে বিপ্লব ধ্বংস করে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক।

এমন কি, স্বহস্তে ক্ষমতা গ্রহণের পরও মেহনতি মানুষ রাতারাতি একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে পারে না। এই ব্যর্থতার উত্তর দিয়েছেন লেনিন: 'এই লক্ষ্য একচোটে হাসিল করা যায় না। এর জন্য লাগে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বেশ দীর্ঘ কালপর্যায়, তার কারণ উৎপাদন পুনঃসংগঠিত করা একটা কঠিন ব্যাপার, আরও কারণ — জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের জন্যে সময় লাগে, তাছাড়া কারণ হল এই যে, পেটি-বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়া কায়দায় সব কিছু চালাবার অভ্যাসের প্রচণ্ড প্রভাব শুধু দীর্ঘ অনমনীয় সংগ্রাম দিয়েই কাটিয়ে ওঠা যায়।'*

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ হল ইতিহাসের

---

* লেনিন ভ. ই.। নির্বাচিত রচনাবলি। বারো খণ্ডে। — মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮১। খণ্ড ৯, পৃঃ ২০০-২০১।

একটি পর্যায়, এবং তার শুরু মেহনতিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মুহূর্তে আর শেষ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়।

এই হল সেই উত্তরণকাল যার মর্মবস্তু হল উৎপাদনের উপায়গুলির যাবতীয় ধরনের অনুপার্জিত ব্যক্তিগত মালিকানার অব্যাহত বিলোপ এবং উৎপাদনের উপায়গুলিকে সামাজিক মালিকানায় রূপান্তর, কথান্তরে, উত্তরণকালে শোষক শ্রেণীর উৎখাত এবং মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের যাবতীয় ধরন লোপ ও এইসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। উত্তরণকাল হল স্বেচ্ছামূলক উৎপাদক সমবায়ের মাধ্যমে কৃষক ও কারিগরদের ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের কাল, যখন সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি সৃষ্টি করা হয় অর্থনীতির যাবতীয় শাখায় কৃৎকৌশলগত অগ্রগতির নিশ্চায়ক বৃহদায়তন যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদনের মাধ্যমে। এইসঙ্গে আসে সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং নতুন, সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের আদলে পেটি-বুর্জোয়া স্তরগুলির মানসিকতা পুনর্গঠন।

যেসব দেশ সমাজতন্ত্রকে নিজ লক্ষ্য হিসাবে নির্বাচন করেছে সেইসব দেশে এই উত্তরণকালের দৈর্ঘ্য নির্ধারিত হয় সেখানকার নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক শর্তবলী দ্বারা, যথা: বিপ্লবের পূর্ববর্তী উৎপাদন-শক্তির স্তর, ঐতিহাসিক ও জাতীয় ঐতিহ্য, জনমনে বিদ্যমান পুরনো ভাবাদর্শের মাত্রা ও আবেষ্টন।

অত্যুন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি, যেখানে উৎপাদন অত্যধিক সামাজিকীকৃত ও সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত উন্নততরভাবে প্রস্তুতকৃত, অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নততর দেশগুলির তুলনায় সেখানে উত্তরণকাল সংক্ষিপ্ততর হতে পারে।

অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বিশেষত বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, বিকাশ ও সংহতি পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্বকে ঐতিহাসিকভাবে সংক্ষিপ্ততর ও স্বল্প শ্রমসাধ্য করতে সহায়তা দেয়।

সমাজতন্ত্রের পথযাত্রার অগ্রদূত সোভিয়েত ইউনিয়নে উত্তরণকালটি ১৯১৭ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ত্রিশের মধ্য-দশক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৯৩৬ সালে গৃহীত সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সুসংহত করেছিল। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সাধারণত দ্রুততর হয়েছিল। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ উত্তরণের কালপর্ব সংক্ষিপ্তকরণের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া ও রুমানিয়ায় এই উত্তরণকাল ছিল প্রায় ১৫ বছর আর জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ১২ বছর। যুগোস্লাভিয়ায় প্রচুর ব্যক্তিগত কৃষিখামার থাকার প্রেক্ষিতে সেখানে এখনো সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ নির্মাণ শেষ হয় নি।

অধ্যায়টি শেষ করার আগে বলা প্রয়োজন যে উত্তরণকালকে সমাজের পৃথক কোন সামাজিক-অর্থনৈতিক পর্যায় হিসাবে দেখা উচিত নয়। ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে তা আসলে সমাজতন্ত্র দ্বারা পুঁজিতন্ত্র প্রতিস্থাপনের ঐতিহাসিক কালপর্ব। অবশ্যই স্মরণীয় যে, সমাজতন্ত্র কোন সংস্কারের মাধ্যমে অর্জনীয় নয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যাদিষ্ট কেবল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমেই সম্ভবপর। এটা হল সমাজবিকাশের বিষয়গত দাবী। আর এখানেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মার্কসবাদী-

লেনিনবাদী তত্ত্ব এবং সংস্কারবাদ ও শোধনবাদের মধ্যেকার সীমারেখাটি সুচিহ্নিত।

সমাজতন্ত্র নির্মাণের সর্বোত্তম বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও কোন দেশের পক্ষেই এই উত্তরণকালটি এড়ান সম্ভবপর নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

উত্তরণকাল: সাধারণ নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য

উত্তরণকালের সাধারণ নিয়মগুলির উল্লেখ প্রসঙ্গে আমরা সেইসব মৌলিক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা ভাবছি যেগুলির বাস্তবায়ন সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের নিশ্চিত পথযাত্রী একটি দেশের পক্ষে অবশ্যপালনীয়। প্রলেতারীয় বিপ্লবের এবং উত্তরণকালের বিষয়গত প্রাথমিক পরিস্থিতির অভিন্ন সারমর্মেই তা সহজলক্ষ্য। উত্তরণকালে প্রবিষ্ট দেশগুলির জন্য বৈপ্লবিক পরিবর্তনের লক্ষ্য এবং শেষ ফলশ্রুতিও অভিন্ন। এটা সমাজতন্ত্র। সবগুলি দেশে রয়েছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের অভিন্ন অগ্রগামী সামাজিক শক্তি — মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি-পরিচালিত শ্রমিক শ্রেণী।

উত্তরণকালে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের সাধারণ নিয়মাবলীর প্রাথমিক তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণার সূত্রকার ছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস, এবং তখন এঙ্গেলস সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পর্যায়গুলির আনুষঙ্গিক প্রশ্নাবলীকে জটিলতম বলে উল্লেখ করেছিলেন। পরবর্তীতে লেনিন পুঁজিতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণক্রমে এই ধ্যান-ধারণাকে সৃজনশীলভাবে বিকশিত ও সুনির্দিষ্ট রূপদান করেন।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতারা সময়ের

যবনিকা উত্তোলনক্রমে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের রূপরেখাগুলি চিহ্নিত করার সময় খুবই সতর্ক ছিলেন। এতে না ছিল ইউটোপিয়ার একটিও কণা কিংবা অতিকল্পনায় ভেসে চলা। ছিল কেবল বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রামাণ্য বিষয়: বিকাশের মূল প্রবণতাসমূহ এবং প্রধান মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি। তত্ত্বীয়ভাবে তা স্পষ্ট ছিল যে পুঁজিতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণে প্রয়োজন হবে একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক কালপর্ব, নতুন সমাজ পরিপক্কতার এক পর্যায় থেকে উন্নীত হবে পরবর্তীটিতে। কিন্তু ওই পর্যায়গুলির সুস্পষ্ট আদল কারও জানা ছিল না।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের নিয়ন্তা নিম্নোক্ত সাধারণ নিয়মাবলী সূত্রবদ্ধ করেছে। বহু দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতায় এগুলির যাথার্থ্য এখন সত্যাখ্যাত।

প্রথম: মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি-পরিচালিত শ্রমিক শ্রেণীর মুখ্য ভূমিকা; প্রলেতারীয় বিপ্লব সাধন এবং কোন-না-কোন ধরনের প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা।

দ্বিতীয়: কৃষকদের প্রধান অংশ ও মেহনতিদের অন্যান্য স্তরের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবন্ধন।

তৃতীয়: পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানা উৎখাত এবং উৎপাদনের প্রধান উপায়গুলিতে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা।

চতুর্থ: স্বেচ্ছাভিত্তিক কৃষিসমবায়ে ক্রমান্বয়ে কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর।

পঞ্চম: সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের লক্ষ্যে এবং মেহনতিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশ।

ষষ্ঠ: ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতিতে একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটন এবং মেহনতি মানুষ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি অনুগত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের রূপান্তর সাধন।

সপ্তম: জাতিগত নির্যাতন লোপ এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমতা ও ভ্রাতৃসুলভ মৈত্রীবন্ধনের নিশ্চয়তা, সকল জাতির বিকাশ ও তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।

অষ্টম: অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ শত্রুদের আক্রমণের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক অর্জনগুলি রক্ষা।

নবম: অন্যান্য দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সংহতি — প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ।

এগুলিই উত্তরণকালের প্রধান নিয়ম। মনে রাখা উচিৎ যে এই কালপর্বের বিভিন্ন পর্যায়ে এগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকটিত হতে পারে। কোন কোন নিয়ম হয়ত উত্তরণের পুরো কালপর্বেই কার্যকর থাকবে, অন্যগুলি থাকবে না।

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সাধারণ নিয়মাবলী বিদ্যমানতার অর্থ এই নয় যে এগুলি সর্বত্র অটুট অভিন্নতায় প্রকটিত হয়ে থাকে। এই সাধারণ নিয়মাবলীর গ্রহণযোগ্য আত্যন্তিক স্বকীয় ধরনগুলি একটি দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যের উপর, তার অর্থনীতি, জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের উপর, দেশের অভ্যন্তরীণ শ্রেণীশক্তির অনুপাত ও ব্যবস্থার উপর এবং বিশ্বপরিস্থিতি ও অন্যান্য হেতুর উপর নির্ভরশীল। কথান্তরে, এই সাধারণ নিয়মগুলি সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালে যেকোন একটি দেশের ঐতিহাসিক ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্যগুলিকে মুছে ফেলে না। এসম্পর্কে লেনিনের সুস্পষ্ট অভিমত: 'সকল জাতিই সমাজতন্ত্রে

পৌঁছবে তা অনিবার্য। কিন্তু সকলে অটুট অভিন্নভাবে তা করবে না। প্রত্যেকেই গণতন্ত্রের কোন একটা ধরনে, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের কোন একটা প্রকারভেদে, সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিকের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের গতিবেগের হেরফেরে নিজস্ব কিছুটা অবদান রাখবে।'*

বলা প্রয়োজন যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালের প্রয়োজনীয়তা ও সাধারণ নিয়মগুলিকে একটি দৃঢ় ভিতে প্রতিষ্ঠিত করলেও সমাজতন্ত্রে ঐতিহাসিক উত্তরণের প্রতিটি দিক সম্পর্কে পূর্বাভাস বা সকল দেশের জন্য সর্বকাল ও সর্বস্থানের উপযোগী কোন ব্যবস্থাপত্র দেয়ার চেষ্টা করে নি। লেনিন প্রায়ই পুনরুক্তি করতেন যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র আসলে সমাজতন্ত্র নির্মাণের সাধারণতম সীমারেখাগুলিই শুধু চিহ্নিত করেছে। 'সমাজতন্ত্রের পথের শেষ খুঁটিনাটি পর্যন্ত মার্কস জানতেন বা মার্কসবাদীরা জানেন, এই দাবী আমরা করি না। এই ধরনের কোন দাবী আহাম্মকির সামিল। আমরা শুধু ওই পথের নিশানা এবং পথযাত্রী শ্রেণীশক্তিগুলিই জানি। নির্দিষ্ট, বাস্তব খুঁটিনাটি শুধু **কোটি কোটি মানুষের অভিজ্ঞতার** মাধ্যমেই প্রকাশ পাবে, যখন তারা ব্যাপারগুলির দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করবে।'**

---

* Lenin V. I. 'A Caricature of Marxism and Imperialist Economism', in Lenin V. I. *Collected Works.* — Moscow: Progress Publishers, 1964. Vol. 23, p.p. 69-70.

** Lenin V. I. 'From a Publicist's Diary. Peasants and Workers', in: Lenin V. I. *Collected Works.*—Moscow: Progress Publishers, 1974. Vol. 25, p. 285.

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে সুনির্দিষ্ট শর্তাধীনে একটি বিপ্লব বিভিন্ন পথে — সশস্ত্র অভ্যুত্থান থেকে সংসদীয় নির্বাচনে সংখ্যাগুরু হিসাবে জয়লাভ করে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনে সমর্থ একটি সরকার গঠন পর্যন্ত — নিষ্পন্ন হতে পারে। কিন্তু প্রতিটি সত্যিকার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে একটি বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য: বুর্জোয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতাহরণ এবং কোন-না-কোন ধরনের প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা।

উৎপাদনের প্রধান উপায়গুলি সামাজিকীকরণের বিভিন্ন পথ রয়েছে। বিভিন্ন দেশে গতিবেগ ও প্রকারভেদ সহ বিভিন্ন ধরনে সমাজতান্ত্রিক জাতীয়করণ (খেসারত ছাড়া, কিংবা আংশিক খেসারত সহ) নিষ্পন্ন হয়েছে। উত্তরণকালের গোড়ার দিকেই বড় বড় পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তি বিলোপ করা চলে, কিন্তু কৃষিসমবায় গঠন পরেও সম্ভবপর।

স্পষ্টতর করে বলা যায়, প্রতিটি দেশের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বৈশিষ্ট্যে 'কী করা উচিত?' — এর তুলনায় 'কীভাবে করা উচিত?' বস্তুত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটনের নির্দিষ্ট পথ একটি দেশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল।

১৯১৭ সালে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল প্রথম এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের মধ্যে সংঘটিত একমাত্র বিজয়ী প্রলেতারীয় বিপ্লব। সমগ্র পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার বিরোধিতার মুখোমুখি সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিগুলি সমাজতন্ত্র নির্মাণে ছিল নিঃসঙ্গ। একটি বিশাল দেশে মেহনতিরা পুঁজিতন্ত্রের ভিতনাশক্ষম একটি নতুন সমাজ গড়ছিল বলে পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়া এই ঘটনাকে স্বীকৃতিদানে নারাজ ছিল।

সেজন্য বহিস্থ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবীরা যেকোন মূল্যে সোভিয়েত রাষ্ট্র ধ্বংসের জন্য বহু চেষ্টা চালিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ কেন মেহনতি ও পুরনো দুনিয়ার সেকেলে শক্তির মধ্যেকার সুতীব্র সংগ্রামের পরিস্থিতিতে নির্মাণ করা হয়েছিল, এতেই তার ব্যাখ্যা মিলবে।

ঘটনা এই যে, রাশিয়া ছিল সমাজতন্ত্র নির্মাণ আরম্ভকারী প্রথম দেশ এবং এতটা দীর্ঘ সময় তাই ছিল বলে সে তার উত্তরণকালের মূল বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল, যে-বৈশিষ্ট্যটি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল অন্যান্য অনেকগুলি প্রকট লক্ষণ, যেগুলি প্রায়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হত। পুঁজিতান্ত্রিক অবরোধ, বুর্জোয়া দেশগুলির খোলাখুলি শত্রুতা, সার্বক্ষণিক অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপ, সোভিয়েত রাজ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সামরিক হস্তক্ষেপ ও নতুন আক্রমণের নিরন্তর হুমকির প্রেক্ষিতে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বিপুল প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে জীবনের সবগুলি দিককেই প্রভাবিত করেছিল: সোভিয়েত ইউনিয়ন দেশরক্ষা খাতে প্রচুর অর্থব্যয়ে বাধ্য হয়েছিল এবং ফলত জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রয়াস মন্থর হয়ে পড়েছিল, সে কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা সংহত করতে বাধ্য হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের চারপাশের দেশগুলির পুঁজিপতিরা অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে বৈষয়িক ও নৈতিক সমর্থন দিয়েছিল ও তাদের উদ্যোগে সহায়তা যুগিয়েছিল।

সোভিয়েত রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লব ও সশস্ত্র সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তার মূল শক্তিগুলির সংহতিতে উত্তরণকালের প্রায় বিশ বছরের মধ্যে

তিন বছর কাটিয়েছিল। দেশের বহু অঞ্চলে দীর্ঘ পাঁচ বছর চলছিল সশস্ত্র সংগ্রাম। ফলত, অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি সোভিয়েত ইতিহাসে জন্ম দিয়েছিল একটি নির্দিষ্ট কালপর্বের — অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের কালপর্ব। এই অদ্ভুত পরিস্থিতি সোভিয়েত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতিতে একটি অনপনেয় চিহ্ন রেখেছিল।

১৯১৮-১৯২০ সালে গৃহযুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সামরিক হস্তক্ষেপের সময় দেশে চলছিল যুদ্ধকালীন কমিউনিজমের নীতি। দেশটি কার্যত পরিবেষ্টিত দুর্গ হয়ে উঠায় দেশরক্ষার ব্যাপক অসুবিধার জন্যই এই নীতির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। রাষ্ট্র স্বহস্তে দেশের সমস্ত শক্তি ও সকল বৈষয়িক সম্পদ জড় করেছিল যাতে সে সৈন্যবাহিনী ও জনগণকে খাদ্য সরবরাহ করতে এবং শিল্পে কাঁচামাল যোগান নিশ্চিত করতে এবং এভাবে বিপ্লবকে বাঁচাতে পারে। ব্যক্তিগত ব্যবসা, বিশেষত শস্য ও অন্যান্য জরুরি পণ্যের ব্যক্তিগত বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল। যুদ্ধকালীন কমিউনিজম ছিল মারাত্মক কঠিন পরিস্থিতিতে সবলে চাপান একটি ব্যবস্থা, যে-পরিস্থিতি সেইসব দিনে রাশিয়াকে গ্রাস করেছিল। যুদ্ধকালীন কমিউনিজমের নীতি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে উত্তরণকালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য সমাজ-তান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতায়ও তা সত্যাখ্যাত হয়েছিল, যেখানে জনগণ ক্ষমতাসীন হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন অপেক্ষা অধিকতর অনুকূল পরিস্থিতিতে।

১৯৪০-র দশকের দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকটি ইউরোপীয় ও এশীয় দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল পুঁজিতন্ত্রের প্রভূ শক্তিক্ষয়ের এক নতুন ঐতিহাসিক

পরিস্থিতিতে। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণকারী প্রধান শক্তি হিসাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের জার্মানি ও সমরবাদী জাপান চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয় এবং তাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ক্ষমতার ঘাটতি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তি ও আন্তর্জাতিক প্রভাববৃদ্ধি ইউরোপ ও এশিয়ার অনেকগুলি দেশে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টিতে উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী ফ্যাশিস্ট দাসত্ব থেকে এই দেশগুলিকে মুক্ত করার দরুন মেহনতিদের পক্ষে সেখানে ক্ষমতাদখল সহজতর হয়েছিল। ফলত, দেখা দেয় সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। সমাজতন্ত্র নির্মাণে নিজেদের উদ্যোগে এই সব দেশের মানুষ পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ — সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাঙ্গীন সহায়তার উপর ভরসা করতে পারত, ভরসাও করেছিল।

কতিপয় দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কর্মকাণ্ড সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সাধারণ নিয়মাবলীর সত্যিকার বিদ্যমানতা সত্যাখ্যান করে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের সাধারণ নিয়মাবলী ও বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে দুটি চরম মতবাদ রয়েছে। এক্ষেত্রে ইদানীংকার শোধনবাদী ও অন্ধবিশ্বাসীরা দুটি বিপরীত মেরুবাসী।

'জাতীয় আদল সহ সমাজতন্ত্রের' শোধনবাদী তত্ত্ব হল একটি চরম সীমা। এই তত্ত্বের দাবী: সাধারণ নিয়মাবলী নয়, জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিই আসলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে মূল ও চূড়ান্ত ভূমিকাসীন হয়ে থাকে। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা বলে যে, সেজন্যই প্রতিটি দেশকে কেবল নিজস্ব জাতীয়

বৈশিষ্ট্যগুলির নিরিখে সমাজতন্ত্রে পৌঁছনোর নিজস্ব পথটি অবশ্যই খুঁজে পেতে হবে। 'জাতীয় আদল সহ সমাজতন্ত্র' জাতীয়তাবাদেরই একটি সৃষ্টি এবং তার লক্ষ্য — সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ কর্তৃক সমাজতন্ত্র নির্মাণে অর্জিত বিপুল অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অনাস্থা উত্থাপন।

এই মূল বিষয়টির ক্ষেত্রে বিপরীত প্রান্তে আছে অন্ধবিশ্বাসীরা। তারা বিপ্লবী বুলির আড়ালে থেকে দেশ অনুসারে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে বিভিন্ন অবয়বে সংঘটিত হতে পারে এই সত্য অস্বীকার করে। তারা বিশ্বাস করে যে বৈপ্লবিক রূপান্তর ও সমাজতন্ত্র নির্মাণ অবশ্যই চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত ধরন অনুসারে নিষ্পন্ন হবে এবং এই প্রচেষ্টা অভিন্ন ধরন অনুসারী হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এমন কি অভিন্ন পদ্ধতিগুলিও অবশ্য ব্যবহার্য। এই অন্ধ দৃষ্টিভঙ্গি মেহনতিদের বৈপ্লবিক শক্তি ও উদ্যোগকে অসাড় করে দেয় এবং বিপ্লবী পার্টিগুলিকে অন্ধবিশ্বাসীদের সংগঠনে পর্যবসিত করে, যারা বিভিন্ন দেশে সক্রিয় ঐতিহাসিক ও জাতীয় পরিস্থিতির আত্যন্তিক বিপুল পরিসরটি দেখতে ও বিবেচনা করতে চায় না।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বলে যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধারণ নিয়মাবলী সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণার সৃজনশীল প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের সুনির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ও আনুষঙ্গিক বিশ্বস্ত বিবেচনা অপরিহার্য। সাধারণ নিয়মাবলী ও একটি নির্দিষ্ট দেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলির কেবল শুদ্ধ সমন্বয়ই

একটি বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর নিশ্চিত করবে।

লেনিন স্বকীয় পরিস্থিতি অবহেলার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলেন এবং একটি চিরস্থায়ী ধরনের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র নির্মাণের যাবতীয় চেষ্টা বর্জন করতে বলেছিলেন। প্রতিটি দেশে শ্রেণীসমূহ ও পার্টিগুলির মধ্যে বিদ্যমান নির্দিষ্ট সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং কমিউনিজম অভিমুখে যেকোন দেশের অনুষঙ্গী বিষয়গত বিকাশের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের সাধারণ ও মূল নীতিগুলির সৃজনশীল প্রয়োগ শেখার প্রয়োজনীয়তার উপর লেনিন বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলি বাস্তবায়নের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সমাজতন্ত্র নির্মাণের বিরাট ও জটিল প্রক্রিয়ায় চিরস্থায়ী নিয়ম ও ধরনের অবিদ্যমানতা সংক্রান্ত লেনিনের ধারণাটি সত্যাখ্যান করে। সবগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশই নিজ নিজ শ্রেণীশক্তিগুলির অনুপাত, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও বাহ্যিক পরিস্থিতির নিয়মানুগ ধরনগুলি ব্যবহারক্রমে নিজ পথে বিপ্লব সমাধা করেছে। নতুন সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম ও শান্তিপূর্ণ উপায়ের পথ ছিল, মেহনতি শ্রেণীগুলি দ্রুত ক্ষমতাসীন হয়েছিল এবং এমন প্রক্রিয়াসমূহ ছিল যা বহুকাল থেকেই চলছিল। কোন কোন দেশে বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিপ্লব আত্মরক্ষা করেছে, অন্যরা বাইরের আক্রমণের শিকার হয় নি। সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা ও মজবুত করা এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে বিভিন্ন দেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, এখনো আছে।

লেনিনের মতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সাধারণ নিয়মগুলি অগ্রাহ্য করা সমান ক্ষতিকর। অর্ধশতক আগে তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে বলেছিলেন যে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সংঘটিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কোন কোন মূল বৈশিষ্ট্যে শুধু রুশী নয়, আন্তর্জাতিক তাৎপর্যও রয়েছে।

সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সাধারণ নিয়মাবলীর সৃজনশীল প্রয়োগ প্রতিটি দেশে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনার দাবী করে। এতে থাকে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পদ্ধতি ও গতিবেগ এবং এইসঙ্গে সমাজতন্ত্র নির্মাণের সমস্যাগুলি মোকাবিলার অনুক্রম।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা দেখায় যে প্রতিটি দেশের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যতগুলি ধরন ও পথই দাবী করুন না কেন ওই উত্তরণ যে বিষয়গত সাধারণ নিয়মাবলীর অধীন তা অবশ্যই বিবেচ্য।

সাধারণ নিয়মগুলি বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধক স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে অত্যধিক মূল্যদান অনিবার্যভাবে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সাধারণ নিয়মগুলি বাস্তবায়নের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি স্পষ্টতর করার জন্য আমরা এই ধরনের কিছুসংখ্যক নিয়ম সম্পর্কে এখন বিশদ আলোচনা করব।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা ও মর্মবস্তু

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব প্রতিটি বিপ্লবে ক্ষমতার প্রশ্নটিকেই মূল প্রশ্ন হিসাবে চিহ্নিত করে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ব্যতীত এমন কি অর্থনৈতিক ক্ষমতাদখলকারী শ্রেণীও নিজের অবস্থানটির পুরোপুরি সদ্ব্যবহারে সমর্থ হয় না। কেবল রাষ্ট্রক্ষমতাই এই শ্রেণীকে রাজনৈতিক প্রাধান্যের নিশ্চয়তা দেয়, তাকে উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা দেয় এবং তার স্বার্থানুকূল একটি অর্থনৈতিক কর্মনীতি অনুসরণের সুযোগ দেয়। সেজন্যই উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা-বঞ্চিত মেহনতিদের জন্য নিজের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের ব্যাপারটি এতটা গুরুত্বপূর্ণ। কেবল তাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা ও সমাজের রাষ্ট্রীয় রাশটি হাতে নেওয়ার পরই মেহনতিরা উৎপাদনের মূল উপায়গুলি দখল করতে পারে।

কার্ল মার্কস এই ধারণা ব্যক্ত করেন যে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্বে মেহনতিরা প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ধরনে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে। 'পুঁজিতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট সমাজের মধ্যখানে থাকে একটির অন্যটিতে বৈপ্লবিক রূপান্তরের কালপর্ব'। এর আনুষঙ্গিক হল একটি রাজনৈতিক রূপান্তরের কালপর্বও, যাতে রাষ্ট্র **প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক একনায়কত্ব** ছাড়া আর কিছুই হতে

পারে না।* জীবন এই উক্তির যাথার্থ্য সপ্রমাণ করেছে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কৃত যাবতীয় কর্মকাণ্ড এরই জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য হয়ে আছে।

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব মূলগতভাবেই এক নতুন ধরনের শাসনক্ষমতা। সমাজের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে সমাজগঠনের যাবতীয় প্রাক-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল এবং এখনো আছে সংখ্যালঘু ধনীর স্বার্থরক্ষার যন্ত্র হিসাবে, শোষিত সংখ্যাগুরুর অবদমনের যন্ত্র হিসাবে। ভাষান্তরে, মানুষের বিকাশের দীর্ঘকাল যাবৎ রাষ্ট্র ছিল এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীর উপর প্রভুত্ব অব্যাহত রাখার একটি যন্ত্র-ব্যবস্থা।

পূর্ববর্তী সকল ধরনের রাষ্ট্রক্ষমতার ব্যতিক্রম হিসাবে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব জনগণের বিপুল সংখ্যাগুরু অর্থাৎ মেহনতিদের পরম স্বার্থকে প্রকটিত করে। শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক ও সমাজের অন্যান্য মেহনতি মানুষের সংহতি হল এই শাসনক্ষমতার সর্বোচ্চ নীতি। এভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নগণ্য সংখ্যালঘু, শোষক শ্রেণীগুলিকে অবদমনের যন্ত্র হয়ে ওঠে।

পরন্তু, রাষ্ট্রক্ষমতার পূর্ববর্তী অন্যান্য সব ধরনের ব্যতিক্রম হিসাবে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মর্মবস্তু নির্যাতন নয়। একটি নতুন সমাজ নির্মাণের জন্য মেহনতিদের সংগঠন ও

---

* Marx K. 'Critique of the Gotha Programme' in: Marx K. and Engels F. *Selected Works* in three volumes.— Moscow: Progress Publishers, 1976, Vol. 3, p. 26.

পরিচালনা, শত্রুপক্ষীয় শোষক শ্রেণীগুলির ধ্বংস, মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ ও আনুষঙ্গিক হেতুসমূহ উৎখাতের লক্ষ্যেই এই রাষ্ট্রক্ষমতা সক্রিয়। সমাজের মেহনতিদের সকল শ্রেণীর মূল স্বার্থানুকূল্যে এই লক্ষ্যটি কেবল তখনই অর্জিত হতে পারে, যদি শ্রমিক শ্রেণী একবার প্রভুত্বকারী শ্রেণী হয়ে উঠার পর বুর্জোয়ার প্রভাব-বলয় থেকে অ-প্রলেতারীয় মেহনতিদের ছিনিয়ে আনতে পারে, তাদের সঙ্গে একটি সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে ও সমাজতন্ত্র নির্মাণে তাদের শরিক করতে পারে।

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যে-ভূমিকাটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিশেষ চারিত্র্য দ্বারাই নির্ধারিত থাকে। পূর্ববর্তী সবগুলি বিপ্লব সেকেলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা উৎখাতের মাধ্যমে মূলত একটি ধ্বংসাত্মক ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল বৈশিষ্ট্য এই যে তা পুরনো ব্যবস্থা উৎখাতের সঙ্গে সঙ্গে গঠনমূলক কর্মোদ্যোগও গ্রহণ করে। কেননা, আগেই বলা হয়েছে, এই বিপ্লব শুরু হয় কোন সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদ ছাড়া, আর সেই বনিয়াদ নির্মাণই তার কাজ।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যাপক মেহনতিদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর যাবতীয় অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক উদ্যোগ পরিচালনা করে। নতুন উৎপাদন-সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্র রাজনৈতিক ক্ষমতা তথা অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণের মূল অবস্থানগুলিও ব্যবহার করে।

উৎপাদনের মূল উপায়ের উপর নিজের মালিকানার

কল্যাণে প্রলেতারীয় রাষ্ট্র সমাজতন্ত্র নির্মাণে বিপুল অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠে। কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্র এত বড় অর্থনৈতিক শক্তি কখনো নিয়ন্ত্রণ করে নি, করতে পারেও না, কেননা, এতে উৎপাদনের চূড়ান্ত উপায়গুলির মালিকানা তো রাষ্ট্রের নয়, একক পুঁজিপতির বা পুঁজিপতিগোষ্ঠীর।

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ভিন্ন রাষ্ট্রীয় ধরন থাকা সম্ভব। **সোভিয়েতগুলি** হল সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রক্ষমতার একটি ধরন। জনগণের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সৃষ্ট এই ধরনটি পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক সমাজনির্মাণ শুরুর সেই জটিল পরিস্থিতির সঙ্গে খুবই মানানসই ছিল। লেনিন নতুন ধরনের রাষ্ট্র হিসাবে, গণতন্ত্রের নতুন ও সর্বোচ্চ ধরন হিসাবে, খোদ মেহনতি রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্ষম হবে এমন একটি উপায় হিসাবে সোভিয়েতগুলিকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন।

সোভিয়েতগুলি হল সর্বকালের মধ্যে ব্যাপক মেহনতিদের স্বার্থে প্রযুক্ত রাষ্ট্রক্ষমতার প্রথম ধরন। সর্বকালের মধ্যে এই প্রথম গণতন্ত্র মেহনতিদের সেবা করছিল এবং তা সংখ্যালঘু ধনীর গণতন্ত্র ছিল না। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের একটি ধরন হিসাবে সোভিয়েত রাজ প্রতিষ্ঠা ও সংহতি নিশ্চিত করেছিল যে, ব্যাপক সংখ্যক মেহনতির স্বার্থে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এমন পরিসরে প্রযোজ্য হতে পারে যা আগে কখনো দেখা যায় নি বা এমন কি, যেকোন পুঁজিতান্ত্রিক দেশে বলতে গেলে সম্ভবপর নয়।

বিশ্ব পরিসরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিকাশের পথে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের নানা ধরনের উদ্ভব সম্ভবপর বলে লেনিন মনে করতেন। 'পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে উৎক্রমণে অবশ্যই রাজনৈতিক রূপের বিপুল প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য না দেখা

দিয়ে পারে না, কিন্তু তাদের মূলকথাটা থাকবে অনিবার্যভাবেই একটা: **প্রলেতারীয় একনায়কত্ব।***

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উদ্ভূত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কয়েকটিতে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব **জনগণতন্ত্রের** ধরনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

জনগণতন্ত্রে পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটবৃদ্ধির কালপর্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিকাশের স্বকীয়তা এবং এইসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যবর্তী ওই সব দেশের ঐতিহাসিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত। জনগণতন্ত্রগুলি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র থেকে কিছুটা পৃথক। কিন্তু, এই পার্থক্যগুলি মৌলিক নয়, এবং তাতে রাজনৈতিক দিক থেকে সমাজসংগঠনের ধরনের কেবল একক দিকগুলিই বিজড়িত। জনগণতন্ত্রের ধরনটি বাছাই করেছিল পূর্ব ইউরোপীয় কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশ: বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, ইত্যাদি। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের জনগণতান্ত্রিক ধরন তার কিছু কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দরুন সোভিয়েত ইউনিয়নের সোভিয়েতগুলি থেকে স্পষ্টতই পৃথক। মোটামুটি বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:

— বুর্জোয়া ও জমিদারদের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রটি ধ্বংসের দীর্ঘতর কাল ও অধিক সংখ্যক পর্যায়িক পদক্ষেপ;

— ফ্যাশিস্টবিরোধী গণফ্রন্টের বিপ্লবের সাধারণ

---

* লেনিন ভ. ই.। নির্বাচিত রচনাবলি। বারো খণ্ডে। — মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮০। খণ্ড ৬, পৃঃ ৪০।

গণতান্ত্রিক পর্যায়ে সংগঠিত বহু পার্টির অস্তিত্ব;

— কয়েকটি পুরনো সংসদীয় প্রতিষ্ঠান অব্যাহত রাখা;

— সোভিয়েত রাশিয়ার তুলনায় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের দমনমূলক দিকগুলির স্বল্পতর ব্যবহারিক অভিব্যক্তি।

ইউরোপ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক পরিস্থিতিসম্পন্ন কয়েকটি এশীয় দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা ও সমাজগঠনের কিছু বিশেষ ধরন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা এখন হচ্ছে। উত্তর কোরিয়া ও ভিয়েতনামে জটিল সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ এবং বিরাট বৈপ্লবিক রূপান্তর নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও সামন্ততন্ত্রের প্রবল উত্তরাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ওই দেশগুলির মুক্তির পথে প্রধান বাধা হিসাবে ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের নির্যাতন ও তাদের প্রাক্তন ঔপনিবেশিক নির্ভরতা। সেজন্য ওই দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী ও সাধারণ গণতান্ত্রিক লক্ষ্যগুলি ছিল ইউরোপের জনগণতন্ত্রগুলির তুলনায় অনেক অনেক বিস্তৃত ও বহুগুণ জটিল। এশিয়ায় জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির উদ্ভব ঘটে বৈপ্লবিক জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও গৃহযুদ্ধের স্বকীয় পরিস্থিতিতে। বিপ্লবে লক্ষ লক্ষ কৃষক ও পেটি-বুর্জোয়ার শরিকানা, শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাল্পতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার উত্তরাধিকার ও অন্যান্য হেতুর মতো স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সকল প্রধান বৈপ্লবিক রূপান্তরকেই প্রভাবিত করেছিল এবং প্রয়োজন ছিল জাতীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে শুদ্ধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠারও।

ধরন নির্বাচন নির্বিশেষে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব নামের যন্ত্রটির মাধ্যমেই মেহনতিরা পুঁজিতান্ত্রিক শোষণ ও জাতিগত নির্যাতনের দুনিয়া ভেঙ্গে ফেলছে এবং অর্থনৈতিক তথা

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর সাধন বাস্তবায়িত করছে।

প্রসঙ্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ্য। উত্তরণকালের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের বিচার ও বিকৃতিসাধনে পুঁজিতন্ত্রের অনেক কৈফিয়তদাতা এমন একটি ছবি আঁকতে চেষ্টা করে যে উৎপাদনের উপায়ের মালিকদের সঙ্গে সম্পর্কে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নাকি সবগুলি আপস বাদ দেয় এবং শুধু নির্যাতনকেই উপযুক্ত উপায় বলে মনে করে।

শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশ এবং পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উত্তরণ দেখতেই ভালবাসে। শতাধিক বছর আগে এঙ্গেলস শান্তিপূর্ণ উপায়ে ব্যক্তিগত মালিকানা ধ্বংসের সম্ভাবনা পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁর ভাষায়: 'সেটা ঘটে, তাইই কাম্য, তাতে কমিউনিস্টরা নিশ্চয়ই বাধা দেবে না।'*

মার্কস উল্লেখ করেছিলেন যে কোন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির বিদ্যমানতায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলকারী শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে সমাজতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ বিজয়ের নিশ্চয়তার জন্য বুর্জোয়ার পাওনা মিটান এবং এভাবে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধনে তার প্রতিরোধ নিষ্ক্রিয় করা সুবিধাজনক ও অধিকতর লাভজনক।

ধারণাটির বিকাশ ঘটায় লেনিন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন: যদি এমন পরিস্থিতি গড়ে ওঠে যে পুঁজিপতিদের শান্তিপূর্ণভাবে সম্মত করান যাবে ও খেসারত দানের শর্তে সভ্য ও সুসংগঠিত ভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভবপর হবে,

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ.। নির্বাচিত রচনাবলি। বারো খণ্ডে। — মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৯। খণ্ড ১, পৃঃ ১১৭।

তাহলে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সহজতর করার স্বার্থে ও সামাজিক উৎপাদনের বিশৃঙ্খলা রোধের উদ্দেশ্যে পুঁজিপতিদের ভর্তুকি দেয়া যেতে পারে।

শান্তিপূর্ণ উত্তরণে বিপুল পরিমাণ বৈষয়িক ও মানুষী সম্পদ বাঁচান যায়। এটা হল কাজটি সম্পাদনের সবচেয়ে যন্ত্রণাহীন পথ। কিন্তু সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথনির্বাচন এককভাবে শ্রমিক শ্রেণীর বিষয়ীগত অধিকার নয়। শ্রেণীসমূহের বিষয়গত অনুপাতের, শোষক শ্রেণীর প্রদত্ত প্রতিরোধের মাত্রার ও প্রতিরোধ নিরর্থক হওয়ার প্রেক্ষিতে সুবিধাদানে তাদের প্রস্তুতির উপর তা নির্ভরশীল।

কিন্তু, শোষক শ্রেণীর প্রাধান্য বিপন্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে তারা সর্বদাই চরম ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করে — এটাই ইতিহাসের সাক্ষ্য। প্যারিস কমিউনকে রক্তের সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হয়েছিল। ব্যক্তিগত মালিকানা ও শোষণ ব্যবস্থা উৎখাতের চেষ্টায় প্যারিস প্রলেতারিয়েত চড়া দাম দিয়েছিল: ৭০ হাজার নিহত, বাধ্যতামূলক শ্রম বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

রাশিয়ার পুঁজিপতি ও জমিদাররা ১৯১৭ সালের অক্টোবরে জনগণের বিজয়কে স্বীকার করে নি। তারা গৃহযুদ্ধ শুরু করেছিল। খোদ অক্টোবর বিপ্লবে খুবই অল্পই রক্তপাত ঘটেছিল। তাই গৃহযুদ্ধের সময়কার রক্তপাতের জন্য রুশ শ্রমিক ও কৃষক নয়, অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিই দোষী।

শ্রমিক শ্রেণীর শত্রুরা প্রায়ই প্রলেতারীয় একনায়কত্বকে দমননীতির যন্ত্র হিসাবে চিত্রিত করে থাকে। কিন্তু সশস্ত্র দমন, সন্ত্রাস, গৃহযুদ্ধ, ইত্যাদি নানা ধরনের দমননীতি

রয়েছে। পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্বে এই ধরনের দমননীতি কোন প্রয়োজনীয় উপাদান নয়। শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে সহিংস দমননীতি বাধ্যতামূলক হতে পারে ক্ষমতাচ্যুত শ্রেণীগুলির প্রবল প্রতিরোধের জবাব হিসাবে। কিন্তু এইসঙ্গে শান্তিপূর্ণ দমননীতিও আছে: বৃহৎ পুঁজির মালিকানাধীন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা সীমিতকরণ, শোষক শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক অধিকার হরণ বা সীমিতকরণ, এবং সমাজোপযোগী শ্রমে তাদের বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ। পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্বে এই ধরনের 'শান্তিপূর্ণ দমননীতি' অপরিহার্য। ক্ষমতাচ্যুত শোষক শ্রেণীগুলি নতুন সমাজব্যবস্থাকে নীরবে গ্রহণ করবে এবং স্বেচ্ছায় নিজেদের সম্পদ ও সুবিধাগুলি ত্যাগ করবে, এমন ভাবনা হাস্যকর বটে। তদুপরি, এক্ষেত্রে দমননীতি প্রয়োগ করছে বিপুল সংখ্যাগুরু — মেহনতিরা শোষক সংখ্যালঘুর উপর।

এমন কি, দমননীতির শান্তিপূর্ণ বা অশান্তিপূর্ণ ধরনের কোনটিই প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মূল কর্তব্য নয়। আগেই বলা হয়েছে যে একটি নতুন সমাজগঠনই এর প্রধান কর্তব্য।

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের আরেকটি অতিগুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। একবার রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর যেকোন শোষক শ্রেণী নিজস্ব শ্রেণীপ্রাধান্য মজবুত ও অটুট রাখার জন্য যে লভ্য সবগুলি উপায়ই ব্যবহার করে — তা ইতিহাসসিদ্ধ। দাসমালিক, সামন্তপ্রভু তথা বুর্জোয়ারাও একই পথ অনুসরণ করেছে।

শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা। এমন কি, পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্বেও

শ্রমিক শ্রেণী সমাজ শাসন করে মেহনতিদের অন্যান্য অংশের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে। এবং সমাজতন্ত্র একবার পূর্ণ জয়লাভ করলে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ধরনে উদ্ভূত রাষ্ট্রটি তখন সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এতে রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মূল অর্থনৈতিক চাবিকাঠি দখল

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে মেহনতিরা ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজতন্ত্র সৃষ্টি হয় না, কেননা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক চাবিকাঠিগুলি তখনো ধনিক শ্রেণীগুলির দখলে থাকে। এক্ষেত্রে খোদ মেহনতিদের হতে হবে উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়গুলির মালিক অর্থাৎ, সমাজতন্ত্র নির্মাণ শুরুর জন্য তাদের পক্ষে মূল অর্থনৈতিক চাবিকাঠিগুলি দখল অপরিহার্য। উৎপাদনের মূল উপায়গুলি যাতে পুরো সমাজের সম্পত্তি হয়ে ওঠে সেজন্য বুর্জোয়ার কাছ থেকে সেগুলি জাতীয়করণের প্রলেতারীয় রাষ্ট্রনীতিটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা নিষ্পন্ন করা হয়।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সর্বদাই বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছে। বৃহৎ পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তিগুলি অনুপার্জিত বিধায় প্রাক্তন মালিকদের খেসারৎ দিয়ে কিংবা ভিন্নতর উপায় সেগুলি অবশ্যই জনগণের সম্পত্তি বানান প্রয়োজন। ক্ষুদ্র কৃষক ও কারিগরদের সম্পত্তিগুলি অন্য ভিত্তিতে সামাজিকীকরণ করা উচিত। এক্ষেত্রে জবরদখল ধরনের পদ্ধতি মোটেই অনুমোদনীয় নয়। মার্কসবাদী-

লেনিনবাদী তত্ত্ব অনুসারে খুচরো পণ্যোৎপাদন থেকে সমাজ-তন্ত্রে উত্তরণ — পরে যা বিস্তারিত আলোচিত হবে — কেবল নিজ কাজে অর্জিত ক্ষুদ্র উৎপাদকদের সম্পত্তিগুলির পর্যায়িক ও স্বেচ্ছামূলক একত্রীকরণের মাধ্যমেই সম্ভবপর।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে মেহনতিরা ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ শুরু করা প্রয়োজন। আনুষঙ্গিক কারণগুলি নিম্নরূপ:

প্রথমত — এমন কি পুঁজিতন্ত্রের আওতায়ও উৎপাদনের মূল উপায় কারখানা ও এমন কি পুরো শিল্পের সামর্থ্য অতিক্রম করে এবং এতটা অধিক পরিমাণে সামাজিকীকৃত হয় যে সেগুলির সামাজিক পরিচালনার প্রয়োজন জরুরি হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত — বৃহৎ পুঁজির রাজনৈতিক ক্ষমতাহরণই যথেষ্ট নয়। তার অর্থনৈতিক ক্ষমতাহরণও অত্যাবশ্যকীয়। জাতীয়করণ একচেটিয়া আধিপত্যের অর্থনৈতিক ভিতটি ধসায়।

তৃতীয়ত — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রক্ষমতার ধরন — প্রলেতারীয় একনায়কত্বের অর্থনৈতিক বনিয়াদ নির্মাণের জন্য জাতীয়করণ প্রয়োজন।

সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথে উদ্ভূত জাতীয়করণের মূল ধরন ও পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ:

১। বিনাখেসারতে শোষক শ্রেণীগুলির যাবতীয় উৎপাদনের উপায় বাজেয়াপ্ত বা দখল।

২। প্রাক্তন মালিকদের জাতীয়কৃত সম্পত্তিগুলির দাম পরিশোধক্রমে উৎপাদনের উপায় অর্জন।

৩। নানা ধরনের রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের মাধ্যমে উৎপাদনের

উপায়গুলির পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানাকে সমাজতান্ত্রিক মালিকানায় রূপান্তর।

অবশ্য এক্ষেত্রে পদ্ধতি নির্বাচনের নির্ধারক হল: সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতি — দেশের উৎপাদন-শক্তির বিকাশ এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রেণীশক্তিগুলির অনুপাত। কিন্তু দেশভেদে জাতীয়করণের পরিস্থিতি, পদ্ধতি ও গতিবেগের ব্যাপক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সর্বত্রই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে: পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানা উৎখাত ও সমাজতান্ত্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা।

সোভিয়েত রাশিয়া বড় বড় কলকারখানা, ব্যাংক, পরিবহণের মূল উপায়গুলি ও বৈদেশিক বাণিজ্য স্বহস্ত নিয়ে অনতিবিলম্বে বিনাখেসারতে জাতীয়করণ কার্যকর করেছিল। উল্লেখ্য যে, গোড়ার দিকে সোভিয়েত সরকারের একটি বিশেষ ডিক্রি জাতীয়কৃত সংস্থাগুলির জন্য খেসারৎ দেয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েত সরকারের দ্রুত পতন ঘটানোর চেষ্টায় বুর্জোয়ারা একটি প্রতিবিপ্লব শুরু করে। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব স্বভাবতই দ্রুত ও প্রবলভাবে জবাব দিতে বাধ্য হয়। তাই উৎপাদনের মূল উপায়গুলি সে জাতীয়করণ করেছিল ঐতিহাসিকভাবে একটি সীমিত কালপর্বে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে।

মেহনতি মানুষের রাষ্ট্র অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের গোড়ার দিকেই বড় বড় শিল্পসংস্থাগুলির কর্তৃত্ব গ্রহণ শুরু করেছিল। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে ব্যাংকগুলি জাতীয়করণ নিষ্পন্ন হয় এবং ফলত সেগুলি একচেটিয়া আধিপত্যের হাতিয়ার থাকার বদলে সামাজিক হিসাব ও

নিয়ন্ত্রণ রক্ষার এবং শ্রমিক ও কৃষক রাজের জন্য একটি প্রধান যন্ত্র হয়ে ওঠে।

রেলপথ, যোগাযোগের উপায়, সমুদ্র ও নদীর পরিবহণগুলি জাতীয়কৃত হয়েছিল ১৯১৮ সালের গোড়ার দিকে। বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেসরকারী ব্যক্তির জন্য রাশিয়ার সীমান্তের বাইরে ব্যবসা করা নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং খোদ রাষ্ট্র বৈদেশিক বাণিজ্যের দায়িত্ব নিয়েছিল।

পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তি জাতীয়করণ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তাতে পুঁজিতন্ত্রের মৌলিক অসঙ্গতির — উৎপাদনের সামাজিকীকৃত প্রকৃতি ও উৎপাদনের ফলগুলির ব্যক্তিগত আত্মসাৎ — নিরসন ঘটেছিল।

১৯৪০-র দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। নাৎসি দখলদারদের উৎখাতের পর ও জনগণের ব্যাপক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উচ্ছ্বাসের প্রেক্ষিতে বিপ্লবী সরকারগুলির গৃহীত ব্যবস্থাসমূহে খোলাখুলি অন্তর্ঘাত সৃষ্টি বুর্জোয়াদের পক্ষে আর সম্ভবপর ছিল না। ওই দেশগুলি নাৎসি জার্মানি, ইতালি ও জাপানের নাগরিকদের প্রাক্তন মালিকানাধীন সংস্থা ও কোম্পানির এবং এই রাষ্ট্রগুলির সহযোগী ব্যক্তিদের সম্পত্তিগুলি (বিনাখেসারতে) বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমেই কাজটি শুরু করেছিল। হিটলার-বিরোধী মৈত্রীজোটের দেশগুলির বিদেশী নাগরিকদের মালিকানাধীন সম্পত্তি জাতীয়করণের জন্য খেসারৎ দেয়া হয়েছিল। তারপর ছিল প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া দলগুলির কিছু কিছু দেশীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব গ্রহণ এবং বেসরকারী সংস্থাগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন। বৃহৎ পুঁজির

অর্থনৈতিক ক্ষমতা বহুলাংশে ক্ষয়িত হওয়ায় মাঝারি ও ছোট ছোট সংস্থাগুলির সামাজিকীকরণের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সহজতর হয়েছিল। শেষোক্ত সংস্থাগুলির কোন কোনটির জন্য আংশিক খেসারৎ দেওয়া হয়েছিল।

এশীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও কলকারখানা জাতীয়করণের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। জনগণ ক্ষমতাসীন হওয়ার সময় মঙ্গোলিয়ায় কোনই শিল্প ছিল না। সুতরাং সেখানে তা নির্মিত হয়েছে একেবারে শূন্য থেকে। উত্তর কোরিয়ার (কোরিয়া জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) সবগুলি শিল্পই আসলে ছিল জাপানীদের মালিকানাধীন। তাই দেশটি মুক্ত ও বিপ্লব বিজয়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প বিনাখেসারতে জাতীয়কৃত হয়েছিল। অন্যান্য এশীয় দেশে মূল অর্থনৈতিক চাবিকাঠিগুলির সামাজিকীকরণ ছিল পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় সময়ের দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশের অনুসৃত পথ থেকে আলাদা। এই পার্থক্যের মূল কারণ আসলে প্রাক্তন উপনিবেশ ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির দেশীয় বুর্জোয়ার বিশেষ অবস্থানেই নিহিত। বিপ্লবের প্রাথমিক, জাতীয় মুক্তির পর্যায়ে এই বুর্জোয়া গণশাসনকে সাধারণভাবে সমর্থন দিয়েছিল।

ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র নিম্নোক্তভাবে তার অর্থনীতির সামাজিকীকরণ নিষ্পন্ন করেছিল: (ক) মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও বিদেশী একচেটিয়ার প্রতিষ্ঠানগুলি বিনাখেসারতে জাতীয়করণ (জেনেভা চুক্তির শর্ত মোতাবেক ফরাসী একচেটিয়াদের মালিকানাধীন কিছু কারখানার জন্য খেসারৎ দেয়া হয়েছিল); (খ) আংশিক খেসারৎ সহ দেশীয় বুর্জোয়ার অধিকাংশ কলকারখানা জাতীয়করণ।

সমাজতন্ত্র মুখী দেশগুলি মূল শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয়করণে অভিন্ন পথ গ্রহণ করেছিল, তবে আরও ধীরে ধীরে। আলজেরিয়ায় সর্বাধিক জাতীয়করণ নিষ্পন্ন হয়েছিল ১৯৬৬-১৯৬৮ সালের মধ্যে। সরকার পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ করেছিল --- খনিজ সংগ্রহ, তেল ও গ্যাস বণ্টনকারী কোম্পানি, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি ও অন্যান্য শিল্পের বড় বড় কলকারখানা। সরকার বৈদেশিক বাণিজ্য ও অভ্যন্তরীণ পাইকারী ব্যবসার অধিকাংশ হস্তগত করেছিল। ১৯৭১ সালে আলজেরিয়ায় অবস্থিত সকল বিদেশী তেল-কোম্পানির ৫১ ভাগ শেয়ার এবং এইসঙ্গে সবগুলি গ্যাস-ক্ষেত্র ও তেলের পাইপলাইনে সরকারী মালিকানা কায়েম হয়েছিল। রেয়াত দান বাতিল হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৪ সালে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের নাগরিকদের মালিকানাধীন ৩০টি সংস্থা জাতীয়কৃত হয়েছিল। ১৯৭৮ সালের গোড়ার দিকে আলজেরীয় সরকার শিল্প, পূর্ত ও সড়ক নির্মাণ, ভূতাত্ত্বিক জরিপ ও বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে নিযুক্ত ফরাসী কোম্পানিগুলির পাঁচটি অনুপূরক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিল। জাতীয়কারণ প্রক্রিয়া পুরোদমে চলছিল এবং সত্তরের দশকের শেষ নাগাদ দ্রুত বিকাশমান রাষ্ট্রীয় খাতে উৎপন্ন হচ্ছিল আলজেরিয়ার শিল্পদ্রব্যের ৯০ শতাংশ।

কঙ্গো জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র জাতীয়করণের পথবর্তী হয় ১৯৬৫ সালে। ১৯৭১ সাল নাগাদ সমুদ্রবন্দর, রেলপথ ও জাহাজ পরিবহণ, ভূমি ও ভূমিসম্পদ, চিনি, সিমেণ্ট ও বিদ্যুৎ শিল্প সহ দেশের অর্ধেক সংস্থা রাষ্ট্রীয় খাতের আওতাধীন হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে জাতীয়কৃত হয় 'শেল', 'টেক্সাকো', 'মবিল' ও অন্যান্য পশ্চিমা কোম্পানির সম্পত্তিগুলি।

১৯৭৪-১৯৭৫ সালে বীমা কোম্পানি, তৈলজাত সামগ্রী বণ্টন ও দেশের দুটি বৃহত্তম ব্যাঙ্কের ৫০ ভাগের বেশি শেয়ারে রাষ্ট্রীয় মালিকানা কায়েম করা হয়। রাষ্ট্র তেল-কোম্পানিগুলির পুঁজিতে তার শরিকানা বাড়ায় এবং ভোগ্যপণ্য আমদানি ও রপ্তানির উপর একচেটিয়া অধিকার সহ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কয়েকটি আমদানি-রপ্তানি সংস্থা স্থাপন করে। সত্তরের দশকের শেষের দিকে রাষ্ট্রীয় খাতের অবস্থান ছিল নিম্নরূপ: দেশের উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের ৩০ শতাংশ, কৃষি-উৎপাদের ১৫ শতাংশ, যাত্রী ও মাল বহনের ৮০ শতাংশ, খুচরো ব্যবসার ১০ শতাংশ।

ইথিওপিয়ায় সামন্তবিরোধী ও ঔপনিবেশিকতাবিরোধী বিপ্লবের অন্যতম ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৭৫ সালে ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানি এবং প্রধানত বহির্জাত পুঁজির অধীন ৭০টির বেশি শিল্প-কোম্পানি জাতীয়কৃত হয়েছিল। ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসে গৃহীত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচিতে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশকে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্ত করার এবং ইথিওপিয়ার সমাজতন্ত্রে উত্তরণের উদ্দেশ্যে একটি মজবুত বনিয়াদ তৈরির জন্য সকল সামন্তবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তির ঐক্যবন্ধনের লক্ষ্য ঘোষিত হয়। দেশের সর্বোচ্চ শাসকসংস্থা — অস্থায়ী সামরিক প্রশাসন পরিষদের নেতৃত্বে গভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তর সাধনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর প্রবর্তিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া মালিকানা, জমি জাতীয়করণের ভিত্তিতে শুরু হয়েছে কৃষিসংস্কার, গঠন করা হচ্ছে সমবায় ও রাষ্ট্রীয় কৃষিখামার।

১৯৮১ সালের শেষে ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রীয় শিল্প খাতে

সংস্থার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪০টির বেশি। সামন্তবাদবিরোধী ও ঔপনিবেশিকতাবিরোধী বিপ্লবের পরবর্তীতে দেশে শিল্পোৎপাদন ৭০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে স্বাধীনতা ঘোষণার পর অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে আঙ্গোলা গণপ্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রীয় খাত উন্নয়নের জন্য একটি মজবুত বনিয়াদ গঠনে সমর্থ হয়। খনি, বস্ত্রকল, ধাতু-প্রসেসিং কারখানা ও খাদ্যসংস্থাগুলি জাতীয়কৃত হয় বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রথমেই বেছে নেওয়া হয়েছিল বহির্জাত পুঁজির মালিকানাধীন বড় বড় কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানগুলি। রাষ্ট্র বিদ্যুৎ-স্টেশন, শিপইয়ার্ড, তেলশোধনাগার ও 'ডায়ামান্ড' হীরক খনির ৭৭ ভাগ শেয়ার হস্তগত করে। কাবিন্দা প্রদেশে মার্কিন মালিকানাধীন 'গালফ ওয়েল' কোম্পানির উৎপন্ন তেলের অর্ধেকের বেশি রাজস্ব রাষ্ট্রীয় তহবিলে পৌঁছয়। মৎস্যশিল্প ও পরিবহণ ক্ষেত্রে গঠিত হয় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা এবং একটি জাতীয় বিমান কোম্পানি। রাষ্ট্রীয় বৈদেশিক বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা সহ গড়ে তোলে অভ্যন্তরীণ খুচরো ব্যবসার 'গণভান্ডারগুলির' একটি ব্যবস্থা এবং উৎসাহ যোগায় সব ধরনের ভোক্তা-সমবায় গঠনে। ১৯৭৬ সালে জাতীয়কৃত হয় সবগুলি ব্যাংক এবং পরের বছর চালু হয়ে যায় জাতীয় মুদ্রা — গুয়ান্‌জা। ১৯৭৮ সালের গোড়ার দিকে অনেকগুলি বড় বড় বিপণন ও বাণিজ্যিক কোম্পানি জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৮০ সাল শুরু হয় গুয়ান্‌জা সুল প্রদেশের পর্তো-আম্‌বইন রেলপথ জাতীয়করণের মাধ্যমে। বড় বড় খামারগুলি আসে শ্রমিক কমিটিগুলির আওতায় আর বৃহৎ কফি-খামারগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। সমবায় গঠনের

চেষ্টা চলছে। দেশের প্রায় সবগুলি প্রধান শিল্প ও কৃষিসংস্থাটি এখন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে।

১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত আঙ্গোলার গণমুক্তি আন্দোলনের (এম পি এল এ) প্রথম কংগ্রেস সমাজতন্ত্র নির্মাণে উত্তরণের জন্য একটি বনিয়াদ সৃষ্টির লক্ষ্য ঘোষণ করে। রাষ্ট্রপতি, এম পি এল এ-র সভাপতি আগস্তিনো নেতো কংগ্রেসকে বলেছিলেন যে উন্নয়নের সমাজতান্ত্রিক পথটি সামাজিক বিকাশের অভিজ্ঞতা ও সাধারণ নিয়মাবলির ভিত্তিতেই নির্বাচিত হয়েছে। এমন সমাজব্যবস্থায় মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের অবকাশ নেই এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের সংগ্রামে ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে তার স্বাভাবিক মিত্র, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে এম পি এল এ-র অবস্থান ও সম্পর্কগুলি এই নির্বাচন দ্বারাই নির্ধারিত। রাষ্ট্রপতি নেতো বলেছিলেন যে তাঁর পার্টি মুক্ত, স্বাধীন ও সমাজতান্ত্রিক আঙ্গোলা গঠনের মহান লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন ছিল, সে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত ও শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করেছিল, যাতে তার পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামের স্বকীয় পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল প্রয়োগ সম্ভবপর হয়। কংগ্রেসে গৃহীত একটি কর্মসূচি — ১৯৭৮-১৯৮০ সালের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল রাষ্ট্রীয় খাত মজবুত করার পক্ষে একটি উল্লেখ্য অগ্রপদক্ষেপ। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এম পি এল এ-র বিশেষ কংগ্রেস আবারও ঘোষণা করেছিল যে সমাজতন্ত্র এখনো আঙ্গোলা বিপ্লবের স্ট্র্যাটেজিক লক্ষ্য।

মোজাম্বিক গণপ্রজাতন্ত্র জমি ও স্থাবর সম্পত্তি

জাতীয়করণ করেছিল এবং ব্যাঙ্ক, সিমেণ্ট কারখানা ও বীমা কোম্পানিগুলি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে এনেছিল। বিদেশী কোম্পানির কার্যকলাপও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আসে। খোদ রাষ্ট্রীয় খাত উৎপাদন করে মোজাম্বিকের ৪০ শতাংশ শিল্পদ্রব্য এবং কোন-না-কোন ভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে রয়েছে দেশের মোট শিল্পপণ্যের ৭৫ শতাংশ। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রায়ত্ত আর কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখ্য পদক্ষেপ হল: আখ, তুলা, চা ও কাজুবাদাম উৎপাদনকারী বড় বড় খামারগুলি জাতীয়করণ।

১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত মোজাম্বিক মুক্তিফ্রণ্টের (ফ্রেলিমো) তৃতীয় কংগ্রেস জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টির কর্মসূচির নকশা তৈরি করেছিল। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ফ্রেলিমো-র অষ্টম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে মোজাম্বিকের অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিল।

তাঞ্জানিয়ায় রাষ্ট্রীয় খাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাতে উৎসাহ যোগান হচ্ছে। সরকার রপ্তানিযোগ্য প্রধান ফসল — তুলা ও কফির প্রাথমিক প্রসেসিং সংস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করেছে। সত্তরের দশকের শেষ নাগাদ ম্যানুফাকচারিং শিল্প, পরিবহণ, যোগাযোগ, বিদ্যুৎশিল্প, ব্যাঙ্ক, স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং অধিকাংশ পাইকারী ব্যবসা, আমদানি ও রপ্তানি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। কিন্তু এই দেশের রূপান্তরের একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে রাষ্ট্রীয় খাত মজবুত করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারী খাতও একটি ভূমিকা পালন করছে।

মাদাগাস্কারে ১৯৭৫ সালের শেষে গৃহীত মালাগাসি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সনদ হল ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের ভিত্তি।

অতঃপর জাতীয়কৃত হয় ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলি এবং প্রায় যাবতীয় বৈদেশিক বাণিজ্য, অভ্যন্তরীণ ব্যবসার প্রায় ৪০ শতাংশ, বড় বড় কারখানা, বিদ্যুৎশিল্পে কায়েম হয়েছে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। দেশের অর্থনীতির প্রায় ৬০ ভাগ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে।

গভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের ফলে ইয়েমেন জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অর্থনীতিতে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থনীতির প্রধান চাবিকাঠিগুলি এখন রাষ্ট্রায়ত্ত। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে সামাজিক উৎপাদনে রাষ্ট্রীয় খাতের অংশভাগ বেড়েছে ২৪·৬ শতাংশ থেকে ৫২ শতাংশে, আর মিশ্র খাতের অংশভাগ — যথাক্রমে ২ শতাংশ থেকে ৬·৩ শতাংশে। বেসরকারী খাতের কার্যকলাপ নেমেছে অর্ধেকে, ৬১·৩ শতাংশ থেকে ৩০·৪ শতাংশে। ফলশ্রুতি হিসাবে রাষ্ট্রীয় খাত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান শক্তি হয়ে উঠেছে।

১৯৮০ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত ইয়েমেনী সমাজতান্ত্রিক পার্টির বিশেষ কংগ্রেসে জরুরি কর্তব্য সম্পাদন এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টির পথগুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল। ১৯৮১-১৯৮৫ সালের সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে গড়পড়তা সামাজিক উৎপাদনে ৬১ শতাংশ ও জাতীয় আয়ে ৬২ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বিবেচিত হয়েছিল।

পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা চরম অনুন্নত একটি দেশে পর্যবসিত গিনি বিসাউ এখন একটি স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে তোলার এক ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। পর্তুগীজ অধীনতার পাঁচ শতক পরে ঔপনিবেশিক শাসকরা ফেলে গেছে বিয়ার ও পানীয় তৈরির একটিমাত্র কারখানা, কয়েকটি সামান্য-যন্ত্রীকৃত প্রসেসিং কারখানা ও ৩০০ কিলোমিটার অ্যাসফাল্ট সড়ক।

স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সরকার তার প্রথম জাতীয় কারখানাগুলি নির্মাণ করে: একটি কাঠের কারখানা, একটি ফলের রস-তৈরির কারখানা, একটি সিমেণ্ট কারখানা, একটি ইট-ভাঁটি কারখানা, একটি উদ্ভিজ্জ-তেল মিল ও অন্যান্য কিছু কলকারখানা। প্রতি বছরই এগুলির উৎপাদন বাড়ছে। স্থানীয় খনিজ সম্পদ উন্নয়নের জন্য গঠিত হয় 'পেত্রমিনাস' জাতীয় কোম্পানি। ১৯৮০ সালের মধ্যে সেখানে গড়ে ওঠে প্রায় ১৫০টি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি। তাছাড়াও সে দেশে কাজ করছে কয়েক ডজন মিশ্র কোম্পানি। শিল্পের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই সরকারের লক্ষ্য।

কেপ ভের্দে দ্বীপপুঞ্জ প্রজাতন্ত্রও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য কাজ করছে। দেশের সরকার শিল্পকে পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে বিবিধ অর্থনৈতিক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে ২০টি রাষ্ট্রীয় ও মিশ্র কারখানা, পরিকল্পিত হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নীলনকশা তৈরি হচ্ছে একটি কৃষিসংস্কারের।

সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলির জাতীয়করণ কর্মনীতির আওতায় পড়ে বহির্জাত পুঁজির সম্পত্তি তথা বৃহৎ ও মাঝারি

বুর্জোয়া। স্বভাবতই এই কর্মনীতি হল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, পুঁজিবাদবিরোধী। জাতীয়করণ শোষক শ্রেণীর অর্থনৈতিক প্রাধান্য তথা তাদের রাজনৈতিক প্রাধান্যকে খর্ব করে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিস্থিতি সৃষ্টি সহ এইসঙ্গে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রগতিশীল পরিবর্তনগুলি বাস্তবায়নের পরিস্থিতিও গড়ে তোলে। সমাজের শ্রেণী কাঠামো বদলায় এবং রাষ্ট্রীয় খাত মজবুত ও বিকশিত হয়। রাষ্ট্রীয় খাত গণমুখী একটি স্বাধীন অর্থনীতি সৃষ্টির সবচেয়ে কার্যকর উপায় নিশ্চিত করে, যা নব্যউপনিবেশবাদী হামলার বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুলতে পারে।

সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলির জাতীয়করণ বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অনেকগুলি সুবিধা সৃষ্টি করেছে। এতে জনস্বার্থানুকূল একটি রাষ্ট্রীয় খাত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অর্থনীতিতে প্রযুক্ত নিয়ন্ত্রণের ফলে অর্থনীতি বহির্জাত পুঁজির অসংখ্য অপচেষ্টা এড়ায়। রাষ্ট্রীয় খাত স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি উন্নয়নে প্রযোজ্য পুঁজি ও সম্পদ সঞ্চয়ের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হয়ে উঠেছে।

সপ্তম অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র এবং শ্রমিক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ

উৎপাদনের উপায়ের সামাজিক মালিকানা মেহনতিদের রাষ্ট্রকে মূল শিল্পগুলি অধিকারের এবং এভাবে অর্থনীতিতে পরিচালকের ভূমিকাসীন হওয়ার সামর্থ্য দেয়। এজন্যই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে জাতীয়করণ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই চূড়ান্ত অর্থনৈতিক ভূমিকাগ্রহণ সম্ভবপর হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে দখলকৃত রাজনৈতিক চাবিকাঠিগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক চাবিকাঠি সম্পূরক হিসাবে যোগ করে নির্যাতন ও শোষণের সবগুলি ধরনমুক্ত একটি নতুন সমাজ গঠনের জন্য উভয়টিকেই সে কাজে লাগায়।

বলা উচিৎ যে, পুঁজিতন্ত্রের আওতায় কলকারখানা, এমন কি শিল্পের পুরো শাখার জাতীয়করণও সম্ভবপর। কিন্তু তা কোনক্রমেই সমাজতন্ত্রের সমতুল্য নয়, কেননা এক্ষেত্রে জাতীয়কৃত উৎপাদনের উপায় সামাজিক সম্পত্তি হয়ে ওঠে না, সেগুলি সামগ্রিক পুঁজিপতি, অর্থাৎ বুর্জোয়া রাষ্ট্রের হাতে থাকে এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। সেগুলি তখনো মেহনতিদের শোষণের যন্ত্রই থেকে যায়।

মেহনতিদের রাষ্ট্রের গৃহীত জাতীয়করণ হল উৎপাদন সামাজিকীকরণের প্রথম আইনী পূর্বশর্ত, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রয়োজনীয় শর্ত। উৎপাদন কেবল তখনই সত্যিকার জাতীয়

সম্পত্তি হয়ে ওঠে যখন নতুন উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, যেসব সম্পর্ক দেশজোড়া বৈষয়িক সুবিধা উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণে মেহনতিদের সমর্থ করে তোলে। লেনিন সামাজিকীকরণের এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকটি দেখিয়েছিলেন। 'আর সাধারণ বাজেয়াপ্ত থেকে সামাজিকীকরণের তফাৎটাই ঠিক এই যে বাজেয়াপ্তি করা সম্ভব একমাত্র 'দৃঢ়সংকল্পের জোরেই', সঠিক হিসাব ও সঠিক বণ্টনের নৈপুণ্য ছাড়াই, **কিন্তু সে নৈপুণ্য বিনা সামাজিকীকরণ অসম্ভব।**'*

কোন কোন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব সমাজতান্ত্রিক সামাজিকীকরণের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রকে কাজে লাগাতে পারে। রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র কী? এটা হল মেহনতিদের রাষ্ট্র দ্বারা শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যক্তিগত ব্যবসার উপর কোন এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ। রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের ধরনগুলি নিম্নরূপ:

১। ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগীদের কাছে ইজারা দেয়া রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগগুলি।

২। রেয়াত, বহির্জাত পুঁজিকে প্রাকৃতিক সম্পদের নিষ্কাশন, উদ্যোগ, ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য সাময়িক দায়িত্বদান সহ সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা।

৩। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেগুলি চুক্তি মোতাবেক কাজ করে এবং উৎপাদের একাংশ রাষ্ট্রের কাছে বিক্রয় করে।

৪। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান, যেগুলি নিয়মিত রাষ্ট্রীয় ফরমাশ পূরণ করে ও রাষ্ট্রদত্ত কাঁচামালগুলি কাজে লাগায়।

---

* লেনিন ভ. ই.। নির্বাচিত রচনাবলি। বারো খণ্ডে। — মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮১। খণ্ড ৮, পৃঃ ৮৬।

৫। মিশ্র রাষ্ট্রায়ত্ত ও ব্যক্তিগত ব্যবসা উদ্যোগগুলি। সেগুলি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের পরিচালনাধীন, যেখানে প্রাক্তন মালিকরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনুমোদিত লভ্যাংশ পায়।

রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের মাধ্যমে উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক সামাজিকীকরণ এই ঝুঁকি গ্রহণ করে যে পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানা কিছুকাল অব্যাহত থাকবে এবং ক্রমান্বয়ে সমাজতান্ত্রিক মালিকানায় রূপান্তরিত হবে। প্রলেতারিয়েত কর্তৃক ক্ষমতাদখলের পর পুঁজিপতিদের প্রতি তাদের অবস্থানটি লেনিন, এমন কি অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের আগেই সুচিহ্নিত করেছিলেন। 'একক পুঁজিপতি, এমন কি, অধিকাংশ পুঁজিপতিদের সম্পর্কে প্রলেতারিয়েত ...তাদের 'সর্বস্ব' নিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে না। পক্ষান্তরে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে তাদের লাভজনক ও সম্মানজনক কাজে লাগানোই তার ইচ্ছা।'* উত্তরণকালের বহুকাঠামো অর্থনীতির একটি অর্থনৈতিক ধরন হিসাবে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র বস্তুত সমাজতন্ত্র থেকে এক সিঁড়ি নিচে থাকলেও অর্থনৈতিক ধরন হিসাবে তা ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক, খুচরো পণ্যোৎপাদন ও গোষ্ঠীপতিশাসিত ধরনগুলি থেকে উন্নততর। কেননা, বৃহদায়তন উৎপাদনে জড়িত এই ধরনটি উন্নততর প্রযুক্তিভিত্তিক এবং তার খোদ বিকাশ সহজে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় আনা হয়।

রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্রকে

---

* Lenin V. I. 'Inevitable Catastrophe and Extravagant Promises', in: Lenin V. I. *Collected Works*, Vol. 24, p. 429.

ব্যক্তিমালিকের প্রকৌশলগত ও অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতাগুলি ব্যবহারের সুযোগ দেয়। সেটা বৃহদায়তন উৎপাদন উন্নয়নে সহায়তা যোগায়, বিরূপ পেটি-বুর্জোয়াকে বাগ-মানান সহ বৈষয়িক সুবিধাগুলির উৎপাদন ও বণ্টনের দেশজোড়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সহজতর করে তোলে।

সেজন্যই সোভিয়েত সরকার পুঁজিপতিদের কয়েকটি দলের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে রাজি হয়েছিল, যারা অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের পরপরই উৎপাদন সংগঠনে তার সঙ্গে সহযোগিতার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিল। লেনিন ভেবেছিলেন যে এই ভিত্তিতে সহযোগিতা পুরনো পরিচালকবর্গের কাছ থেকে বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শ্রমিক শ্রেণীর শিক্ষাগ্রহণের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে।

বুর্জোয়ার অধীনস্থ ও ক্ষমতাসীন মেহনতিদের অধীনস্থ রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রকে যেন কেউ এক করে না দেখেন। প্রথম ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে নিয়োজিত আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা মেহনতিদের স্বার্থোন্নয়নে ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের সহায়তায় সদ্ব্যবহৃত।

সামাজিক উৎপাদনের পুরোপুরি নতুন ও অসাধারণ একটি পরিচালনা ব্যবস্থা সৃষ্টি ছিল অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক সামাজিকীকরণের প্রধান অসুবিধা। রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলকারী মেহনতিদের উৎপাদন সংগঠন ও পরিচালনার কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিল না। সেজন্যই শিল্প জাতীয়করণ শুরুর আগে সোভিয়েত রাশিয়া একলহরী গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।

প্রথম ব্যবস্থা ছিল ব্যক্তিগত কলকারখানা এবং পণ্যোৎপাদন ও বণ্টনের উপর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,

শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ রাশিয়ায় উদ্ভূত ও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছিল অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরও আগেই। কিন্তু, খোদ মেহনতিরা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই নিয়ন্ত্রণের ভূমিকার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছিল। বেসরকারী ব্যবসা ইউনিটগুলির উপর কড়া নজর রাখায় নিযুক্ত এবং শ্রমিকদের জন্য ক্ষমতার লড়াইয়ের উপায় হিসাবে ইতিপূর্বে সক্রিয় কারখানা কমিটিগুলি অতঃপর শিল্প জাতীয়করণের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল।

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসের শেষ নাগাদ লেনিনের 'শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত খসড়া প্রবিধান' বড় বড় পুঁজিতান্ত্রিক কলকারখানায় শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন একটি ডিক্রির ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা — কারখানা কমিটি ব্যাপক ক্ষমতা পেয়েছিল এবং কারখানায় সংঘটিত সব কিছু সম্পর্কেই ব্যবস্থা গ্রহণ করত। মালিকরা এই শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলির যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধ্য থাকত।

প্রচণ্ড শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে প্রবর্তিত হয়েছিল শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ। যেসব পণ্যের ঘাটতি ছিল সেগুলি মজুদ ও গোপনে বণ্টনের মাধ্যমে পুঁজিপতিরা শ্রমিক নিয়ন্ত্রণে অন্তর্ঘাত ঘটিয়েছিল। তারা স্বেচ্ছায় শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘাত বাধানোর প্ররোচনা যোগাত এবং উৎপাদন চালু রাখার মতো কাঁচামালের অভাবের অজুহাতে কারখানা বন্ধ করে দিত।

শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ মেহনতিদের সামাজিক উৎপাদন পরিচালনায় শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে তাদের উদ্যোগ ও সৃজনশীলতার সুযোগ দিয়েছিল। শ্রমিক কমিটি মালিকদের বন্ধ করে দেয়া বা পরিত্যক্ত কারখানাগুলি আবার চালু করেছিল, যন্ত্রপাতি

চুরি বা ধ্বংস ঠেকিয়েছিল, কাঁচামাল ও জ্বালানি সরবরাহ সংগঠিত করতে পেরেছিল।

শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলি প্রদত্ত নির্দেশ পালন করতে পারত এবং মেহনতিদের জন্য উৎপাদন পরিচালনা শিক্ষার বিদ্যালয়ের কাজ করত। শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ সরাসর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা না হলেও তা সমাজতন্ত্র নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি পর্যায় হিসাবে নিজ যোগ্যতা সপ্রমাণ করেছিল। ব্যক্তিগত কলকারখানায় শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের সোভিয়েত পদ্ধতিটি পরবর্তীতে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম প্রবর্তিত শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ সমাজতন্ত্রমুখী উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও কাজে লাগান হয়েছে। আলজেরিয়ার কারখানাগুলিতে নির্বাচিত মেহনতি পরিষদ রয়েছে এবং সেগুলি কারখানা পরিচালনা সহ উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে। রাষ্ট্রীয় সম্পদের চুরি, বেহিসাবী ব্যবহার ও অযোগ্য পরিচালনা বন্ধের জন্য দপ্তরকর্মী ও শ্রমিকদের গণনিয়ন্ত্রণ ব্যবহৃত হয়।

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে আঙ্গোলা গণপ্রজাতন্ত্রে শ্রমিক কমিটিগুলি দেশের প্রধান প্রধান শিল্পে — খনি, ধাতু-প্রসেসিং, বস্ত্র ও খাদ্য শিল্পে উৎপাদন তদারকিতে নিযুক্ত হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

কৃষিসংস্কার

ইতিপূর্বে উৎপাদনের উপায়ের জাতীয়করণ সংক্রান্ত আলোচনায় শিল্পে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিষয়টিই মূলত অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এইসঙ্গে বস্তুত প্রত্যেকটি পুঁজিতান্ত্রিক দেশেই বড় বড় জমিদার এবং শোষণের সামন্ততান্ত্রিক বা আধা-সামন্ততান্ত্রিক ধরনগুলি বিদ্যমান থাকে। বিপ্লবের পর গণসরকার কৃষিসংকারের মাধ্যমে এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি উৎখাত করে এবং ফলত গড়ে ওঠে শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের ঐক্যবন্ধনের অটল ভিত আর তা তাদের সমাজতন্ত্র নির্মাণে ঐক্যবদ্ধ হতে সহায়তা যোগায়।

কৃষিসংস্কার বৃহৎ বুর্জোয়াদের মিত্র — জমিদারদের অর্থনৈতিক ভিত উৎখাত করে। কৃষিসংস্কারের ফলে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ও ভূমিস্বত্বের সামন্তবাদী ধরনগুলি লোপ পায়। এটা সমৃদ্ধতম বুর্জোয়াকে আঘাত করে, কেননা তা জমির বুর্জোয়া ও একচেটিয়া মালিকানা উৎখাত করে এবং জমি কৃষকদের কাছে হস্তান্তর করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষিসংস্কারে বৃহৎ পুঁজির অধীন ২ কোটি হেক্টর জমি জড়িত ছিল। তাছাড়া মধ্যম গ্রামীণ বুর্জোয়ার (জোতদার) কাছ থেকে অতিরিক্ত ৫ কোটি হেক্টরের বেশি জমি বাজেয়াপ্ত করে গরীব কৃষকদের দেয়া হয়েছিল।

বৈপ্লবিক কৃষিসংস্কার, বিপুল সংখ্যক কৃষককে রাজনৈতিক সংগ্রামে বিজড়িত করতে উৎসাহ দেয় এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণে তাদের বৈপ্লবিক ক্ষমতা ব্যবহারের সামর্থ্য যোগায়। এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতন্ত্রমুখী অভিযাত্রা সহজকারী সমাজতান্ত্রিক শিল্প ও কৃষির মধ্যে, গ্রামাঞ্চল ও শহরের মধ্যে নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি।

কৃষিসংস্কারের চিরাচরিত স্লোগান: 'লাঙ্গল যার মাটি তার'। কিন্তু এই স্লোগানটির বাস্তবায়ন, বা কথান্তরে গণসরকারের কর্মনীতির বাস্তব প্রয়োগ অনেকগুলি শর্ত নির্ভর: দেশে বিদ্যমান কৃষির উৎপাদন-শক্তির মাত্রা, দেশের ঐতিহ্য, কৃষকের অবস্থান, তাদের মন-মেজাজ ও মনস্তত্ত্ব। কৃষিসংস্কারের দুটি সম্ভাব্য প্রকারভেদ হল:

ক) জমির সম্পূর্ণ জাতীয়করণ (কখনো আংশিক খেসারৎ সহ)। এখানে সমগ্র জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রই জমির মালিক এবং সে অবাধ ব্যবহারের জন্য জমি কৃষকদের কাছে হস্তান্তর করে;

খ) আংশিক জাতীয়করণ (বা জমিবিভাজন), যেখানে কৃষিকার্যে ব্যবহৃত জমির একাংশ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হয়ে ওঠে এবং অধিকাংশ জমি ব্যক্তিগত মালিকানায় মেহনতি কৃষকদের কাছে হস্তান্তরিত করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধনের প্রক্রিয়ায় দ্রুতিসঞ্চারের লক্ষ্যে (লেনিন বার বার এদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন) সমস্ত জমি জাতীয়করণ অবশ্যই সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা। কিন্তু যেসব দেশে ব্যক্তিগত মালিকানার ঐতিহ্য খুবই মজবুত সেখানে উদ্যোগটি কৃষকসাধারণের সমর্থনলাভে ব্যর্থ হতে পারে। সেজন্য এই সব দেশে আংশিক জাতীয়করণ নিষ্পন্ন

হয় এবং জমিতে কৃষকের ব্যক্তিগত মালিকানা অব্যাহত থাকে। বলা প্রয়োজন যে জাতীয়করণ ও জমিবিভাজন এই দুটি প্রক্রিয়াই কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমিক পদক্ষেপ এবং তদ্ব্যবতীত সমাজতন্ত্রে উত্তরণ মোটেই সম্ভবপর নয়।

কোন্ নীতি — জাতীয়করণ বা জমিবিভাজন — অনুসরণীয়, তা নির্দিষ্ট পরিস্থিতি এবং সংখ্যাগুরু মেহনতি কৃষকের পছন্দসই জমিমালিকানার ধরনের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্রে যাবতীয় জমিম জাতীয়কৃত হয়েছিল, যেখানে কৃষকদের জমিমালিকানার কোন চিরাচরিত রীতি ছিল না। জমির একটা বড় অংশই চিরকাল ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে কৃষকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল।

সমাজতন্ত্রমুখী অন্যান্য দেশ সমস্যাটি মোকাবিলা করেছিল ভিন্নভাবে। সেখানে জাতীয়কৃত হয়েছিল বড় বড় জোত ও অনাবাদী জমি এবং অধিকাংশ চষা-জমি কৃষকরা পেয়েছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে।

উভয় ধরনের কৃষিসংস্কারই শোষণের সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক ধরনগুলি উৎখাত করত, পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির বৈষয়িক ভিত্তি দুর্বল করে দিত এবং শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকের ঐক্যবন্ধন মজবুত করে তুলত।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কৃষিসংস্কার সম্পর্কে এখানে কিছু খাঁটি তথ্য উল্লিখিত হল। সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতীয়করণের ফলে মেহনতি কৃষকরা অতিরিক্ত ১৫ কোটি

হেক্টরের বেশি জমি পেয়েছিল, যা তারা মাগনা ব্যবহার করতে পারত। বুলগেরিয়ায় কৃষিসংস্কার কৃষকদের দিয়েছিল ১ লক্ষ ৪০ হাজার হেক্টর। হাঙ্গেরি তার ৩০ লক্ষ হেক্টর জাতীয়কৃত জমির অধিকাংশই কৃষকদের কাছে হস্তান্তর করেছিল। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বড় বড় জমিদারি থেকে সংগৃহীত ২০ লক্ষাধিক হেক্টর জমি দিয়েছিল ভূমিহীন বা গরীব কৃষক ও খেতমজুরদের। পোল্যান্ডে কৃষকরা পেয়েছিল ৬০ লক্ষাধিক হেক্টর, রুমানিয়ায় ১০ লক্ষাধিক হেক্টর এবং কোরিয়া জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও অনুরূপ পরিমাণ।

শহর ও গ্রামাঞ্চলগুলিতে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির গুণগত পরিবর্তন ঘটায়; দেখা দেয় সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক, একচেটিয়া, সামন্ততন্ত্রের জেরগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, ব্যক্তিগত পুঁজি খুবই সীমিত হয় এবং নিজস্ব শ্রমভিত্তিক একক কৃষিখামারগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতি হিসাবে গড়ে ওঠে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালের একটি বিশেষ ধরনের অর্থনীতি।

সমাজতন্ত্রমুখী উন্নয়নশীল দেশগুলি মৌলিক কৃষি পরিবর্তনে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অনুসৃত পদ্ধতিগুলিকে নিজস্ব জাতীয় পরিস্থিতির উপযোগী করে নেয়।

গিনি, যেখানে আজও গোষ্ঠীমালিকানাধীন জোতস্বত্ব ও ক্ষুদ্র জমির মালিকানা অব্যাহত সেখানে সরকার উপজাতি সর্দারদের সহ সকল জমি জাতীয় সম্পত্তি ঘোষণা করেছিল। এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্যাপক কৃষিসমবায় সৃষ্টির, জমিচাষের আধুনিক পদ্ধতি এবং খামারযন্ত্রপাতি ও সারের ফলপ্রসূ ব্যবহার প্রবর্তনের ভিত্তি। কঙ্গো জনগণতান্ত্রিক

প্রজাতন্ত্র পুরোপুরি ও মালি প্রজাতন্ত্র আংশিকভাবে জমি জাতীয়করণ করেছিল।

ফরাসী ঔপনিবেশিকরা আলজেরিয়া থেকে পলায়নের পর নতুন স্বাধীন সরকার ১৯৬৩ সালে ওদের চষা-জমির বড় বড় খামারগুলি জাতীয়করণ করেছিল। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সময় ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে সহায়তাকারী অথবা সরকারী উদ্যোগে অন্তর্ঘাতসৃষ্টিকারী ব্যক্তিবর্গ ও সামন্ত সর্দারদের জমিদারীগুলি আলজেরীয় সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। এই সরকার ব্যবহৃত জমির প্রায় অর্ধেকটাই জাতীয়করণ করেছিল।

তাঞ্জানিয়ার দ্বীপাঞ্চলে (পূর্বনাম জাঞ্জিবার) সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী ব্যাপক গণ-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সেখানে সমগ্র জমিই জাতীয়কৃত হয়। আর তাঞ্জানিয়ার মূল ভূখণ্ডে ব্রিটিশ শাসকের জমিগুলি স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সরকার তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত করে।

বাগান ও খামারের বিদেশী মালিকদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের দীর্ঘমেয়াদী প্রজায় পরিণত করা হয়। ফলত, সরকার অব্যবহৃত জমি বিনাখেসারতে দখল ও তা পুনর্বণ্টনের অধিকার পায়।

ইয়েমেন জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র পালায়িত সামন্তসর্দারদের জমিগুলি বাজেয়াপ্ত করেছিল। ইথিওপিয়ায় সামন্ত-রাজতন্ত্র উৎখাতের পর গ্রামাঞ্চলের যাবতীয় জমি জাতীয়করণক্রমে সেগুলি জনগণের সম্পত্তি ঘোষিত হয়।

নবম অধ্যায়

উত্তরণকালীন অর্থনৈতিক কাঠামো ও শ্রেণীসমূহ

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্বের বৈশিষ্ট্য হল পুঁজিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মালিকানার ধরনের ও মালিকানা-সম্পর্কের মিশ্রণ এবং এগুলিই আসলে অসংখ্য অর্থনৈতিক ধরন ও শ্রেণীসমূহের বিদ্যমানতার কারণ।

ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রগামী প্রত্যেকটি দেশেরই অন্তত তিনটি মূল ধরনের অর্থনীতি থাকে: (সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো) সমাজতান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক ও খুচরো পণ্যের ধরন।

সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় থাকে যাবতীয় জাতীয়কৃত শিল্প ও কৃষি সংস্থা, পরিবহণ, ব্যাংক, ব্যবসা ও বাণিজ্য এবং এইসঙ্গে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি। এটা জাতীয়করণ ও সমবায় সংগঠনের সময় উদ্ভূত সামাজিক মালিকানা — রাষ্ট্রীয় ও সমবায় মালিকানা — ভিত্তিক। এটাই হল অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক খাত। এই খাতে মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ অনুপস্থিত।

উত্তরণকালের প্রাথমিক পর্যায়ে জাতীয় অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর অংশভাগ দেশভেদে ভিন্নতর হয়ে থাকে। কিন্তু সর্বত্রই যা অভিন্ন তা হল: ইতিমধ্যেই এই পর্যায়ে জাতীয় অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর

নেতৃভূমিকা এবং তার অংশভাগের অব্যাহত বৃদ্ধি (১ নং নকশা দ্রষ্টব্য)। এর কারণ -- সমাজতান্ত্রিক কাঠামো হল অর্থনীতির সর্বাধিক সংগঠিত ধরন ও প্রগতিশীল উৎপাদন-সম্পর্কে সুচিহ্নিত। এটা মূল শিল্পসমূহের বৃহত্তম ইউনিটগুলিকে একত্রিত করে ও প্রধান অর্থনৈতিক অবস্থানগুলি দখল করে নেয়। তদুপরি, এতে থাকে রাষ্ট্রীয় সমর্থন।

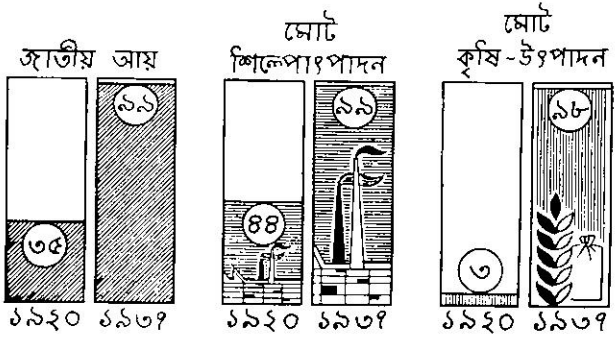

নকশা ১। ১৯২০-১৯৩৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর অংশভাগ (শতাংশে)

পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামো হল উৎপাদনের উপায়গুলির ব্যক্তিগত মালিকানা ও ভাড়াটে শ্রমের শোষণভিত্তিক। এটা প্রধানত শিল্প ও বাণিজ্যে দেশ ও বহির্জাত ব্যবসা-উদ্যোগগুলিতে এবং কৃষিতে বিদ্যমান ব্যাপক জোতস্বত্বে প্রতিফলিত থাকে।

খুচরো পণ্য-কাঠামোয় থাকে কৃষক, কারিগর ও অন্যান্য ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদকদের মালিকানাধীন একক স্বত্বগুলি, যেখানে

ভাড়াটে শ্রম ব্যবহৃত হয় না। কৃষক ও কারিগররা ব্যাপক সংখ্যায় স্বচ্ছামূলক সমবায়ে যোগদানের আগে অর্থনীতিতে এই খাতটি প্রায়ই খুব উল্লেখযোগ্য অবদান যুগিয়ে থাকে।

খুচরো পণ্য-কাঠামোটি সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামোর মাঝামাঝি কোথাও অবস্থিত থাকে। উৎপাদনের উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক বিধায় তা পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির ঘনিষ্ঠ বটে। আবার এইসঙ্গে এই কাঠামোয় মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ অনুপস্থিত এবং তা উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকদের একক শ্রমভিত্তিক। ফলত তা কাঠামোটিকে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর অনুবর্তী করে রাখে এবং ক্রমান্বয়ে খুচরো পণ্য-অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

সমাজতন্ত্র নির্মাণমুখী অনেকগুলি দেশেই উত্তরণকালের প্রথম পর্যায়ে খুচরো পণ্য-কাঠামো অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৯২৩ ও ১৯২৪ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট অর্থনৈতিক উৎপাদে এর অবদান ছিল ৫৪ শতাংশ।

উত্তরণকালে এই তিনটি মূল অর্থনৈতিক কাঠামো ছাড়া রাষ্ট্রীয়-পুঁজিতান্ত্রিক ও গোষ্ঠীপতিশাসিত কাঠামো থাকাও সম্ভব।

রাষ্ট্রীয়-পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামো হল নানা ধরনের। প্রধানত রাষ্ট্র ও ব্যক্তিবিশেষের যৌথ মালিকানাধীন উদ্যোগগুলির মধ্যে অথবা রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক ব্যক্তিবিশেষের (বিদেশী সহ) পরিচালিত উদ্যোগগুলিতে তা নিজেকে প্রকটিত করে। অর্থনীতিতে স্বদেশজাত ও বিদেশজাত পুঁজির ব্যবহার সেইসব শিল্পগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করে, যেগুলির গঠন

তখনো রাষ্ট্রের সাধ্যাতীত। উৎপাদন-শক্তির দ্রুত সম্প্রসারণে তা সহায়তা যোগায় এবং শেষাবধি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সংহত করে। মেহনতিদের হাতে ক্ষমতা দৃঢ়বদ্ধ থাকলে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রে আশঙ্কার কিছু নেই, কেননা এটির কার্যকলাপ ও বিকাশ কঠোরভাবে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত থাকে।

প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে গোড়ার দিকের বছরগুলিতে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের মূল ধরনগুলি ছিল বৈদেশিক রেয়াত, মিশ্র বাণিজ্য, শিল্প, পরিবহণ ও ঋণ-অংশীদার কর্পরেশন তথা বেসরকারী মালিকানায় রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির ইজারা।

বিদেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে সোভিয়েত রাজের সম্পর্ক-গুলি ছিল তাদের দ্বারা সোভিয়েত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের, তার শিল্প, জমি, পরিবহণ জাতীয়করণ, বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর তার একচেটিয়া অধিকার, সোভিয়েত শ্রম ও সামাজিক নিরাপত্তা আইন এবং সোভিয়েত আমদানি-রপ্তানি ও শুল্কনীতির স্বীকৃতিভিত্তিক। সোভিয়েত রাশিয়ায় রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র কখনই খুব বিকশিত হয়ে ওঠে নি, কেননা, পুঁজিপতিরা সবলে সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতাকে ধ্বংস ও পুরনো ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের দুরাশা পোষণ করত। এদের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশই সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অনাগ্রহী ছিল।

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের উন্মেষ ও অস্তিত্ব তাদের বহুকাঠামো অর্থনীতি থেকে এবং পুঁজিতন্ত্রজাত পেটি-বুর্জোয়া পরিবেশ অতিক্রমের প্রয়োজন থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। একই সঙ্গে ওইসব দেশের

জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলির ফল হিসাবে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের অভিব্যক্তিতেও উল্লেখ্য পার্থক্য প্রকটিত হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপক ও নিঃস্বার্থ সাহায্য ওই সব রাষ্ট্রকে বিদেশী পুঁজির সহায়তা ব্যতিরেকেই নিজ অর্থনীতি রূপান্তরের সামর্থ্য যুগিয়েছিল। সুতরাং, সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যতিক্রম হিসাবে কোন কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের বিবিধ ধরনগুলি আসলে জাতীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছিল।

ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র কিছুটা অধিক পরিমাণেই বিকশিত হয়েছিল। সেখানে উদ্ভূত রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের ধরনগুলি: রাষ্ট্রে নির্ধারিত দরে সরকার কর্তৃক বেসরকারী সংস্থা থেকে দ্রব্যাদি ক্রয়; রাষ্ট্র কর্তৃক সরবরাহকৃত কাঁচামাল ও অর্ধ-তৈরি পণ্য থেকে বেসরকারী খাতে পণ্যোৎপাদন এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির কাছে ওই সব পণ্য বিক্রয় এবং রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা সহ মিশ্র রাষ্ট্রীয়-ব্যক্তিগত সংস্থা গঠন। এই শেষোক্ত ধরনের রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও বিদ্যমান ছিল।

মিশ্র রাষ্ট্রীয়-ব্যক্তিগত সংস্থাগুলি হল রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের সর্বোচ্চ ধরন। নিম্নোক্ত ধরনের যেকোনটিতে এটির উদ্ভব সম্ভব: রাষ্ট্র বেসরকারী কোম্পানিতে লগ্নি করে ও সহমালিক হয়ে ওঠে, অথবা রাষ্ট্র কিছু শেয়ার দখল করে নেয়। একটি মিশ্র প্রতিষ্ঠানে শরিকানার দৌলতে রাষ্ট্র পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের এলাকায় সরাসর হস্তক্ষেপের এবং কেবল নিয়ন্ত্রণ গ্রহণই নয়, তার আমূল রূপান্তর সাধনেরও সুযোগ পায় এবং তার মাধ্যমেই দেশে যাবতীয় পুঁজিতান্ত্রিক

সম্পর্ক উৎখাত করতে ও সমাজতন্ত্রের জয় নিশ্চিত করতে পারে।

উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশে বিদ্যমান মিশ্র রাষ্ট্রীয়-ব্যক্তিগত সংস্থাগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত ওই জাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা ছিল। যুদ্ধোত্তর মিশ্র কোম্পানিগুলি যেখানে ছিল পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি রূপান্তরের একটি পর্যায়বিশেষ, সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নে যৌথ ব্যবসা-কোম্পানিগুলি গঠিত হয়েছিল রপ্তানিযোগ্য পণ্যোৎপাদন ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম আমদানির উদ্দেশ্যে বিদেশী পুঁজি আকর্ষণের জন্য।

অধিকাংশ ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশেই রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র দেখা দিয়েছিল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ে (১৯৪৯ সালের আগে), অর্থনীতিতে গণতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের সময়। বেসরকারী ব্যবসার কার্যকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণই ছিল প্রধান ধরন। কিন্তু শেষপর্যন্ত শিল্পের জাতীয়করণ ত্বরিত হয়েছিল ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছিল, কেননা জাতীয় বুর্জোয়ারা এমন কি বিপ্লবের প্রথম পর্যায়েই সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলি দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করেছিল এবং পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে নতুন ব্যবস্থার ক্ষতিসাধনের জন্য অন্তর্ঘাত ও অন্যান্য উপায় অবলম্বনের আশ্রয় নিয়েছিল।

সমাজতন্ত্রমুখী উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের এই সবগুলি ধরনই দেখা যায়।

গোষ্ঠীপতিশাসিত কাঠামো বা জীবননির্বাহী অর্থনীতিও উত্তরণকালে কোন কোন দেশে অব্যাহত থাকতে পারে।

এতে থাকে ছোট ছোট ব্যক্তিগত খামার এবং উৎপন্ন যাবতীয় সামগ্রী ভোগব্যবহৃত হওয়ায় বস্তুত বাজারের সঙ্গে এগুলির কোনই সম্পর্ক থাকে না।

গোষ্ঠীপতিশাসিত কাঠামোয় খুচরো পণ্যোৎপাদনের প্রবণতা থাকে। উভয়টির বৈশিষ্ট্য হল অনুল্লেখ্য পরিমাণ উৎপাদন, উৎপাদনের উপায়গুলির ব্যক্তিগত মালিকানা, শোষিত শ্রমের অনুপস্থিতি এবং এইসঙ্গে লক্ষণীয় যে উৎপাদগুলি প্রধানত উৎপাদক ও তার পরিবারের পরিভোগের জন্যই উৎপন্ন।

কাঠামোগুলির সংখ্যা ও অর্থনীতিতে এগুলির আনুষঙ্গিক গুরুত্ব ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও বিকাশের স্তরের নিরিখে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লিখিত পাঁচটি কাঠামোর সবগুলিই সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিল (২ নং নকশা দ্রষ্টব্য)।

অংকগুলি থেকে সহজলক্ষ্য যে সোভিয়েত ইউনিয়নে খুচরো পণ্যোৎপাদনের প্রাধান্য ছিল, রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র বিকাশলাভ করে নি আর গোষ্ঠীপতিশাসিত কাঠামোর অর্থনৈতিক ভূমিকা প্রায় কিছুই ছিল না। পাঁচটি কাঠামোর উপস্থিতি জারশাসিত রাশিয়ার অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এবং অর্থনীতি যে মূলত কৃষিভিত্তিক ছিল তাই সত্যাখ্যান করছে; তাছাড়া, জমি জাতীয়করণ ও সেগুলি মেহনতি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করার কল্যাণে সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার গোড়ার দিকের বছরগুলিতে খুচরো পণ্যোৎপাদন সংহত হয়েছিল।

অধিকাংশ ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশেই উত্তরণকালের বৈশিষ্ট্য হিসাবে তিনটি মুখ্য কাঠামো লক্ষণীয়: সমাজতান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক ও খুচরো পণ্যোৎপাদন। কিন্তু একটি বিশেষ

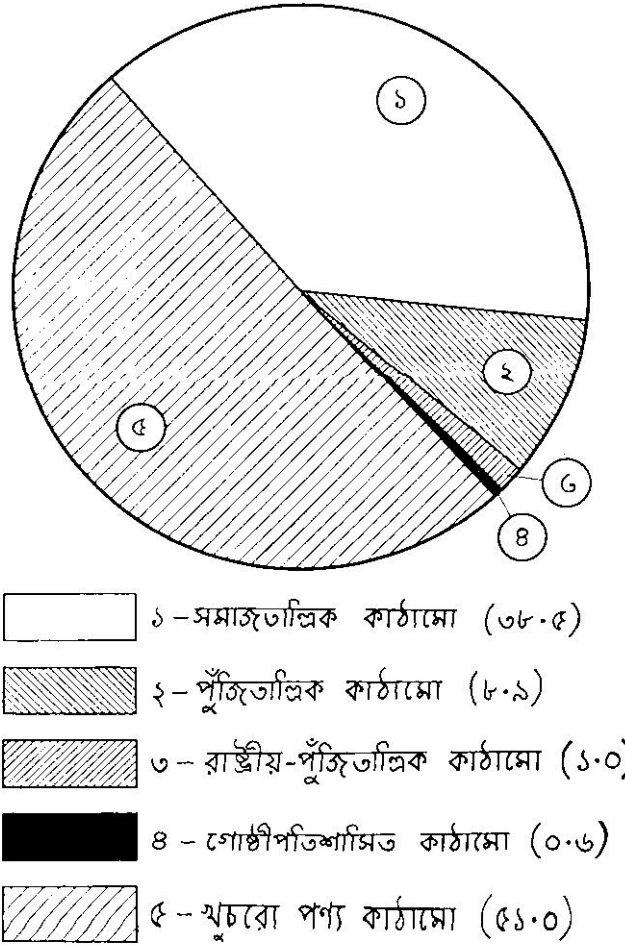

নকশা ২। ১৯২৩-১৯২৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতিতে সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোগুলির অনুপাত।

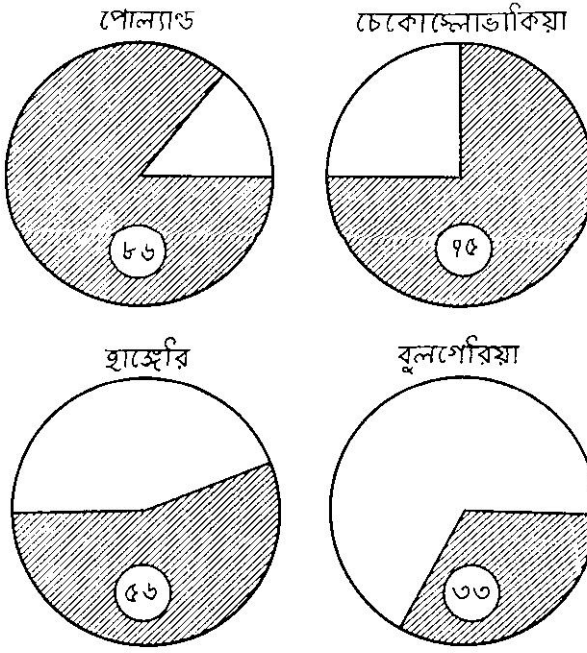

নকশা ৩। ১৯৪৬ সালে পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি ও বুলগেরিয়ায় শিল্পের সমাজতান্ত্রিক খাতের অংশ (শতাংশে)।

কালপর্বে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র যথার্থই বিকশিত হয়েছিল।

মঙ্গোলিয়া ও ভিয়েতনামে গোষ্ঠীপতিশাসিত কাঠামো ছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

উত্তরণকালে সমাজতান্ত্রিক খাত বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অবদান যুগিয়েছে (৩ নং নকশা দ্রষ্টব্য)।

উত্তরণকালের বহুকাঠামো অর্থনীতিতে সমাজের শ্রেণী-কাঠামো প্রকটিত হয়।

শ্রেণীসমূহ হল উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে নিজ নিজ বিষয়গত সম্পর্ক দ্বারা, উৎপাদনের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকা দ্বারা এবং জাতীয় সম্পদে তাদের অংশভাগ অর্জনের ধরন ও তার মাত্রা দ্বারা নির্ধারিত বড় বড় জনগোষ্ঠী। খুব সাধারণভাবে উত্তরণকালের শ্রেণীকাঠামো এভাবে বর্ণিত হতে পারে: শ্রমিক শ্রেণী, সমবায়ে ঐক্যবদ্ধ কৃষক ও কারিগর-দের প্রতিনিধি হিসাবে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো; কৃষক ও হস্তশিল্পীদের প্রতিনিধি হিসাবে খুচরো পণ্য-কাঠামো (কোন কোন দেশে গোষ্ঠীপতিশাসিত কাঠামো); বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রীয়-পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামো।

উত্তরণকালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে মূলত আলাদা। পার্থক্যের মূল এলাকাগুলি নিম্নরূপ।

প্রথমত, পুঁজিতন্ত্রের আওতায় অনুপস্থিত একটি সমাজতান্ত্রিক কাঠামো উত্তরণকালীন অর্থনীতিতে উদ্ভূত হয়। কাঠামোটি কেবল উদ্ভূতই হয় না, এটির অবদানের মাত্রা নির্বিশেষে তা অর্থনীতিতে মুখ্য ভূমিকাসীন হয়ে ওঠে। এর অনেকগুলি কারণ আছে। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো মূল অর্থনৈতিক অবস্থানগুলি দখল করে নেয়, এটি বৃহদায়তন যান্ত্রিক উৎপাদনভিত্তিক, ও অধিকাংশ দক্ষ কর্মীকে আকর্ষণ

করে। সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর উৎপাদন-সম্পর্ক সামগ্রিকভাবে সমাজের উৎপাদন-শক্তির অনুগ বিধায় তার বিকাশ দ্রুততম হয়ে ওঠে। তদুপরি, মেহনতিদের রাষ্ট্রক্ষমতা সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর বিকাশ ও সংহতিতে সম্ভাব্য সর্বপ্রকারে সহায়তা দিতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, পুঁজিতন্ত্রের আওতাধীন অন্যান্য কাঠামোর ভূমিকা, তাৎপর্য ও সম্ভাবনা উত্তরণকালে পরিবর্তিত হতে থাকে। পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামো ক্রমান্বয়ে নিজ অর্থনৈতিক গুরুত্ব হারাতে থাকে ও একটি অধস্তন ভূমিকায় নিমজ্জিত হয়, কেননা, মেহনতিদের রাষ্ট্র ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রকেও অভিন্ন নিয়তিকেই বরণ করতে হয়। এই সব কাঠামোর বিকাশের আর কোনই পরিপ্রেক্ষিত থাকে না।

উত্তরণকালের গোড়ার দিকে পরিমাণগতভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকলেও খুচরো পণ্য-কাঠামোর আরও বিকাশের সম্ভাবনা খুবই সীমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের আওতায় এটির যে-অবস্থান ছিল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে তা ভিন্নতর হয়ে ওঠে। পুঁজিতন্ত্রের আওতায় যেখানে খুচরো পণ্যোৎপাদকদের তীব্র স্তরায়ন ঘটে (অধিকাংশই দরিদ্র হয়ে পড়ে আর ধনী হয় স্বল্প সংখ্যক), সেখানে উত্তরণকালের অর্থনীতিতে এই বর্গের বিপুল সংখ্যাগুরুর অবস্থানে যথেষ্ট উন্নতি দেখা দেয়। খুচরো পণ্যোৎপাদকদের মধ্যে জায়মান তীব্র পৃথকীভবন রোধের জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর ও ঋণের মতো অর্থনৈতিক চাবিকাঠিগুলি এবং আইন ব্যবহার করে। কালক্রমে তারা স্বচ্ছামূলক সমবায়ে যোগ দেয় এবং খুচরো পণ্য-কাঠামোকে একটি সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদে স্থাপন করে।

বিভিন্ন কাঠামোর প্রতিনিধি হিসাবে শ্রেণীসমূহের অবস্থান উত্তরণকালে মূলগতভাবে পরিবর্তিত হয়। ইতিপূর্বে পুঁজিতন্ত্র কর্তৃক শোষিত ও নির্যাতিত একটি শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণী সমাজে মুখ্য শ্রেণী হয়ে ওঠে। সে রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করে, উৎপাদনের জাতীয়কৃত উপায়গুলি বিলিবন্দেজ করে, সমগ্র মেহনতি জনতাকে নেতৃত্ব দেয় ও তাদের স্বার্থে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে দেশের উন্নয়ন পরিচালনা করে এবং পরাজিত শোষক শ্রেণীগুলির প্রতিরোধ দমন করে।

কৃষকরা জমিদারের শোষণমুক্ত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে একটি শক্তিশালী শ্রেণী হয়ে ওঠে। শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ মেহনতি কৃষক দেশশাসনে শরিক হয় এবং অবশিষ্ট শোষকদের মোকাবিলা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সৃষ্টিতে শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বস্ত মিত্রে পরিণত হয়।

বুর্জোয়ার অবস্থানেও মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। পুঁজিতন্ত্রের আওতার মুখ্য শ্রেণীর অবস্থান থেকে বঞ্চিত বুর্জোয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা ও উৎপাদনের অধিকাংশ উপায় হারিয়ে একটি পরোক্ষ শ্রেণীতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু তখনো তার কিছুটা সম্পদ ও ব্যাপক গণসংযোগ থাকে এবং সে খুচরো পণ্যোৎপাদক, বিশেষত ধনী কৃষকদের কিছুটা সমর্থন পায়।

উত্তরণকালে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রধান আশঙ্কার উৎস হল উৎপাদন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া ও খুচরো পণ্যোৎপাদকদের ধনী অংশের মধ্যেকার ঐক্য। এই ঐক্য অর্থনীতির স্থিতিনাশ ঘটাতে পারে এবং পুঁজিবাদের পুনরুত্থানে তখনো আশাবাদী বুর্জোয়ার অংশবিশেষকে প্রায়ই সমর্থন দেয়।

উত্তরণকালের বহুকাঠামো অর্থনীতির অস্তিত্বের কারণ এই যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে পুঁজিতন্ত্র উৎপাদনকে পুরোপুরি সামাজিকীকরণে ব্যর্থ হয়, এমন কি, কোন কোন একচেটিয়া কর্তৃক তা বিপুল পরিসরে ঘনীকৃত হওয়া সত্ত্বেও। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাই আত্মধ্বংসের জন্য সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং উৎপাদন-শক্তিকে একটি সামাজিক চারিত্র্য দেয়। কিন্তু দেশভেদে প্রক্রিয়াটি খুবই অসমভাবে বিকশিত হয় এবং অঞ্চলভেদে তা আরও প্রকটতর হয়ে থাকে। সেজন্যই পুঁজিতন্ত্রের আওতায় ঘনীভূত বৃহদায়তন উৎপাদনের সঙ্গে সর্বদাই মধ্যম আর ক্ষুদ্র উৎপাদকরাও টিকে থাকে।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে অর্থনীতির কোন কোন প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক ধরনও বিদ্যমান থাকে। পুঁজিতন্ত্র ভাড়াটে শ্রমের শোষণভিত্তিক বিধায় তা কেবল প্রাক-বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্কের সেই উপাদানগুলিকেই (উৎপাদকের ব্যক্তিগত পরাধীনতা, বহু ধরনের সম্প্রদায়গত পার্থক্য, ইত্যাদি) উৎখাত করে যা এই শোষণে প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করে। পুঁজিতন্ত্র প্রাক-বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্কের অন্যান্য উপাদান টিকিয়ে রাখে, কেননা ওগুলি মূলত পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কেরই সমধর্মী ও ক্রমান্বয়ে পুঁজিতান্ত্রিক আদর্শে পুনর্গঠিত হয়। এভাবে যে-জিনিসটির পরিবর্তন ঘটে তা হল জমির সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা, সামন্ততান্ত্রিক বর্গ থেকে পুঁজিতন্ত্রের একটি অর্থনৈতিক বর্গে ভূমিরাজস্বের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রকৃতি রূপান্তরের মধ্যে যা সবিশেষ প্রকটিত।

খুচরো পণ্যোৎপাদন মূলগতভাবে পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের বিরোধী নয়। প্রথমত, পুঁজিতান্ত্রিক আবহে তা পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের মধ্যেই সীমিত থাকে। দ্বিতীয়ত, খুচরো

পণ্যোৎপাদন (কারিগর ও হস্তশিল্পী) খুচরো পণ্যোৎপাদক-দের নিঃস্বতার ফলে শ্রমশক্তির সংরক্ষিত তহবিলের একটি উৎস হয়ে ওঠে।

গোষ্ঠীপতিশাসিত কাঠামোর ব্যাপারে বলা যায় যে তা কোন এক সময় অনিবার্যভাবে বিপণন সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে ও ক্রমান্বয়ে খুচরো পণ্যোৎপাদনে পরিণত হয়।

উত্তরণকালে বিদ্যমান কাঠামোগুলি ওই বিশেষ কালপর্বে কিছুটা ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় অবদান যোগায় এবং পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিক্রিয়ালিপ্ত হওয়ার প্রয়াস পায়। সমাজ যেহেতু এগুলি তৎক্ষণাৎ বদলাতে বা উৎখাত করতে পারে না সেজন্য তা উৎপাদন-শক্তির বিকাশের স্তরসংশ্লিষ্ট উৎপাদন-সম্পর্কও তৎক্ষণাৎ পরিহারে ব্যর্থ হয়।

দশম অধ্যায়

উত্তরণকালের অসঙ্গতি

গোড়ার দিকে উল্লিখিত বহুকাঠামো অর্থনীতির ঐক্যের ব্যাপারটি খুবই অসঙ্গতিপূর্ণ। উত্তরণকালের প্রধান অসঙ্গতি হল নবজাত ও প্রসারমান সমাজতন্ত্র এবং পরাজিত তবু অবিধ্বস্ত পুঁজিতন্ত্রের মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্ব, যে-পুঁজিতন্ত্র খুচরো পণ্যোৎপাদনে লালিত ও সমর্থিত। কেবল কঠোর সংগ্রামের মধ্যেই এই অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক অসঙ্গতি নিরসন সম্ভব এবং অর্থনীতি থেকে যাবতীয় পুঁজিতান্ত্রিক উপাদান উৎখাতের জন্য উত্তরণকালে শ্রেণী-সংগ্রাম অপরিহার্য। এই সংগ্রামের তীব্রতা সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে ইতিহাসের মঞ্চ থেকে বিদায়ী বুর্জোয়ার দেয়া প্রতিরোধের প্রাবল্যের উপরই পুরোপুরি নির্ভরশীল।

উত্তরণকালের আরও অসঙ্গতি রয়েছে। কিন্তু, সেগুলি অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক নয়। এবার দুটিই পরীক্ষা করা যাক।

প্রথমটি হল প্রগতিশীল রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সেকেলে বৈষয়িক ও কৃৎকৌশল ভিত্তির মধ্যেকার অসঙ্গতি। এই অসঙ্গতি সেইসব দেশের বৈশিষ্ট্য যেখানে উৎপাদন-শক্তি বিকাশের নিম্নস্তরে অবস্থিত। আত্যন্তিক অনগ্রসর অর্থনীতির দেশগুলিতে এই অসঙ্গতি খুবই তীব্র হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের মাধ্যমে তার নিরসন সম্ভব, কেননা তা উৎপাদন-শক্তির দ্রুত বিকাশ নিশ্চিত করে।

উত্তরণকালে বহুকাঠামো অর্থনীতির আরেকটি অসঙ্গতি হল সামাজিকীকৃত শিল্প ও বিচ্ছিন্ন, খুচরো কৃষি-অর্থনীতির মধ্যেকার বিরোধ। উত্তরণকালে শিল্প ও কৃষি বিভিন্ন অর্থনৈতিক নিয়মের ভিত্তিতে বিকশিত হয়: শিল্পের বিকাশ ঘটে সমাজতন্ত্রের নিয়মে, কৃষি বিকশিত হয় অবাধ বিপণন নিয়মের আওতায়। এজন্য অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। উপরন্তু, খুচরো পণ্য-কাঠামো অবিরাম পুঁজিতান্ত্রিক উপাদান উৎপাদন করে চলে। অবহেলা করলে ও অব্যাহত রাখলে এই অসঙ্গতি সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যকে মারাত্মকভাবে বিপদগ্রস্ত করতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যত্র সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ এই অসঙ্গতি নিরসনের পথ দেখিয়েছে — এটা হল কৃষকদের স্বেচ্ছামূলক সমবায় গঠন।

উত্তরণকালে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মনীতির অভিপ্রায় হল সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর অগ্রগামী, এমন কি নেতৃস্থানীয় অবস্থানের নিশ্চয়তা বিধান ও বহুকাঠামো অর্থনীতি উৎখাত। অর্থনৈতিক ও জাতীয় উন্নয়নের পার্থক্যের দরুন সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর প্রবর্তনকারী সকল দেশ উত্তরণকালের অসুবিধাগুলি মোকাবিলায় অভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মনীতির পার্থক্য নির্বিশেষে লক্ষ্যটি সর্বদাই অভিন্ন — পুঁজিতান্ত্রিক উপাদান উৎখাত, বহুকাঠামো অর্থনীতি লোপ ও একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন।

বহুকাঠামো অর্থনীতি সহ পূর্ববর্তী পর্যায়গুলির ব্যতিক্রমী হিসাবে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা দীর্ঘকাল অন্য ধরনের অর্থনীতি সহ্য করে না। কারণগুলি এরূপ:

প্রথম। উত্তরণকালে উৎপাদন-শক্তির পক্ষে কেবল সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কই শক্তিশালী উদ্দীপক হয়ে

থাকে, কেননা এই উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদন-শক্তির সামাজিক মর্মবস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিশীল। অন্যান্য কাঠামো সামাজিক উৎপাদনের বিকাশে কমবেশি বাধা হিসাবে কাজ করে। তাই বহুকাঠামো অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজের চাহিদানুগ উৎপাদনের বিকাশ মোটেই সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয়। বহুকাঠামো বস্তুত সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক সীমিত করে, যে-সমাজতান্ত্রিক কাঠামো হল অর্থনীতির কেবল একটি খাত।

তৃতীয়। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব মূলগতভাবে নতুন ধরনের একটি রাজনৈতিক অধিকাঠামো। আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক ভিতের আগেই এটির উদ্ভব ঘটে এবং ওই ভিতের মজবুতি ও বিকাশের দ্বারা তা দৃঢ়বদ্ধ হয়। সমগ্র অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক খাতভুক্ত না-হওয়া অবধি পুঁজিতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের অনুকূল সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুসারে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জনস্বার্থের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। একবার রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করলে উৎপাদন বৃদ্ধি ও নিজ চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদন-শক্তির বিকাশ মেহনতিদের মূল স্বার্থ হয়ে ওঠে। পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ স্পষ্টতই মুনাফাসন্ধানী। সেজন্য বুর্জোয়া সর্বদাই ভাড়াটে শ্রম শোষণের অনুকূল পরিস্থিতি অব্যাহত রাখতে ও সংহত করতে চায়। তাই সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য রাষ্ট্রের যাবতীয় উদ্যোগের প্রতি তার এই প্রতিরোধ।

খুচরো পণ্যোৎপাদকরা এক অনন্য অবস্থানে থাকে। একদিকে সে মালিক, অন্যদিকে সে মেহনতি। এই দ্বৈতস্বার্থ

শ্রমিক শ্রেণী ও বুর্জোয়ার মধ্যে বাছাইয়ের ব্যাপারে তাকে দ্বিধান্বিত করে তোলে। সকল পেটি-বুর্জোয়ার মতো প্রলেতারীয় একনায়কত্বের সময় খুচরো পণ্যোৎপাদকরাও একটি মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করে। কিন্তু, প্রলেতারিয়েত ও খুচরো পণ্যোৎপাদকদের স্বার্থ মূল ক্ষেত্রে সন্নিপাতী হয়ে থাকে, কেননা কেবল সমাজতন্ত্রই তাদের শোষণ থেকে, অধিকারহীনতা থেকে, অভাব থেকে মুক্তি দিতে পারে।

বুর্জোয়া উৎখাতে শ্রমিক শ্রেণী মেহনতিদের, বিশেষত মেহনতি কৃষকের সহযোগিতা পায়। সেজন্যই উত্তরণকালে কৃষকদের প্রতি রাষ্ট্রের একটি শুদ্ধ নীতি গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যাতে সে মেহনতি কৃষক ও ধনী কৃষকের মধ্যেকার পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে, কাজভিত্তিক কৃষি-অর্থনীতিকে উৎসাহ দিতে ও মালিকসুলভ প্রবণতাগুলি দমন করতে পারে।

তাই, মেহনতিরা ক্ষমতাসীন হওয়ার পরও শ্রেণী-সংগ্রাম অব্যাহত থাকে, যদিও ভিন্ন ধরনে, অন্যান্য উপায়ে। লেনিন এই সংগ্রামের এমন পাঁচটি ধরন চিহ্নিত করেছিলেন: শোষকদের প্রতিরোধ দমন, গৃহযুদ্ধ, পেটি-বুর্জোয়া প্রশমন, সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রয়াসে বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ ও শ্রমে নতুন ধরনের একটি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রলেতারিয়েতকে এই সবগুলি ধরনই ব্যবহার করতে হয়েছিল। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ গৃহযুদ্ধ এড়াতে পেরেছিল।

বুর্জোয়াকে পরাজিত করার পর মেহনতিদের জন্য মূল সমস্যা ছিল অর্থনীতি নির্মাণ, উন্নততর একটি সামাজিক উৎপাদন সংগঠন, অত্যুচ্চ দায়িত্বভিত্তিক একটি নতুন কর্মশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা।

অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির শুরু-করা গৃহযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের সামরিক হামলার দরুন সোভিয়েত রাশিয়া দেশগঠনের শান্তিপূর্ণ পরিকল্পনা কিছুকাল মুলতুবি রাখতে বাধ্য হয়েছিল। সারা দেশ তখন সৈন্যশিবির হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। রাষ্ট্র যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য জাতীয়করণ সহ শস্যব্যবসায় নিজের একচেটিয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল, ব্যক্তিগতভাবে শস্যবিক্রয় নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। বাড়তি শস্য ও জাব বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল এবং পরে তা অন্যান্য কৃষিপণ্যেও প্রযুক্ত হয়েছিল। কৃষকদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে বাড়তি খাদ্য ও জাব রাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত করেছিল। 'যে কাজ করে না সে খাবারও পাবে না' এই নীতির ভিত্তিতে সোভিয়েত রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক শ্রমব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল।

'যুদ্ধকালীন কমিউনিজম' খ্যাত চরম অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি চলেছিল ১৯১৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ১৯২১ সালের বসন্ত অবধি। ব্যবস্থাটির ফলে পণ্য-অর্থ সম্পর্ক খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল ও অর্থনীতি স্বনির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে, একটি জাতীয়কৃত সংস্থা নিজ কার্জকলাপ অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু বিনামূল্যে রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাবে, কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যাদিও সে রাষ্ট্রকে কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই দেবে। খাদ্য ও ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে কঠোর সিধাবণ্টন চালু হয়েছিল এবং সেগুলি মেহনতিদের মাগনা বা নামিক দামে সরবরাহ করা হত।

'যুদ্ধকালীন কমিউনিজম' ছিল সবলে প্রযুক্ত একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা। সোভিয়েত রাশিয়ার বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বিপ্লববিরোধীদের পরাজিত করার অন্যতর কোন সম্ভাব্য ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থা ছিল না। 'যুদ্ধকালীন কমিউনিজম' নামক ব্যবস্থাবলী উত্তরণকালের সাধারণ নিয়মাবলীর অন্যতম হিসাবে বিবেচ্য নয়। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে, যেখানে শ্রেণী-সংগ্রাম গৃহযুদ্ধের আকার লাভ করে নি, সেখানেই তার প্রমাণ মিলবে।

১৯২১ সালের আগ অবধি সোভিয়েত রাষ্ট্র সমাজতন্ত্র নির্মাণ শুরু করতে পারে নি। দেশ তখন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। যুদ্ধপূর্ব কালের পরিমাণের তুলনায় শিল্পোৎপাদন ছিল মাত্র ১৪ শতাংশ, ইস্পাত উৎপাদন ৫ শতাংশ। ১৯২১ সালে মাথাপিছু সুতিবস্ত্র উৎপন্ন হত ১ মিটারেরও কম। পরিবহণ ছিল অনিয়মিত আর আসন্ন হয়ে উঠেছিল জ্বালানি সংকট। কৃষিতেও চরম সংকট চলছিল। মেহনতিদের দুরবস্থা চরমে পৌঁছেছিল। শিল্প-শ্রমিকদের সংখ্যা ৫০ শতাংশের বেশি হ্রাস পেয়েছিল। সারা দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকার হয়ে পড়েছিল।

সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি নির্মাণ শুরুর সময় জায়মান সোভিয়েত রাষ্ট্র যে-জটিল পরিস্থিতিতে ছিল এই অসুবিধাগুলিতেই তা সহজলক্ষ্য। 'যুদ্ধকালীন কমিউনিজমের' মতো ব্যবস্থা দ্বারা সমাজতন্ত্র নির্মাণের অসম্ভাব্যতা তখন খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। উৎপাদনের হিসাব-নিকাশের দক্ষতা অবহেলিত হলে এবং কেবল পরিচালনার কঠোর কেন্দ্রীভূত প্রণালী ব্যবহৃত হলে অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য

প্রয়োজন পণ্য-অর্থ সম্পর্ক এবং পরিচালনামূলক ও অর্থনৈতিক প্রণালীসমূহের সমন্বয়। প্রশ্নটি বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল, কেননা শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকের ঐক্যের দৃঢ়তা তার শুদ্ধ সমাধানের উপরেই নির্ভরশীল ছিল।

কৃষকরা খুচরো পণ্যোৎপাদক এবং তাদের জন্য বাজার ছিল অত্যাবশ্যকীয়। 'যুদ্ধকালীন কমিউনিজমের' সময় খামারের বাড়তি উৎপাদ বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থার ফলে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষকের উৎসাহ হ্রাস পেয়েছিল। পরিস্থিতি দাবী করছিল যে 'যুদ্ধকালীন কমিউনিজমের' সময়কার শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকের মধ্যেকার যুক্তিযুক্ত সামরিক ও রাজনৈতিক ঐক্য অর্থনৈতিক ঐক্য দ্বারা পরিপূরিতা হোক।

এজন্য নতুন অর্থনৈতিক কর্মনীতি উদ্ভাবিত ও বাস্তবায়িত হয়েছিল। লেনিন ছিলেন এই ধারণার সংগঠক। একটি অর্থনৈতিক ভিত্তিতে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ভিত— শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকের ঐক্য — মজবুতের লক্ষ্যে এবং উৎপাদন-শক্তিতে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য পণ্য-অর্থ সম্পর্কের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক শিল্প ও খুচরো পণ্যের কৃষি-অর্থনীতির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে কর্মনীতিটি রচিত হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুঁজিতান্ত্রিক উপাদানগুলিকে কাজের সুযোগ দিয়েছিল, তবে একটা সীমার মধ্যে ও সোভিয়েত রাজের পক্ষে লাভজনক হওয়ার শর্তে। বাড়তি উৎপাদ বাজেয়াপ্তের বদলি হয়েছিল দ্রব্যের মাধ্যমে কর এবং তা কৃষককে করপরিশোধের পর বাড়তি উৎপাদ বাজারে বিক্রির ফলে ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের সুযোগ দিয়েছিল।

নতুন অর্থনৈতিক কর্মনীতির উদ্দেশ্য ছিল বহুকাঠামোভিত্তিক অর্থনীতির উদ্দীপন, কৃষি-অর্থনীতির উন্নতিসাধন, যাতে তারা শ্রমিক শ্রেণীর জন্য খাদ্য যোগাতে পারে, সমগ্র জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং শিল্পের পুনর্গঠন ও উন্নয়ন; কৃষকদের জোতজমার পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য তাদের প্রধান অংশের সঙ্গে ব্যবসা যোগাযোগ সৃষ্টি খুবই প্রত্যাশিত ছিল।

নতুন অর্থনৈতিক কর্মনীতি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র নির্মাণের লেনিন-কৃত পরিকল্পনারই একটি উপাদান। ব্যাপক কৃষক সাধারণকে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে শরিক করা এবং শ্রমিক ও কৃষকের যৌথ প্রচেষ্টায় সমাজতন্ত্র নির্মাণ ছিল এই কর্মনীতির প্রধান লক্ষ্য। লক্ষণীয় যে, মূল অবস্থানগুলি (শিল্প, পরিবহণ ও ব্যাংক) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে থাকার দরুন পুঁজিতান্ত্রিক উপাদানগুলি ক্রমান্বয়ে অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। ১৯৩০ সালের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ও সমবায়গুলি বেসরকারী ব্যবসায়ীদের পুরোপুরি হটিয়ে দিয়েছিল।

সোভিয়েত রাশিয়ায় নতুন অর্থনৈতিক কর্মনীতি এদেশে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছিল। নতুন অর্থনৈতিক কর্মনীতির মূলনীতিগুলির আন্তর্জাতিক তাৎপর্য সমধিক, কেননা উত্তরণকালে প্রবিষ্ট প্রতিটি দেশে শ্রমিক শ্রেণী সর্বদাই কৃষকদের সঙ্গে একযোগে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করে। এই ঐক্যের শক্তি তার অর্থনৈতিক ভিত মজবুত করার উপরই নির্ভরশীল থাকে।

লেনিন নতুন অর্থনৈতিক কর্মনীতির তাৎপর্যের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করেছিলেন: এখনকার

মতো 'আমাদের নিজের যে কর্মভার নিয়ে আমরা কাজ করছি, মনে হতে পারে তা পুরোপুরি রুশী, কিন্তু বাস্তবে সকল সমাজতন্ত্রীকেই এই কাজের মোকাবিলা করতে হবে... শ্রমিক ও কৃষকের ঐক্যভিত্তিক এই নতুন সমাজ অবশ্যম্ভাবী। একদিন তা আসবেই, বিশ বছর আগে বা বিশ বছর পরে, আর আমরা যখন আমাদের নতুন অর্থনৈতিক কর্মনীতি নিয়ে কাজ করছি, আমরা তখন এই সমাজের জন্য শ্রমিক ও কৃষকের ঐক্যের ধরনগুলি উদ্ভাবনে সাহায্য দিচ্ছি।'*

ইতিহাসের বিকাশ লেনিনের ধারণার শুদ্ধতা সপ্রমাণ করেছে। নতুন অর্থনৈতিক কর্মনীতির মূলনীতিগুলির উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্যবন্ধন প্রতিষ্ঠার জন্য পণ্য-অর্থ সম্পর্ক, বিপণন সম্পর্কগুলি প্রয়োগ ও সমাজতন্ত্র নির্মাণে ব্যাপক কৃষকের টেনে আনা। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্বে প্রতিটি দেশের জন্য এই মূলনীতিগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ নতুন অর্থনৈতিক কর্মনীতির পদ্ধতি নিজেদের পরিস্থিতি ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখেই গ্রহণ করে।

---

* Lenin V. I. 'Ninth All-Russia Congress of Soviets. December 23-28, 1921', in: Lenin V. I. *Collected Works*, Vol. 33, p. 177.

একাদশ অধ্যায়

সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি

প্রত্যেকটি সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর থাকে নিজস্ব বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি, যাকে বৈশিষ্ট্য দেয় উৎপাদনের উপায়ের আনুষঙ্গিক বিকাশের একটি স্তর, আনুষঙ্গিক শিল্পগত ও আঞ্চলিক কাঠামো, উৎপাদনের সামাজিক সংগঠনের স্তর, বিজ্ঞান বিকাশের স্তর ও উৎপাদনে বিজ্ঞানভুক্তির পরিসর।

সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে তা জয়যুক্ত হতে পারে না। সেজন্য এই ভিত্তি নির্মাণ হল পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। সুদৃঢ় বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেই যে কেবল একটি সামাজিক ব্যবস্থার পক্ষে প্রাধান্যলাভ ও উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ সম্ভবপর হয়, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। বৃহদায়তন বিদ্যুৎচালিত মেশিন-উৎপাদন হল সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ভিত্তি।

সমাজতন্ত্রের উপযোগী কোন রেডিমেড বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি নেই। পুঁজিতন্ত্র যদিও বৃহদায়তন যন্ত্রীকৃত শিল্প সৃষ্টি করে, যা সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক পূর্বশর্তও, কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের অসঙ্গতির দরুন যন্ত্রীকৃত উৎপাদন অর্থনীতির সবগুলি পরিমণ্ডলকে আওতাধীন করতে পারে না। সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদন

উন্নয়নে পুঁজিপতিরা অনীহ বিধায় অনেক ক্ষেত্রেই অনগ্রসর কায়িক উৎপাদন টিকে থাকে। মুনাফাটি পুঁজিপতিদের একক লক্ষ্য। কথান্তরে, পুঁজিপতিরা মুনাফার নিরিখেই কেবল উৎপাদন উন্নত করে। তারা কেবল তখনই নতুন মেশিন আনে যখন তাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্রমিকদের দেয় মজুরির চেয়ে শেষাবধি কম খরচা পড়ে। সেজন্য পুঁজিপতিরা প্রায়ই আধুনিক প্রযুক্তি প্রবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদন উন্নয়নে অবশ্যই উৎসাহ দেখায় না।

অধিকতর প্রগতিশীল সামাজিক ব্যবস্থা বিধায় সমাজতন্ত্রের জন্য উৎপাদনের অত্যুচ্চ মান অপরিহার্য। সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য পুঁজিতন্ত্র থেকে পাওয়া উৎপাদন-শক্তির অত্যুচ্চ বিকাশ, সেগুলির অধিকতর সামাজিকীকরণ ও সমগ্র সমাজের স্বার্থানুকূল্যে ফলপ্রসূভাবে কার্যকর করার জন্য উৎপাদন পুনর্গঠন প্রয়োজন।

সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি হল শহর ও গ্রামাঞ্চলে একটি সামাজিকীকৃত বৃহদায়তন উৎপাদন, অধুনাতন প্রযুক্তি ও জাতীয় পরিকল্পনা ভিত্তিক উৎপাদন। মেহনতিদের চাহিদাগুলির যথাসম্ভব পরিপূর্ণ পূরণই এই উৎপাদনের লক্ষ্য। এই ধরনের পরিকল্পিত ও সজ্ঞানে পরিচালিত উৎপাদন কোন পুঁজিতান্ত্রিক দেশে নেই, থাকাও সম্ভবপর নয়। সেজন্য একটি শিল্পপ্রধান দেশও সমাজতন্ত্রের পথবর্তী হলে তার অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন আবশ্যকীয় হয়ে ওঠে। শুধু এই ধরনের পুনর্গঠনের সময় সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তিকে নতুন ছাঁচে ঢালাই ও বিকশিত করা হয়।

রাশিয়া (সমাজতন্ত্র নির্মাণরত অন্যান্য অধিকাংশ দেশও) এমন সময় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিষ্পন্ন করেছিল যখন তার উৎপাদন-শক্তি অনুন্নত ছিল। কিন্তু ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে সমাজতন্ত্র কৃৎকৌশলগত ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার সঙ্গে সহবাসক্ষম নয়। সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ভিত্তি — আধুনিক বৃহদায়তন যন্ত্রীকৃত উৎপাদন। উত্তরণকালে এই ভিত্তিটি নির্মিত হয় **সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের** পথে।

সাধারণভাবে শিল্পায়ন একটি প্রক্রিয়াই, যাতে অর্থনীতির প্রধান খাত হিসাবে শিল্প উদ্ভূত ও বিকশিত হয়। সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন হল মূলগতভাবে বৃহদায়তন যন্ত্রীকৃত শিল্পের (বিশেষত ভারী শিল্প ও এটির কোষকেন্দ্র হিসাবে যন্ত্রনির্মাণ শিল্প) নিবিড় বিকাশ এবং এতেই অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর বিজয়ের নিশ্চয়তা এবং অত্যুন্নত অর্থনীতির উন্মেষের সম্ভাবনা নিহিত। এটা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও দেশের আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয় সামর্থ্যও নিশ্চিত করে।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের সময় মেহনতিদের রাষ্ট্র অত্যাধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য অনেকগুলি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যাতে এই শিল্প অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি যোগান দিতে পারে। মেহনতির ক্ষমতাসীন হওয়ার সময় শিল্প অতিবিকশিত থাকলে সেইসব দেশে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন নিষ্প্রয়োজন। অন্যদের তুলনায় ওই সব দেশে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তিনির্মাণ সহজতর। এজন্য কেবল প্রয়োজন পুঁজিতন্ত্রের চারিত্র্য হিসাবে বিদ্যমান অসামঞ্জস্যগুলি (সারা দেশে শিল্পের অসম বণ্টন, অর্থনীতির

কোন কোন শাখার কৃৎকৌশলগত অনগ্রসরতা, ইত্যাদি) তথা পুঁজির লাভবান স্বার্থে লালিত প্রযুক্তি-উন্নয়নের বিকৃত ধরনগুলি বিলোপ।

শিল্পায়ন সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সাধারণ কাজের আওতায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যও সম্পাদন করে। এটা শ্রমের উৎপাদনশীলতা ক্রমাগত ও দ্রুত বৃদ্ধি করে ও সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির কাঠামোটি বদলায়। বৃহদায়তন শিল্প অর্থনীতিতে প্রধান ভূমিকা পালন করতে শুরু করে এবং অর্থনীতির সবগুলি শাখার উপর ফলত সর্বোত্তম যুক্তিসঙ্গত সুপ্রভাব বিস্তার করে। অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। শ্রমিক শ্রেণী বৃহৎ আধুনিক সংস্থায় কেন্দ্রীভূত হয়, তাদের সংখ্যা বাড়ে, তারা আরও সুসংগঠিত হয়ে ওঠে। ফলত, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রাজনৈতিক অবস্থান মজবুত হয়।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পায়ন থেকে মূলগতভাবেই পৃথক, কেননা এটা হল মেহনতিদের রাষ্ট্র কর্তৃক সজ্ঞানে পরিকল্পিত কর্মকাণ্ডেরই একটি ফলশ্রুতি।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের উৎসগুলি পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পায়নের উৎস থেকে আলাদা। সবগুলি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যরূপী শিল্পায়নের উৎসগুলিকে অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ হিসাবে ভাগ করা যায়। পুঁজিতন্ত্রের অধীনে প্রধান অভ্যন্তরীণ উৎস হল মেহনতিদের নির্দয় শোষণ আর বাহ্যিক উৎস — উপনিবেশ ও নির্ভরশীল দেশগুলির লুণ্ঠন। এই উৎসগুলিই পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিকে শিল্পায়নের সম্বল যুগিয়েছে। যেমন, ব্রিটেন এই সব সম্বলের অধিকাংশ পেয়েছিল উপনিবেশগুলির নিষ্ঠুর লুণ্ঠন থেকে। বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের

ক্ষেত্রেও এই ভিত্তি মোটামুটি অভিন্নই ছিল। ১৯ শতকের শেষ তিন দশকে ফ্রাঙ্কো-প্রাশীয় যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে জার্মানি সেই দেশ থেকে যে বিপুল সম্পদ আহরণ করেছিল মূলত সেগুলির দৌলতেই সে শিল্পায়িত হয়েছে। জার-শাসিত রাশিয়া শিল্পায়নের চেষ্টা করেছিল বিদেশী ঋণসাহায্যে। সেই সুবাদে বিদেশী পুঁজি অর্থনীতির মূল অবস্থানগুলি দখল করেছিল, বিদেশী একচেটিয়াদের উপর দেশের শৃঙ্খলিত নির্ভরতা বেড়ে গিয়েছিল এবং দেশের কৃৎকৌশলগত ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা অবলুপ্তির বদলে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

স্বভাবতই, মেহনতিদের শোষণ সহ শিল্পায়নের যাবতীয় উৎস সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছে গ্রহণীয় নয়। সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন অর্জিত হয় অভ্যন্তরীণ উৎসগুলি সঞ্চয়ের মাধ্যমে, প্রধানত:

— ইতিপূর্বে শোষক শ্রেণীগুলির পরজীবী পরিভোগে ব্যয়িত আয়, যা রাষ্ট্র সঞ্চয়ের জন্য বাজেয়াপ্ত করে;

— সমাজতান্ত্রিক খাতের কলকারখানার মুনাফার রাষ্ট্রীয় অংশভাগ;

— অবশিষ্ট শোষক শ্রেণীগুলির উপর ও সামান্য পরিমাণে মেহনতিদের উপর ধার্যকৃত করসমূহ (এই উৎস অপ্রধান);

— বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যদের দেয়া সাহায্য।

উৎপাদনের উপায়গুলির সামাজিক মালিকানা ও পরিকল্পিত অর্থনীতির সুবিধার দরুন সমাজতান্ত্রিক

শিল্পায়নের গতিও পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পায়নের গতি থেকে পৃথক হয়ে থাকে। ব্রিটেনের শিল্পায়নের, অর্থাৎ উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক প্রণালীর আনুষঙ্গিক বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি তৈরির জন্য লেগেছিল প্রায় শতবর্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একই পথে স্বীয় গন্তব্যে পৌঁছেছিল ৭৫ বছরে (ইউরোপ থেকে পুঁজি ও সুদক্ষ শ্রমশক্তির অনুপ্রবেশের দৌলতে)। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও লেগেছিল প্রায় অভিন্ন সময়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি অনেক দ্রুত শিল্পায়িত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য লেগেছে

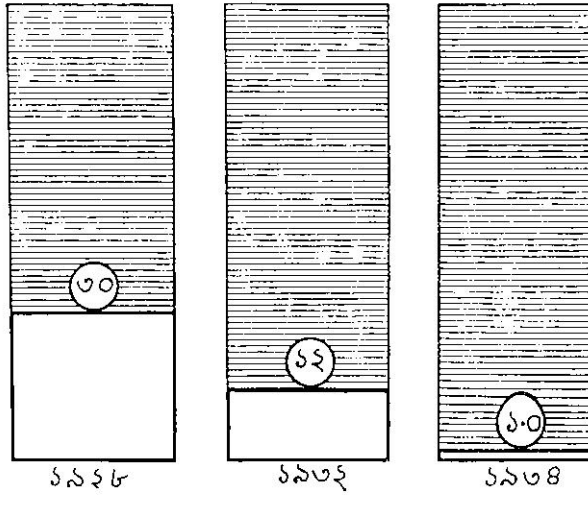

নকশা ৪। ১৯২৮-১৯৩৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে মোট আমদানির যন্ত্রপাতির ভাগ (শতাংশে)।

দুই দশক। শিল্পায়নের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঐতিহাসিকভাবে স্বল্প সময়ে ট্র্যাক্টর ও মোটরগাড়ি শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়রিং, বিমান, মেশিন-টুল ও কৃষিযন্ত্রপাতি, ইত্যাদি শিল্পপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছিল। বিদেশী প্রযুক্তি আমদানি যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিল (৪ নং নকশা দ্রষ্টব্য)। দেশ অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনে সফল হয়েছিল।

তদুপরি, পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পায়ন থেকে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের সামাজিক-অর্থনৈতিক ফলাফলগুলি স্পষ্টতই আলাদা।

পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পায়নের ফলশ্রুতিতে যাবতীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক অসঙ্গতির তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এই শিল্পায়নের আনুষঙ্গিক হিসাবে দেখা দেয় বর্ধমান বেকারি এবং বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির কোন কোন গ্রন্থিতে কৃৎকৌশলগত ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা টিকে থাকে। ফলত, গড়ে ওঠে শিল্পোন্নত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির একটি ক্ষুদ্র দল ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর অনেকগুলি পুঁজিতান্ত্রিক দেশ।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন উত্তরণকালীন অসঙ্গতিগুলি সমাধানে সহায়তা যোগায়। সমাজের সকল সদস্যের বহুবিধ চাহিদার সবগুলি মেটান সমাজতন্ত্রের অভীষ্ট বিধায় শিল্পায়ন জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কার্যসময় হ্রাস ও চাকুরি সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। ১৯৩০ সালের শেষের দিকে প্রাগ্রসর শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েত ইউনিয়নে যে বেকারির বিলোপ ঘটেছে, তা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়।

তাই সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের ফলে মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের অবসান ঘটে, আগেকার অনগ্রসর প্রত্যন্ত এলাকাগুলির উন্নয়ন শুরু হয় ও কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়। এটা মেহনতিদের বর্ধমান চাহিদা আরও ভালভাবে পূরণের প্রয়োজনীয় বৈষয়িক ভিত্তিও গড়ে তোলে।

চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শিল্পায়িত সোভিয়েত রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের প্রথম দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল। এখানে এই দেশের কিছু সংখ্যক আনুষঙ্গিক অসুবিধা উল্লিখিত হল।

সমাজতন্ত্রের পথবর্তী হওয়ার শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের উৎপাদন-শক্তি যথেষ্ট অনুন্নত ছিল। বিপ্লবপূর্ব রাশিয়া ছিল মূলত একটি কৃষিপ্রধান দেশ। জাতীয় অর্থনীতিতে নিযুক্ত সর্বমোট সংখ্যার মাত্র ৯ শতাংশ শ্রমিক শিল্প ও নির্মাণে কাজ করত। শিল্প ছিল অনুন্নত। শ্রমের উৎপাদনশীলতা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক-দশমাংশ। সেই সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল পৃথিবীর একমাত্র শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্র। শত্রুভাবাপন্ন পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি তাকে বেষ্টন করে তার বিরুদ্ধে যেকোন মুহূর্তে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টির পাঁয়তারা করছিল এবং এমন কি আরেকবার সামরিক হামলাও শুরু করতে পারত। এই পরিস্থিতি সোভিয়েত ইউনিয়নকে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির তুলনায় তার অনগ্রসরতা উত্তরণে বাধ্য করেছিল।

ত্বরিত শিল্পায়নের উদ্যোগে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারী শিল্প নির্মাণে হাত দিয়েছিল এবং সেজন্য অর্থনীতির অন্যান্য শাখার উন্নতি অনেকটা মন্থর হয়ে পড়েছিল। শিল্পায়নের বৈষয়িক ভিত্তি — যন্ত্রনির্মাণ শিল্প সৃষ্টির জন্য

সরকার দেশের অধিকাংশ পুঁজি ও শ্রমসম্পদ নিয়োগে বাধ্য হয়েছিল। এই শিল্পের দিকে বিশেষ নজর দেয়ার বিষয়টি শিল্পায়নে এটির চূড়ান্ত ভূমিকা, জার-শাসিত রাশিয়ায় এর চরম অনগ্রসরতা ও দেশের প্রতিরক্ষা চাহিদার নিরিখেই ব্যাখ্যেয়।

ব্যাপারটি এজন্য আরও কঠিন হয়ে উঠেছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সঞ্চয়ের জন্য কেবল অভ্যন্তরীণ উৎসগুলির উপরই জোর খাটাতে পারত। পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি ঋণদানে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হয়েছিল কিংবা অগ্রহণীয় শৃঙ্খলের শর্ত দাবী করেছিল। এসব সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ঐতিহাসিক স্বল্প সময়ে শিল্পায়নে সমর্থ হয়েছিল এবং অনগ্রসর কৃষিসর্বস্ব দেশ থেকে একটি শিল্পশক্তি হয়ে উঠেছিল। নিম্নোক্ত কিছু তথ্যাদিতেই তার প্রমাণ মিলবে। শুধু ১৯২৯-১৯৪০ সালের মধ্যে ৯ হাজার শিল্পসংস্থা নির্মিত ও চালু করা হয়েছিল, অনেকগুলি নতুন শিল্প-শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই কালপর্বে উৎপাদনের উপায়ের উৎপাদন ১০ গুণ, মোট শিল্পোৎপাদন সাড়ে ৬ গুণ বেড়েছিল। ১৯৪০ সালে শিল্পোৎপাদন ছিল ১৯১৩ সালের (বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার অর্থনীতির সর্বাধিক সফল বৎসর) তুলনায় ৭·৭ গুণ বেশি, আর উৎপাদনের উপায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রায় ১৬ গুণ। সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের ফলে সোভিয়েত অর্থনীতিতে শিল্পের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

শিল্পায়নের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প অগ্রসরতম পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির সমপর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল এবং শিল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্র, শহরগুলিতে জনবিস্ফোরণ ঘটেছিল।

শিল্পায়ন ছিল জার-শাসিত রাশিয়ার প্রত্যন্ত প্রাক্তন

অনগ্রসর এলাকাগুলির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী উপায়। ওই সব এলাকায় গঠিত হয়েছিল আধুনিক শিল্প, গড়ে উঠেছিল স্থানীয় জাতি-অধিজাতির শ্রমিক শ্রেণী এবং বিপ্লবপূর্ব অতীত থেকে পাওয়া অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অসাম্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। শিল্পায়ন ছিল লেনিন পরিকল্পিত জাতিসংক্রান্ত কর্মনীতি বাস্তবায়নের সর্বাধিক শক্তিশালী উপায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পায়নের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য সমধিক। যেসব দেশ স্বাধীন উন্নয়নের পথবর্তী, বিশেষত যারা সমাজতন্ত্র নির্মাণরত, তারা পদ্ধতিটি কমবেশি ব্যবহার করে থাকে।

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের শিল্পায়নের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। এগুলির প্রধানটি হল এই যে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি নির্মাণে এই সব দেশ নিঃসঙ্গ ছিল না আর এখনও নয়। তাদের পেছনে ছিল শক্তিশালী বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যার সাহায্যের উপর তারা নির্ভর করতে পারে। এই সব দেশে শ্রেণী-সংগ্রাম চূড়ান্ত আকার ধারণ করে নি (গৃহযুদ্ধে এর বিস্ফোরণ ঘটে নি)।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পর সমাজতন্ত্রের পথযাত্রী দেশগুলির পক্ষে সবলে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের প্রয়োজন ঘটে নি। সমগ্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জের শিল্পসামর্থ্য বিশ্ব পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কৃৎকৌশলগত ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। তাদের পক্ষে অভ্যন্তরীণ উৎস তথা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আন্তর্জাতিক সংগঠন — পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদের আওতায় পারস্পরিক সাহায্য ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে অত্যুন্নত একটি অর্থনীতি

নির্মাণ সম্ভব। এই সব দেশের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য ওয়ার্শ চুক্তি নিশ্চিত করেছে।

শিল্পায়নের পথ নির্বিঘ্নকরণে সাহায্যদান হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যদের মধ্যে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত সহযোগিতা, পারস্পরিক সাহায্য, শ্রমের আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিভাজন ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সমন্বয়। এই সবই প্রতিটি দেশকে অভ্যন্তরীণ সম্পদগুলিকে ফলপ্রসূভাবে ব্যবহারের সামর্থ্য দেয়।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার কল্যাণে তাদের পক্ষে শিল্পায়ন সম্ভব হয়েছে ভারী শিল্পের সেইসব শাখা উন্নয়নের মাধ্যমে যা নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সর্বোত্তম সমন্বয় বিধানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমাহারগুলি সৃষ্টিতে উদ্দীপনা যুগিয়েছে।

চেকোস্লোভাকিয়া ও জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মতো উন্নত দেশে শিল্পায়ন আসলে কারখানা পুনর্গঠনের রূপগ্রহণ করেছিল। পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ার মতো কৃষি ও কৃষি-শিল্পপ্রধান দেশগুলি ভারী শিল্পের কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য নিয়েছিল।

নিঃস্বার্থ বৈষয়িক, কৃৎকৌশলগত ও পারস্পরিক আর্থিক সাহায্যভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি উৎপাদন-শক্তি উন্নয়নে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছিল। ১৯৬১ সালের মধ্যেই সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে মোট সামাজিক উৎপাদে শিল্পোৎপাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্যতিক্রম ছিল শুধু ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

হাঙ্গেরি ও চেকোস্লোভাকিয়ার মতো পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদভুক্ত দেশগুলির দৃষ্টান্ত থেকে আমরা উত্তরণকালীন শিল্পোন্নয়নের প্রকৃতি ও গতিবেগ বিচার করতে পারি। যুদ্ধপূর্ব ১৪ বছরে (১৯২৫-১৯৩৮) ম্যানুফাকচারিং শিল্পের বৃদ্ধি ছিল হাঙ্গেরিতে ৪৩ শতাংশ ও চেকোস্লোভাকিয়ায় ১৩ শতাংশ। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ ওই দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতিই মূলত বদলে দিয়েছিল। যুদ্ধোত্তর ১৪ বছরে (১৯৪৯-১৯৬২) চেকোস্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরিতে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে ৪·৭ ও ৪·৬ গুণ।

সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তির প্রকৃতি ও কাঠামো পুঁজিতন্ত্রের ওই বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে মূলগতভাবেই আলাদা। এক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির প্রধান সুবিধাগুলি নিম্নরূপ: উৎপাদন সামাজিকীকরণের উচ্চতর মাত্রা, বৃহদায়তন যন্ত্রীকৃত উৎপাদনের সর্বব্যাপিতা (অর্থনীতির সব ধরনের শাখাই বস্তুত এর আওতাভুক্ত হয়), সামাজিক উৎপাদনের পরিকল্পিত সংগঠন, উঁচু ও স্থায়ী বৃদ্ধিহার, সামাজিক স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি যুক্তিসঙ্গত শিল্পগত ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কাঠামো।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরকে একটি বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করে।

পরিশেষে অবশ্যই বলা প্রয়োজন, সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কোন সাধারণ নিয়ম নয়। পুঁজিতান্ত্রিক পর্যায়ে বৃহদায়তন আধুনিক শিল্প নির্মিত হয়ে থাকলে সেগুলির আরেকবার নির্মাণ এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। শিল্পপ্রধান উন্নত একটি দেশে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালে

সমাজতন্ত্রের উপযোগী চাহিদা অনুযায়ী সমাজের একটি বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় সময় কম লাগা ও লক্ষ্যগুলি ভিন্নতর হওয়া — যেমন, পুঁজিতন্ত্র থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে পাওয়া শিল্পের শাখাগুলির অসামঞ্জস্য ও উৎপাদন-শক্তির অসম বণ্টন নিরসন — সম্ভব।

উন্নয়নশীল দেশে শিল্পায়ন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এগুলির অনেকটি, বিশেষত আফ্রিকার দেশগুলি শিল্পায়নকে তাদের জাতীয় স্বাধীনতা মজবুত করার ও ঔপনিবেশিকতা থেকে পাওয়া সামাজিক-অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা উত্তরণের উপায় হিসাবে দেখে।

সেজন্য অনেকগুলি উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতেই শিল্পায়ন এবং আধুনিক শিল্পনির্মাণ একটি প্রধান দফা হিসাবে থাকে, রাষ্ট্রীয় কর্মনীতির অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে ওঠে।

দ্বাদশ অধ্যায়

সমাজতান্ত্রিক কৃষিনির্মাণ

সমাজতন্ত্র এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে অর্থনীতির সবগুলি শাখার ভিত্তি, বস্তুত জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি হল উৎপাদনের উপায়ের সমাজতান্ত্রিক মালিকানা ও যৌথশ্রম। তাই সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালে অবিকল অর্থনীতির অন্যান্য শাখার মতো কৃষিক্ষেত্রেও উৎপাদনের উপায়গুলিতে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

মেহনতিদের ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সম্পাদ্য কার্যাবলীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে কৃষি পুনর্গঠন একটি জটিলতম কর্মকাণ্ড হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

বিপ্লবের জয়লাভের পর সরাসরি জমি জাতীয়করণ বা কৃষকদের মধ্যে জমিবণ্টনের ফলে কৃষিতে কোন নতুন উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না। কৃষিকে সমাজতান্ত্রিক ভিতে প্রতিষ্ঠিত করার আরও উদ্যোগ গ্রহণ তাই জনগণের রাষ্ট্রের একটি কর্তব্য হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রীয় খাতে বড় বড় অত্যুচ্চ যন্ত্রীকৃত কৃষিসংস্থা — সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রীয় খামার — গঠনের মাধ্যমে সমস্যাটির সমাধান করা যায়। এই খামারগুলি হল গ্রামাঞ্চলের মৌলিক রূপান্তরের সুদৃঢ় ভিত্তি ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার একটি আদর্শ।

কিন্তু পৃথক পৃথক খামারের অসংখ্য খুচরো উৎপাদকের বেলায় বৃহদায়তন যন্ত্রীকরণ প্রবর্তন খুবই কঠিন ব্যাপার। ছোট ছোট খামারের বিচ্ছিন্নতা ও অনিয়ন্ত্রিত বিকাশ, সেগুলির নিচু বিপণনসাধ্যতা, প্রতিটি কৃষকের ব্যক্তিগত মালিকানা মানসিকতার অনমনীয়তা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে মোটেই মানানসই নয়।

ছোট ছোট খামারের আমূল পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তাটি অর্থনীতির এই শাখায় উৎপাদন-শক্তি বিকাশের চাহিদা ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থেকেই উদ্ভূত হয়।

উৎপাদন-শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে খুচরো কৃষি-উৎপাদনের অর্থনীতি কোনই সম্ভাবনা বহন করে না। সাধারণত এগুলির পক্ষে প্রতি বছর পুনরাবৃত্ত ও একই মাত্রায় পুনর্নবায়িত সরল পুনরুৎপাদন ছাড়া উন্নততর কিছু সম্ভবপর নয়। কৃষিযন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং আধুনিকতম কৃষি-ব্যবস্থা অবলম্বন ক্ষুদ্র খামারের পক্ষে খুবই কঠিন ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব। শহরের বর্ধমান জনসংখ্যার (শিল্পায়নের ফলে) জন্য খাদ্য ও প্রসারমান শিল্পের জন্য যথেষ্ট কাঁচামাল সরবরাহে এগুলি অসমর্থ।

অভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে খুচরো কৃষি-অর্থনীতি হল সমাজতন্ত্রের পক্ষে পরকীয় উন্নয়ন-প্রবণতার বাহক। ব্যক্তিগত সম্পত্তিভিত্তিক পণ্যোৎপাদনের অর্থনৈতিক নিয়মগুলি অনিবার্যভাবে পুঁজিতান্ত্রিক উপাদানগুলির উদ্ভব ঘটায়। উত্তরণকালে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় অর্থাৎ আইন প্রণয়ন ও অর্থনৈতিক কবজার সাহায্যে প্রক্রিয়াটি প্রশমিত করা হয়.

কিন্তু সমস্যাটির পুরোপুরি মীমাংসা সম্ভবপর হয় না। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা চূড়ান্তভাবে উৎখাতের জন্য এবং সমাজতন্ত্রের অখণ্ড প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য খুচরো পণ্যোৎপাদনকে অবশ্যই বৃহদায়তন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন।

সমস্যাটি খুবই জটিল। আগেই বলা হয়েছে, একদিকে, কৃষক হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক ও পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের একজন সম্ভাব্য বাহক। অন্যদিকে, সে আবার একজন মেহনতিও, শ্রমিক শ্রেণীর স্বাভাবিক সহযোগী। সেজন্য বুর্জোয়ার প্রতি প্রযুক্ত জবরদখলের নীতিটি কৃষকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

তাই মেহনতির রাষ্ট্র দীর্ঘকাল দুটি বিপরীত অর্থনৈতিক ভিতের — শহরাঞ্চলের বৃহদায়তন ঐক্যবদ্ধ শিল্প ও গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র, বিভক্ত ব্যক্তিগত উৎপাদনের — উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক শিল্প পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক উৎখাত করে, আর ক্ষুদ্র কৃষি-অর্থনীতি ওই সম্পর্কের জন্ম দেয়। উপরন্তু, শিল্পের বিকাশ অভ্যন্তরীণ বাজারের বিস্তার দাবী করে, যা ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত কৃষি-অর্থনীতি নিশ্চিত করতে পারে না। আগেই বলা হয়েছে যে ক্ষুদ্র কৃষি-অর্থনীতির পক্ষে যন্ত্র ব্যবহারের সুযোগ খুবই কম, কারণ এই ধরনের কৃষিযন্ত্রপাতির অনেকটির ব্যবহার এক্ষেত্রে লাভজনক নয়। তাছাড়া, অধিকাংশ কৃষকের পক্ষে এগুলির সংস্থানও সাধ্যাতীত।

লেনিনের সমবায় পরিকল্পনা গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ ও ফলত দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ চিহ্নিত করেছিল। লেনিনের মতে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের পরিস্থিতিতে

এবং শ্রমিক ও কৃষকের রাষ্ট্রের হাতে উৎপাদনের উপায়গুলি থাকায় সমবায় সর্বাধিক উপযুক্ত ধরন হয়ে ওঠে যেখানে কৃষক সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে শরিক হতে পারবে এবং এই ধরনটি তাদের কাছে বোধ্য হবে।

লেনিন সমাজতান্ত্রিক সমবায়ীকরণের মূলনীতিগুলি বিশদ করেছিলেন। এগুলিরই অন্যতম অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি ছিল — চাষাবাদের যৌথ ধরন সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে মেহনতি কৃষকের বোধোদয় ঘটান। তাদের কাছে ধৈর্যসহকারে তা ব্যাখ্যা করা, তাদের কার্যত যৌথ ব্যবস্থার সুবিধাগুলি দেখান প্রয়োজন। লেনিন বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে কৃষকরা কেবল স্বেচ্ছায়ই যৌথ চাষাবাদ গ্রহণ করবে এবং সহসা নয়। দমনমূলক ব্যবস্থার বদলে প্রত্যেককে বৈষয়িক উৎসাহদান সহ বোঝান — এই হবে কৃষি সমবায়ীকরণের ভিত্তি। লেনিন বারবার বলেছেন যে সামাজিক সমবায়ী অর্থনীতি কঠোর আত্মনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া উচিত এবং তা হবে কাজের পরিমাণ ও গুণ সাপেক্ষে পারিশ্রমিক দেয়ার কঠোর নীতিভিত্তিক। পুরনো সমাজের শক্তি ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে শুধু সংগ্রামের মাধ্যমে এবং সেই সংগ্রাম শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টি দ্বারা পরিচালিত হলেই তা অর্জিত হতে পারে।

রাষ্ট্রের সাংগঠনিক, কৃৎকৌশলগত ও আর্থিক সাহায্য ব্যতিরেকে কৃষিসমবায় গঠন মোটেই সম্ভবপর নয়।

কৃষকদের পক্ষে উৎপাদন সমবায়কে গ্রহণীয় করে তোলার জন্য কয়েকটি ধরনের সমবায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যেমন: ঋণদান, বিপণন ও সরবরাহ সমবায়। সমবায়ের এই সরল ধরনগুলি ব্যক্তিগত ক্রেতা ও বিক্রেতা

হিসাবে কৃষকের স্বার্থপূরণ করে ও তাকে সমষ্টিবাদের মূলনীতিগুলি শিক্ষা দেয়।

লেনিনের সমবায় পরিকল্পনায় বিবেচিত হয়েছিল একপ্রস্ত প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা, যা যৌথভাবে জমিচাষ ও যৌথখামারের দিকে কৃষকের এগনোর জন্য অনুকূল বৈষয়িক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করত। এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল:

— জমির সম্পূর্ণ বা আংশিক জাতীয়করণ এবং মাগনা ব্যবহারের জন্য বা সম্পত্তি হিসাবে তা কৃষকদের মধ্যে বণ্টন;

— ঋণদান, বিপণন, সরবরাহ সমবায়ের মতো সরলতম ধরনের সমবায়ের ব্যাপক উন্নয়ন এবং যৌথভাবে যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও জমিচাষের জন্য সমিতি গঠন আর এই সবই হল উৎপাদন সমবায়ের প্রস্তুতিপর্ব;

— বৃহদায়তন সমাজতান্ত্রিক কৃষি-অর্থনীতির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন;

— দক্ষ পরিচালনার দৃষ্টান্ত দেখান, কৃৎকৌশলগত অগ্রগতি ও উৎপাদন সংগঠনের নতুন প্রণালীর প্রতিনিধি হিসাবে কাজে লাগান এবং সমবায় গ্রহণে কৃষকদের সহায়তা যোগানোর জন্য জাতীয়কৃত জমিতে বড় বড় রাষ্ট্রীয় খামার গঠন;

— গাঁয়ের গরীব ও মধ্যম স্তর এবং সমবায় সম্মিলনীগুলিকে সুলভে সহায়তা দেয়ার জন্য যন্ত্রপাতিসংঘ গঠন;

— সব ধরনের সমবায়ে কৃষকদের যোগদান সহজতর করার উপযোগী ঋণদান ও রাজস্বনীতি অনুসরণ;

— ব্যষ্টির কৃষি-অর্থনীতিতে পরিকল্পনা প্রবর্তনের প্রণালী হিসাবে চুক্তির ব্যবস্থা প্রচলন।

শেষের ব্যবস্থাটি ছিল কৃষি-উৎপাদ বিক্রয়ের ব্যাপারে

রাষ্ট্রীয় সংগ্রাহক প্রতিষ্ঠানগুলি ও কৃষকদের মধ্যে নিষ্পন্ন একটি চুক্তি-প্রণালী। কৃষকরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে ঋণ, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিল্পসামগ্রী পেত এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট দরে রাষ্ট্রের কাছে ফসলাদি বিক্রি করত। এই সব চুক্তির ফলে শ্রমব্যয়ী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং রাষ্ট্রীয় সংগ্রাহক ও সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের মধ্যেকার স্থায়ী যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল।

এই সব প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক উপাদানগুলির শোষণমূলক প্রবণতাসমূহকে সীমিত করেছিল। ভূমিস্বত্বের আয়তন ও ভাড়াটে শ্রম শোষণের উপর নিয়ন্ত্রণ চালু করার সময় রাষ্ট্র সেই লক্ষ্যগুলির কথা মনে রেখেছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নানা দেশে
কৃষি পুনর্গঠনের বিবিধ ধরন

কৃষকের সমবায়ীকরণ হল সমাজতন্ত্র নির্মাণের একটি সাধারণ নিয়ম। কিন্তু প্রক্রিয়াটি দেশভেদে ভিন্নতর হয়ে থাকে।

রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব জয়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন নতুন ধরনের সমাজতান্ত্রিক চাষাবাদ শুরু হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি লেনিনের সমবায় পরিকল্পনা অনুসরণ করেছিল এবং ১৯২৮ সাল অবধি গ্রামাঞ্চলে সমবায়ের নিম্নতর ধরনগুলি গড়ে তোলার উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছিল।

গোড়ার দিকে যৌথ জমিচাষ সমিতিগুলি ছিল উৎপাদন সমবায়ের মূল ধরন। এই প্রাথমিক ধরনের সামাজিকীকৃত শ্রমে যৌথ জমিচাষের সময় প্রায়ই জমির মধ্যেকার আলগুলি অক্ষত রাখা হত। সমিতিগুলি কিছু চাষের সরঞ্জাম ও চাষের পশু সামাজিকীকরণ করেছিল। সেগুলি ছিল সম্ভাব্য স্বল্পতম মাত্রায় সামাজিকীকৃত একটি খুব ছোট আকারের সমিতি। ১৯২৯ সাল পর্যন্ত সেগুলি ছিল কৃষকের উৎপাদন সমবায়ের প্রধান ধরন।

কৃষি-কমিউনগুলি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সমবায় আন্দোলনের একটি উপাদান। এই ধরনের উৎপাদন সমবায়ে প্রধান ও অপ্রধান — যাবতীয় উৎপাদনের উপায় সামাজিকীকৃত হত। কিন্তু উল্লেখ্য যে, এই ধরনের সমবায়ের

সংখ্যা তেমন বেশি ছিল না। সোভিয়েত রাজের প্রথম বছরগুলিতে প্রতিষ্ঠিত এই সব কমিউন পরে উঠে যায় ও আর্তেল হিসাবে পুনর্গঠিত হয়।

কৃষি-আর্তেলগুলিই (যৌথ-অর্থনীতি বা যৌথখামার) যে সমাজতন্ত্র নির্মাণের লক্ষ্যে পেঁছনোর পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী, কার্যত তা প্রমাণিত হয়েছিল। যৌথখামার জোতস্বত্ব, শ্রম, চাষের পশু, খামার-যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও প্রধান খামারবাড়ি সামাজিকীকরণ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য নাগরিকদের মতো যৌথখামারের সদস্যরা ফল. শাকসবজি ফলান ও বাড়ি তৈরির জন্য রাষ্ট্রদত্ত নিজস্ব জমিখণ্ড কাজে লাগায়। কৃষকদের নিজ বাড়িঘর, গরুবাছুর ও হাঁসমুরগির মালিকানা অটুট ছিল।

সমগ্র জনগণের স্বার্থের সঙ্গে প্রতিটি কৃষকের স্বার্থের সমন্বয় ঘটানোর ক্ষেত্রে যৌথখামার নিজের সর্বোত্তম যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিল। এগুলি স্বেচ্ছামূলক সমবায়ভিত্তিক এবং কৃষিতে উৎপাদন-শক্তির সর্বতোমুখী বিকাশের নিশ্চয়তা দেয়।

সমাজতান্ত্রিক মালিকানার রাষ্ট্রীয় ধরনভিত্তিক রাষ্ট্রীয় কৃষিসংস্থাগুলির উন্মেষ ঘটেছিল রাষ্ট্রীয় খামারের আকারে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর-পরই প্রাক্তন বড় বড় জমিদারীর মালিকানাধীন জমিতে প্রথম রাষ্ট্রীয় খামারগুলি গঠিত হয়েছিল। এগুলি যৌথখামার ও কৃষকের খামারে চাষাবাদ ও প্রাণিকৃৎকৌশল সম্পর্কে সহায়তা যুগিয়ে কৃষির সমাজতান্ত্রিক সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রাষ্ট্রীয় খামারগুলি ছিল বৃহদায়তন কৃষি-উৎপাদনের সুবিধাগুলির একটি প্রকট প্রদর্শনীবিশেষ।

রাষ্ট্র কর্তৃক সরবরাহকৃত খামার-যন্ত্রপাতি, অর্থ ও দক্ষ কর্মীর কল্যাণে, গ্রামসংস্কারে শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির দেয়া নেতৃত্বের কল্যাণে ও লেনিন কর্তৃক বিশদীকৃত সমবায়নীতির একনিষ্ঠ অনুসরণের কল্যাণে সোভিয়েত কৃষিতে যৌথ-উৎপাদন জয়যুক্ত হতে পেরেছিল।

১৯৪০ সালের মধ্যে কৃষকের জোতজমার ৯৮ শতাংশ যৌথখামারভুক্ত হয়েছিল। ব্যাপক যৌথীকরণের প্রারম্ভে অনুষঙ্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশন। এগুলিই যৌথখামারকে কৃষিযন্ত্রপাতি যোগাত। যৌথখামারের উৎপাদনে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার প্রবর্তনে সমর্থ একটি প্রতিষ্ঠানের সঠিক ধরন রাষ্ট্র খুঁজে পেয়েছিল।

এই স্টেশনগুলি নতুন কৃৎকৌশলের ভিত্তিতে যৌথখামারের উৎপাদন সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তদুপরি, এগুলি ছিল শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকের মধ্যে, শহর ও গ্রামের মধ্যে, রাষ্ট্রীয় শিল্প ও যৌথখামারগুলির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন-গ্রন্থির একটি নতুন ধরন।

মেহনতিদের ক্ষমতাসীন হওয়ার পর উদ্ভূত কঠিনতম ও জটিলতম সমস্যার সমাধানক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়নে ত্রিশের দশকের বছরগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক কৃষি-উৎপাদন। পূর্ণ যৌথীকরণ শেষতম শোষক শ্রেণী — কুলাকদের উৎখাতে সহায়তা দিয়েছিল। শহরাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন ও গ্রামাঞ্চলে যৌথীকরণের ফলে শহর ও গ্রামের মধ্যেকার সুপ্রাচীন বিরোধ লোপ পেয়েছিল।

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা সাফল্যের সঙ্গে অনুসৃত হয়েছিল, অবশ্য সেখানে

সমবায় গঠনে প্রণালীগত পার্থক্য ছিল। ব্যাপারটি এই যে অন্যান্য প্রায় সবগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশ (সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যতিক্রমী হিসাবে) সবগুলি জমি জাতীয়করণ করে নি, নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করেছিল। ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে কৃষক সমস্যার এই সমাধান এজন্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল যে জমির পূর্ণ জাতীয়করণ কৃষকের সমর্থনলাভে ব্যর্থ হত। কেননা, জমির জন্য তারা জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়ছিল স্মরণাতীত কাল থেকে।

এই কারণেই কোন কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ সরলতর উৎপাদন সমবায় গঠনের মাধ্যমেই এই কর্মকাণ্ড শুরু করেছিল। এই সব সমবায়ের একটিতে কোন কৃষক যোগ দিলে তার মালিকানাধীন জমি প্রাথমিক শেয়ার হিসাবে খতিয়ানভুক্ত হত ও তা তার সম্পত্তি থেকে যেত। কৃষকরা সামাজিকীকৃত অর্থনীতিতে দেয়া কাজের গুণ ও পরিমাণ হিসাবে পারিশ্রমিক পেত এবং সমবায়কে ব্যবহারের জন্য দেয়া জমির খাজনাও এইসঙ্গে এতে যুক্ত হত। পরবর্তী পর্যায়ে উন্নততর সমবায় (আজকের সোভিয়েত যৌথখামারের মতোই, শুধু একটিই পার্থক্য, জমিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানার বদলে সমবায়ের মালিকানা অব্যাহত ছিল) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কাজের হিসাবে আয় বণ্টন করা হত।

রাষ্ট্রীয় খামার — জাতীয়কৃত জমিতে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় বিশেষীকৃত সংস্থা — জনগণতন্ত্রগুলিতে কৃষির ক্রমিক সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। রাষ্ট্রীয় খামারগুলি বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধাগুলি দেখিয়েছিল। নবপ্রতিষ্ঠিত যন্ত্র-স্টেশন, কৃষিযন্ত্রপাতি ইজারা-কেন্দ্র, নতুন যন্ত্রপাতি ও ভূমি-উন্নয়ন সম্পর্কে কৃষকদের

উপদেষ্টা কেন্দ্রগুলি এবং রাষ্ট্রীয় খামারগুলির কল্যাণে কৃষকদের পক্ষে যৌথচাষের নতুন ধরনগুলি দ্রুত গ্রহণ সহজতর হয়েছিল।

ইউরোপের জনগণতন্ত্রগুলিতে বিদ্যমান বহু জাতীয় পার্থক্য নির্বিশেষে উৎপাদন সমবায়ের তিনটি মৌলিক ধরন রয়েছে। প্রথম, নিম্নতর ধরনে কেবল শ্রম সামাজিকীকৃত হয় অথচ জমি ও উৎপাদনের উপায়গুলি কৃষকদের নিজস্ব সম্পত্তি থেকে যায়। দ্বিতীয় ধরনে মৌলিক উৎপাদনের উপায় ও শ্রম সামাজিকীকৃত হয়, কিন্তু এলাকা হিসাবে জমিচাষ সত্ত্বেও জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা অটুট থাকে। পরিশেষে, তৃতীয় ও সর্বোচ্চ ধরনে (কৃষি-আর্তেল) শ্রম, উৎপাদনের উপায় ও জমি সবই সামাজিকীকৃত এবং সামাজিকীকৃত অর্থনীতিতে দেয়া কাজের মাত্রা ও গুণ অনুসারে আয়বণ্টন।

ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, ঐতিহ্য, জাতীয় বৈশিষ্ট্য, ইত্যাদি হেতুগুলির দরুন কৃষকদের সমবায় গঠনের জন্য বিভিন্ন সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল। ইউরোপের অনেকগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশে (বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি ও রুমানিয়া) সাধারণভাবে ষাটের দশক নাগাদ কৃষকের অর্থনীতিগুলির ঐক্যসাধন সম্পূর্ণ হয়েছিল।

যুগোস্লাভিয়ার কৃষকরা এখনো সমবায়ের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। কৃষির সমাজতান্ত্রিক খাতের স্থানাপন্ন হয়ে আছে প্রধানত রাষ্ট্রীয় খামার, কৃষি-শিল্প সমাহারগুলি ও স্বল্প সংখ্যক উৎপাদন সমবায়। কৃষকদের নিজস্ব খামারের অংশভাগ দাঁড়ায় মোট জমির ৮০ শতাংশ এবং তা সরবরাহ করে উৎপাদের ৭০ শতাংশ।

১৯৫৯ ও ১৯৬৩ সালের ভূমিসংস্কারের সময় কিউবায় দেশের জমিদার শ্রেণী, বিদেশীদের জমির মালিকানা ও গ্রামীণ বুর্জোয়ার একাংশ উৎখাত করা হয়েছিল। জমিগুলি বণ্টন করা হয়েছিল প্রাক্তন রায়ত ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে। বড় বড় জমিদারিগুলির অধিকাংশেই তৎক্ষণাৎ সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাষ্ট্র মোট জমির দুই-তৃতীয়াংশ হস্তগত করে এর ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্রীয় খাত গড়ে তুলেছিল। কৃষকরা পছন্দসই যেকোন ধরনের উৎপাদন সমবায় বেছে নিতে পারত। এগুলির মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিল আখ-উৎপাদনে বিশেষীকৃত সমবায় আর তা থেকে আসত দেশে উৎপন্ন চিনির প্রায় ২০ শতাংশ। ১৯৮১ সালে কিউবায় কৃষকের উৎপাদন সমবায়ের সংখ্যা ছিল ১১০০।

সত্তরের দশকের শেষের দিকে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ৯০ শতাংশেরও বেশি ফসলী জমি সমাজতান্ত্রিক খাত চাষ করত।

কৃষিসমবায়ের সোভিয়েত পদ্ধতি সমাজতন্ত্রমুখী উন্নয়নশীল দেশগুলিও গ্রহণ করেছে।

অপুঁজিতান্ত্রিক উন্নয়নের পথবর্তী প্রাক্তন ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির জন্য সাধারণ গণতান্ত্রিক সংস্কার, এগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কৃষিসংস্কার এবং পরবর্তীতে কৃষি-উৎপাদন সংগঠন অপরিহার্য। প্রতিটি দেশের স্বাধীন উন্নয়নের পথে এই রূপান্তরগুলিতে অবশ্যই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হবে। এগুলি বিপ্লবের নির্দিষ্ট স্তরের লক্ষ্যসীমার সর্বোত্তম উপযোগী রূপ পরিগ্রহ করে এবং বিদ্যমান অর্থনৈতিক স্তরের উপর, অর্থনীতিতে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের পরিসরের উপর এবং শ্রেণীশক্তিগুলির অবস্থান

ও অনুপাতের উপর নির্ভরশীল থাকে। কথান্তরে, এগুলি এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলির বৈশিষ্ট্যসূচক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপক পরিসরের উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু এই সব পরিস্থিতির বৈচিত্র্য নির্বিশেষে এগুলির অভিন্ন নিয়মাবলীও রয়েছে এবং এই নিয়মাবলীই উন্নয়নশীল দেশগুলির অপুঁজিতান্ত্রিক উন্নয়নের পথে উত্তরণে কৃষিসমবায় গঠনকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান করে তোলে। প্রতিষ্ঠিত সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো উন্নয়নশীল দেশগুলিকে এই উপলব্ধিতে এনে পৌঁছয় যে কৃষিসমস্যার সমাধান হল রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী প্রগতিশীল উন্নয়নের জন্য তাদের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিসমস্যার মোকাবিলার কাজে এই সব দেশের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলি কমবেশি নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কিত:

— জমির বিদেশী মালিকানার অবসান;

— সামন্তদের বড় বড় জমিদারি উৎখাত;

— কৃষিসংস্কারের ফলে নিজস্ব ব্যবহারের জন্য জমিপ্রাপ্ত কৃষকদের ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সাহায্য;

— জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ;

— চাষাবাদের যৌথ ভিত্তি প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষিসংগঠনের গণতান্ত্রিক ধরনগুলির উন্নয়ন।

১৯৬২ সালে ফরাসী ঔপনিবেশিকরা দেশত্যাগের পর আলজেরীয় কৃষকদের গঠিত স্বশাসিত খাতে ছিল চষা-জমির এক-তৃতীয়াংশ ও তা দেশের অর্ধেকের বেশি কৃষিফসল

সরবরাহ করত। গ্রামীণ জনসংখ্যার এক-অষ্টমাংশ (প্রায় ১০ লক্ষ) এই খাতে নিযুক্ত ছিল। কৃষিবিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে (১৯৭২-১৯৭৩) দরিদ্রতম কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল ৮ লক্ষাধিক হেক্টর জাতীয়কৃত জমি। জমিপ্রাপ্ত কৃষকরা অতঃপর ৩০০ পারস্পরিক সহায়তা সমিতি, যৌথভাবে জমিচাষের প্রায় ৮০০ সমিতি ও ২৪৬৬ উৎপাদন সমবায় সহ মোট ৩৫০০ সমবায় গঠন করেছিল।

১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি শুরু হওয়া কৃষিবিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে কৃষকরা পেয়েছিল জাতীয়কৃত আরও ৪ লক্ষ ৬০ হাজার হেক্টর জমি। ১৯৭৮ সালের মাঝামাঝি গঠন করা হয়েছিল ৩১০০ সমবায়, সেগুলির মধ্যে ছিল ২৩৪৭ উৎপাদন সমবায়। ১৯৮০ সালের শেষের দিকে ১ লক্ষ খামার নিয়ে গঠিত হয়েছিল ৬০০০ কৃষিসমবায় এবং সেগুলি রাষ্ট্র থেকে যথেষ্ট সাহায্যলাভ করত।

তাঞ্জানিয়া সরকার সমাজতান্ত্রিক গ্রাম নামের ব্যাপক সংখ্যক সংগঠন তৈরি সহ কৃষির রূপান্তর সাধনের এক বিরাট কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে এবং সেইসব গ্রামে উৎপাদন সমবায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ১৯৭১ সালে যেখানে এই ধরনের গ্রামের সংখ্যা ছিল ২৭০০, ১৯৭৪ সালে তা ৫৫০০ অতিক্রম করেছে। ১৯৭৭ সালের গোড়ার দিকে তাঞ্জানিয়ায় গড়ে উঠেছে ৭ হাজার ৬ শতাধিক সমাজতান্ত্রিক গ্রাম এবং সেগুলির জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৩০ লক্ষাধিক।

মোজাম্বিকের কৃষিতেও ব্যাপক রূপান্তর চলছে। ১০-৩০ পরিবারের গোষ্ঠীমালিকানাধীন ক্ষেতের ধরনে উৎপাদন সমবায় গঠনের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে ও সেগুলি রাষ্ট্রীয় সংগ্রহবিভাগের কাছে ফসল বিক্রি করে থাকে। অন্যতর ও

উন্নততর একটি সমবায়ও, তথাকথিত সাম্প্রদায়িক গ্রামও আছে, যেখানে সামাজিকীকরণের মাত্রা উচ্চতর। সত্তরের দশকের শেষ নাগাদ সেখানে ছিল প্রায় ৩০ লক্ষাধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই ধরনের প্রায় ১৫০০ গ্রাম।

আঙ্গোলায় সমবায় আন্দোলনে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। সেখানে গঠিত হয়েছে কৃষকসমিতি ধরনের সমবায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সমবায়।

ইথিওপিয়ায় কৃষকদের হাতে জমি দেয়ার পর সমবায় আন্দোলন দ্রুত বিকশিত হয়েছে। সত্তরের দশকের শেষ নাগাদ গ্রামাঞ্চলে ২৭০০০-র বেশি কৃষকসমিতিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে ৭০ লক্ষাধিক পরিবার এবং আসলে সেগুলি স্থানীয় পঞ্চায়েত হিসাবেই কাজ করে। আশির দশকের গোড়ার দিকে ইথিওপিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ২ হাজারের বেশি সমবায়ের মধ্যে ১০ শতাংশের বেশি ছিল উৎপাদন সমবায়।

চতুর্দশ অধ্যায়

সাংস্কৃতিক বিপ্লব

সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি সৃষ্টি ও কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের মধ্য দিয়ে খোদ মেহনতিরাও বদলায়। সমাজতান্ত্রিক শিল্প ও বৃহদায়তন যন্ত্রীকৃত কৃষির জন্য কায়িক শ্রমভিত্তিক খুচরো উৎপাদনের তুলনায় উচ্চতর মানের সংস্কৃতি ও কৃৎকৌশল শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিক প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য জরুরি দক্ষ কর্মীর সমস্যা মেটান যায়।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব কোন স্বল্পমেয়াদী কর্মকান্ড নয়। এটা হল মনোজীবনের আমূল রূপান্তর সাধনের একটি দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া। সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংগঠন পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের অন্যতম প্রধান নিয়মানুগ ঘটনা। এই বিপ্লবের মূল লক্ষ্য — একটি নতুন, সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি সৃষ্টি, এবং যেহেতু বিজয়ী প্রলেতারিয়েত সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া সংস্কৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না, সেজন্য সেই সংস্কৃতির সেরা সাফল্যগুলির কঠোর পুনর্মূল্যায়ন ও মেহনতিদের কার্যোপযোগী করার পর সেগুলিকে তারা আত্তীকরণ করে।

একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সাধারণ আধেয় হল জনশিক্ষা বিস্তার এবং রাজনীতিতে মেহনতিদের শরিকানা, জ্ঞান ও

সমগ্র মানবজাতির সাংস্কৃতিক সম্পদে তাদের প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি। এতে আরও থাকে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ বিস্তার এবং এর ভিত্তিতে জনগণের আত্মিক জীবন সংগঠন তথা পেটি-বুর্জোয়া মানসিকতা উত্তরণের প্রয়াস।

উন্নয়নের স্তর নির্বিশেষে সমাজতন্ত্র নির্মাণকারী সকল দেশের জন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লব অত্যাবশ্যকীয়। উন্নততম পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতেও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রাধান্য থাকে এবং মেহনতিরা সাধারণত সংস্কৃতিতে প্রবেশের সুযোগ পায় না। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের মুখ্য শ্রেণীগুলি মেহনতিদের মধ্যে তাদের ভাবাদর্শগত প্রভাব বিস্তার ও তীব্র রাজনৈতিক সমস্যাবলী থেকে মেহনতিদের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ফেরানোর জন্য প্রত্যেকটি ভাবাদর্শগত উপায় ব্যবহার করে। শুধু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই মেহনতিদের সত্যিকার আত্মিক মুক্তির পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে এবং তাদের সামনে জ্ঞান ও যথার্থ সংস্কৃতির দুয়ার খুলে দেয়।

যে দেশে ক্ষমতা মেহনতিদের করায়ত্ত সেখানে রাষ্ট্র সকল সাংস্কৃতিক সুবিধাকে, আত্মিক প্রভাব বিস্তারের সকল বাহনকে — জাদুঘর, রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র, বেতার, টিভি, সংবাদপত্র, ইত্যাদিকে — সমগ্র জাতির সম্পত্তি করে তোলে। এখানে রাষ্ট্রের উপরই তরুণ প্রজন্মের শিক্ষা এবং মানুষ-করা, জনগণের স্বার্থানুকূল্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পুনর্গঠনের দায়িত্ব ন্যস্ত।

কোন কোন সুবিধাবাদীর মতে সংস্কৃতির একটা মান ও দেশে যথেষ্ট সংখ্যক বুদ্ধিজীবীর আনুগত্য অর্জন না করা অবধি মেহনতিদের ক্ষমতা দখল করা উচিত নয়। কেননা, এগুলি ছাড়া তারা 'অসংস্কৃত' থেকে যাবে এবং প্রশাসন পরিচালনা ও সমাজতন্ত্র নির্মাণ নিশ্চিতকরণে অসমর্থ হবে।

এই ধরনের দাবীর অর্থহীনতা জীবনই সপ্রমাণ করেছে। অবশিষ্ট মেহনতিদের সঙ্গে একযোগে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনগ্রসর একটি দেশে ক্ষমতা দখল করেছিল, যেখানকার জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশই ছিল নিরক্ষর। জার-শাসিত রাশিয়ার সাংস্কৃতিক নিম্নমানের একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে, ১৯০৬ সালে, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের এগার বছর আগে জনৈক সাংবাদিক নিজ হিসাবের ভিত্তিতে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন: রাশিয়ার পুরুষ ও নারীদের সম্পূর্ণ নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য যথাক্রমে প্রয়োজন ১৮০ ও ৩০০ বছর, আর প্রত্যন্ত এলাকার অন্যান্য জাতিগুলির জন্য ৪৬০০ বছর। একবার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রলেতারিয়েত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম সময়ে দেশের সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা মোচনের জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করেছিল। ১৯৩৭ সালের মধ্যে, অর্থাৎ উত্তরণকালীন পর্যায়ের সমাপ্তিপর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে মোটের উপর নিরক্ষরতা লোপ পেয়েছিল। সারা দেশে গড়ে তোলা হয়েছিল ব্যাপক সংখ্যক মাধ্যমিক, বিশেষীকৃত মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়।

প্রলেতারিয়েতের রাষ্ট্র রাশিয়ার প্রত্যন্ত এলাকা হিসাবে বিবেচিত এলাকাগুলির জনগণের শিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

এই শতকের বিশের দশকের গোড়ার দিকে মধ্য-এশীয় প্রজাতন্ত্রগুলির ৯০-৯৬ শতাংশ মানুষ ছিল নিরক্ষর আর কাজাখস্তানে এই হারটি ছিল ৮২ শতাংশ। ওই সব প্রজাতন্ত্রে এখন সাক্ষরের হার প্রায় শতভাগ এবং জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই সাধারণ বা বিশেষীকৃত মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত। বিশের দশকের শেষের দিকে সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের

অর্থনীতিতে যে-সংখ্যক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ ছিল আজ কেবল উজবেক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেই এই ধরনের বিশেষজ্ঞের সংখ্যা আরও বেশি।

যেসব জাতি-অধিজাতির লেখ্যভাষা ছিল না তারা আজ মাতৃভাষায় লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে, শিশুরা শিক্ষা পাচ্ছে মাতৃভাষায়। লেখ্যভাষা প্রবর্তনের ফলে এই জাতিগুলি বিশ্বসংস্কৃতির সম্পদভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। ১৯৪১ সালের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নে কার্যরত উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ছিল ২৫লক্ষ (১৯১৩ সালের ১ লক্ষ ৯০ হাজারের সঙ্গে তুলনীয়)।

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশও সাংস্কৃতিক বিপ্লবে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছে এবং সেখানে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ গৃহীত ও মুখ্য অবস্থান গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। এই সব দেশ সত্যিকার গণশিক্ষা পদ্ধতি চালু করেছিল এবং জনগণের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গঠনে সফল হয়েছিল।

পুরানো পোল্যাণ্ডের জনগণের ২৩ শতাংশ, রুমানিয়ার ৪৩ শতাংশ, বুলগেরিয়ার ২৭ শতাংশ নিরক্ষর ছিল। ইতিমধ্যে এই সব সমাজতান্ত্রিক দেশ কার্যত পুরোপুরি এবং অত্যন্ত দ্রুত নিরক্ষরতা দূর করেছে।

উত্তরণকালের অন্যতম অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল বিভিন্ন জাতির মধ্যেকার সম্পর্কগুলির, বিশেষত বহুজাতিক রাষ্ট্রে, আমূল পরিবর্তন। বিভিন্ন জাতির মধ্যেকার রাজনৈতিক অসাম্যের সম্পর্ক লোপ খুব প্রয়োজনীয় হলেও তা মৌলিক, অর্থনৈতিক অসাম্য উত্তরণে প্রথম পদক্ষেপমাত্র। সমাজতন্ত্র নির্মাণকালে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন, কৃষিসমবায়

গঠন ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় জাতীয় অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক অসাম্য কাটিয়ে ওঠা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এই সব ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ফলে উন্নয়নের পুঁজিতান্ত্রিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে না গিয়েই অনুন্নত জাতিগুলি সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল ও সমাজতন্ত্র নির্মাণ করেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য বহুজাতিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কর্মকাণ্ড একথা সপ্রমাণ করে যে সমাজতন্ত্র একাই পুঁজিতন্ত্রজাত জাতীয় সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে। কেবল সমাজতন্ত্রের পক্ষেই জাতীয় নির্যাতন লোপ ও জাতি-অধিজাতির মধ্যে রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা, সকল জাতীয় সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা উৎখাত, জাতি-অধিজাতির মধ্যে সর্বতোমুখী সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তা প্রতিষ্ঠা, সত্যিকার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাম্য নিশ্চিত করা ও তাদের উন্নয়নের সমতাবিধান সম্ভবপর।

সমাজতন্ত্র নির্মাণের কর্মকাণ্ড সত্যাখ্যান করেছে যে সমাজতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্রসত্তা প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, যা জাতিসমূহ ও অধিজাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিনের জাতিসংক্রান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ঐক্যবন্ধনের ইচ্ছার অভিব্যক্তি হিসাবে গড়ে উঠেছিল সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রগুলি এবং তদনুযায়ীই ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন ছিল মুক্ত জাতিগুলির স্বেচ্ছামূলক ঐক্য সম্পর্কে লেনিনের প্রত্যয়ের যথার্থ বাস্তবায়ন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির জাতিসংক্রান্ত কর্মনীতির একটি বিজয়।

ঘটনাবলী দেখিয়েছে যে আন্তর্জাতিক ঐক্য ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের চাহিদাগুলি এই ইউনিয়নে যথাযথ সুসমন্বিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে যোগদানকারী জাতিগুলি জাতীয় বিকাশের অভিন্ন অধিকার ও সুযোগ পেয়েছিল।

জাতীয় সার্বভৌমত্বের সারবস্তুতে পৃথক রাষ্ট্রসত্তার দরুন অন্য জাতিগুলি থেকে একটি জাতির বাধ্যতামূলক বিচ্ছিন্নতা অন্তর্ভুক্ত নেই, আছে স্বাধীনভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের একটি বাঞ্ছিত ধরন নির্বাচন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিকাশ সন্দেহাতীতভাবে সপ্রমাণ করেছে যে তার প্রতিটি জাতির সার্বভৌমত্ব একটি বহুজাতিক পরিবারের আওতায়ই শ্রেষ্ঠতমভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে। জাতি ও অধিজাতিসমূহের এই ঘনিষ্ঠ ও স্বেচ্ছামূলক ঐক্যবন্ধনই আসলে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করেছিল। শিল্পায়ন, কৃষির রূপান্তর ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মতো সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্জিত বিপুল সাফল্যসমূহের পাশে জাতিসংক্রান্ত সমস্যাবলীর সমাধানও অবশ্যই স্থানলাভের অধিকারী।

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশও সোভিয়েত ইউনিয়ন-কৃত জাতিসমস্যা সমাধানের অভিজ্ঞতা সৃজনশীলভাবে নিজেদের উপযোগী করে নিয়েছে। পদ্ধতিটি ঔপনিবেশিকতা থেকে সদ্যমুক্ত জায়মান বহুজাতিক দেশগুলির মানুষের জন্য তথা ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামরতদের জন্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সমাজতন্ত্রে উত্তরণে বিকশিত পুঁজিতন্ত্রের পর্যায়টি কি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব?

অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে সমাজতন্ত্র নির্মাণে বিকশিত পুঁজিতন্ত্রের পর্যায়টি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব কি না এই প্রশ্নটি তুলেছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস, যদিও খুবই সাধারণভাবে।

এই সম্ভাবনা পরীক্ষার সময় প্রলেতারীয় নেতৃবর্গ কোন কোন শর্ত আরোপ করেছিলেন।

প্রথমত। সমাজতন্ত্রকে অত্যুন্নত দেশগুলিতে জয়ী হতে হবে। এঙ্গেলস উল্লেখ করেছিলেন যে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত দেশে পুঁজিতন্ত্রের উৎখাত যখনই ঘটবে এবং অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত দেশগুলি দেখবে যে 'সামাজিক সম্পত্তি হয়ে ওঠার দৌলতে আধুনিক শিল্পের উৎপাদন-শক্তিকে কীভাবে পুরো সমাজের কাজে লাগান যায়, কেবল তখনই অনুন্নত দেশগুলি এই উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ার পথবর্তী হবে। তখন তাদের সাফল্য অনিবার্য। প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক উন্নয়নের পর্যায়ে অবস্থিত সবগুলি দেশের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য।'*

---

* Engels F. 'Nachwort (1894) [zu 'Soziales aus Russland'], in: Marx K. and Engels F. *Werke*, B. 22, p.p. 428-429.

দ্বিতীয়ত। অত্যুন্নত দেশগুলির প্রলেতারীয় বিপ্লব ও অনুন্নত দেশগুলির গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া অনিবার্য। 'রাশিয়ায় বিপ্লব যদি পশ্চিমে প্রলেতারীয় বিপ্লবের সংকেত হয়ে ওঠে, যাতে দুই বিপ্লব পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে রাশিয়ায় ভূমির বর্তমান যৌথ মালিকানা কাজে লাগতে পারে কমিউনিস্ট বিকাশের সূত্রপাত হিসেবে।'*

তৃতীয়ত। পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পর্যায়টি এড়ানোর জন্য অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে যেসব দেশে প্রলেতারীয় বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে সেইসব দেশের সর্বাঙ্গীন সাহায্য ও সমর্থন প্রয়োজন। কোন জাতিই নিজের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও উপায়ের জোরে বিকাশের স্বাভাবিক পর্বগুলি এড়াতে বা সেগুলি বিলোপ করতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, কালপরিস্থিতির দরুন বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতারা বিকশিত পুঁজিতন্ত্রের পর্যায় এড়িয়েও কোন কোন দেশের পক্ষে যে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব সে সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব ধারণাকে বিকশিত করতে ও সুনির্দিষ্ট রূপ দিতে পারেন নি। এঙ্গেলসের নিজের কথায়: 'আমার মনে হয়, ওই সব দেশকে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনে পেঁছিনোর আগে কী কী সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্ব অতিক্রম করতে হবে সে-সম্পর্কে আমরা শুধু নিষ্ফল অনুমানই উপস্থিত করতে পারি।'**

---

* মার্কস ক., এঙ্গেলস ফ. নির্বাচিত রচনাবলি। বারো খণ্ডে। — মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৯। খণ্ড ১, পৃঃ ১৩১।

** Engels to Karl Kautsky in Vienna', in: Marx K. and Engels F. *Selected Correspondence.*—Moscow: Progress Publishers, 1975, p. 331.

নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে পুঁজিতান্ত্রিক পর্যায় এড়িয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে এগনোর সম্ভাবনা লেনিন বিশদভাবে পরীক্ষা করেছিলেন। ধারণাটি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের দলিলে প্রকাশিত হয়েছিল: 'যেসব অনগ্রসর জাতি এখন মুক্তির পথে, যুদ্ধের পর থেকে যেগুলির মধ্যে প্রগতির দিকে কিছুটা চলন দেখা যাচ্ছে, সেসব জাতির পক্ষে আর্থনীতিক উন্নয়নের পুঁজিতান্ত্রিক পর্বটা অপরিহার্য, এই মর্মে বক্তব্যটাকে আমরা কি সঠিক বলে ধরে নিতে পারি? আমরা উত্তরে বলেছি — না, তা নয়। বিজয়ী বৈপ্লবিক প্রলেতারিয়েত যদি তাদের মধ্যে প্রণালীবদ্ধ প্রচার চালায়, আর সোভিয়েত সরকারগুলি যদি তাদের যাকিছু সংগতি-সংস্থান আছে সেটা দিয়ে তাদের সাহায্য করে, সেক্ষেত্রে অনগ্রসর জাতিগুলিকে উন্নয়নের পুঁজিতান্ত্রিক পর্ব পার হয়ে যেতে হবেই এমনটা ধরে নেওয়া ভুল... অগ্রসর দেশগুলির প্রলেতারিয়েতের সাহায্যে অনগ্রসর দেশগুলি সোভিয়েত ব্যবস্থায় এবং উন্নয়নের কোন-কোন পর্বের ভিতর দিয়ে কমিউনিজমে এগিয়ে যেতে পারে পুঁজিতান্ত্রিক উন্নয়নের পর্বের ভিতর দিয়ে না গিয়েই।'*

সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত দেশগুলিতে জনগণের রাজ গঠিত হওয়ার সময় আশু সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ শুরুর অনুকূল পরিস্থিতি না থাকলে (উৎপাদন-শক্তির বিকাশের অত্যন্ত নিম্ন স্তর, প্রলেতারিয়েতের সম্পূর্ণ, কিংবা প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি, ইত্যাদি)। সেইসব দেশের সমাজতন্ত্রমুখী

---

* লেনিন ভ. ই.। নির্বাচিত রচনাবলি। বারো খণ্ডে। — মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮১। খণ্ড ১১, পৃঃ ৫৪-৫৫।

অভিযাত্রার সম্ভাবনার প্রশ্নটিই এখানে আলোচিত হচ্ছে। মার্কসীয় সাহিত্যে 'উন্নয়নের অপুঁজিতান্ত্রিক পন্থা' হিসাবে চিহ্নিত জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের এই পর্যায়ে শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পরিস্থিতি সৃষ্টি বিবেচিত হয় এবং পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পূর্বশর্ত নির্মাণ করা হয়। এই পর্যায় সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থানে অটল ও বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ প্রগতিশীল, বৈপ্লবিক ও গণতান্ত্রিক শক্তির একটি ঐক্যজোটের নেতৃত্বে সামাজিক জীবনের সবগুলি দিক রূপান্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

উল্লেখ্য যে, লেনিনের মতে যেসব দেশে প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক বিদ্যমান, যেখানে কৃষকের বিপুল জনাধিক্য, সেখানে সমাজতন্ত্রে উত্তরণে দ্রুততা পরিহার, অধিকতর সতর্কতা ও ধারাবাহিকতা অবলম্বন অত্যাবশ্যকীয়। সেখানকার জন্য বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম তত্ত্বের প্রয়োগের ব্যাপারে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ প্রয়োজন। প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণে কী উপায় অবলম্বনীয় তা আগ থেকে সঠিকভাবে নির্ধার্য নয়। খোদ জীবন ও কর্মই কেবল এর উত্তরদানে সমর্থ।

সমাজতন্ত্রের যাত্রাপথে অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে বিকশিত পুঁজিতন্ত্রের পর্যায় এড়ানোর সম্ভাব্যতা সম্পর্কিত লেনিনের ধারণাটি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আরও কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশ কার্যত সত্যাখ্যান করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে মধ্য এশিয়ার জনগণ ও প্রত্যন্ত উত্তরের অধিজাতিগুলি রুশ শ্রমিক শ্রেণীর ভ্রাত্রীয় উদার সাহায্যের উপর ভরসা রেখে

পুঁজিতন্ত্রের মধ্য দিয়ে না গিয়েই সমাজতন্ত্রে পৌঁছেছিল।

সোভিয়েত রাজের বছরগুলিতে উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিয়া ও প্রাক্তন জার-শাসিত রাশিয়ার অন্যান্য প্রত্যন্ত এলাকার জাতিগুলি যে-দূরত্ব অতিক্রম করেছে ভিন্নতর পরিস্থিতিতে সেজন্য কয়েক শতকের প্রয়োজন হত। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ও রাশিয়ার বিজয়ী প্রলেতারিয়েতের সহায়তায়ই তাদের এই দ্রুত উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে। সোভিয়েত জাতীয় প্রজাতন্ত্রগুলির উন্নয়ন সুসমকরণের উদ্যোগের কল্যাণেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সব জাতি একই সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সাফল্য অর্জন করেছে।

গণবিপ্লব জয়লাভের (১৯২১) আগে যে-মঙ্গোলিয়া ছিল এশিয়ার একটি অনুন্নততম দেশ, সেটিই আজ অপুঁজিবাদী উন্নয়ন সাফল্যের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। যাযাবরদের পশুপালন ছিল অর্থনীতির ভিত ও বস্তুত একটিমাত্র শাখা। সামন্তপ্রভুদের দ্বারা নির্দয়ভাবে শোষিত কৃষক-পশুপালকদের এই সব খামার যথার্থই স্বনির্ভরশীল অর্থনীতির বাহক ছিল। পণ্য-অর্থ সম্পর্ক প্রায় কিছুই ছিল না এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল বহির্জাত পুঁজির আওতাধীন।

মঙ্গোলীয় গণবিপ্লব সব কিছুই আমূল বদলে দিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্তবাদবিরোধী এই বিপ্লব সামন্ততন্ত্র উৎখাত, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সমাজতন্ত্র নির্মাণে সফল হয়েছিল।

মঙ্গোলিয়ার সমাজতন্ত্রে উত্তরণের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এবং সেগুলি প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের আধিক্য, জাতীয় বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর অনুপস্থিতি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবের প্রধান চালিকা-শক্তি ছিল মঙ্গোলীয়

গণবিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বাধীন কৃষকসমাজ এবং সে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রলেতারিয়েতের মৈত্রী ও সহায়তার উপর আস্থাশীল ছিল।

বিকশিত পুঁজিতন্ত্রের পর্যায় এড়িয়ে ভিয়েতনামের জনগণ সফল সমাজতন্ত্র নির্মাণে সমর্থ হয়েছে। সোভিয়েত প্রাচ্যের জাতিসমূহ ও মঙ্গোলিয়ার ঐতিহাসিক প্রগতির তাৎপর্য সমধিক। এতে অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণের শুদ্ধতা প্রকটিত এবং এই পথ অনুসরণে এমন কি অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত অনুন্নত জাতিগুলিও যে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধানে, পুঁজিতন্ত্রের কঠোর উত্তরাধিকার উত্তরণে, অর্থনৈতিকভাবে বিকশিত ও স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনে সমর্থ — তাও প্রমাণিত। অপুঁজিতান্ত্রিক পথে অগ্রগতি জাতিসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পাদনেও সহায়তা যোগায়।

রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অনেকগুলি দেশ যারা অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পথবর্তী, তাদের জন্য বর্তমান পরিস্থিতিটি খুবই অনুকূল।

আজকের দুনিয়ায় অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের সহায়ক হেতুগুলির মধ্যে উল্লেখ্য: প্রথমত — বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব, যা ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছে, সেজন্য সমাজতন্ত্রমুখী পথনির্বাচনকারী দেশগুলি সর্বাঙ্গীন অর্থনৈতিক সাহায্যলাভে ও পশ্চিম থেকে সরাসর হামলার সম্ভাবনা মোকাবিলায় তার উপর নির্ভর করতে পারে। দ্বিতীয়ত — জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের কোন কোন লক্ষ্য এবং পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যগুলি

সন্নিপাতী হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্তগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল বিদেশী একচেটিয়ার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ, সীমিতকরণ ও শেষাবধি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণ; অর্থনীতির মূল শাখা জাতীয়করণ ও একটি রাষ্ট্রীয় খাত প্রতিষ্ঠা; প্রগতিশীল কৃষিসংস্কার বাস্তবায়ন; রাষ্ট্রীয় কৃষিখামার গঠন এবং কৃষক ও কারিগরদের সমবায় গঠনে উৎসাহদান; প্রধানত শিল্পায়নের মাধ্যমে নানা ধরনের অর্থনীতি গঠন; বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা প্রবর্তন; দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ।

ব্যাপক জনসাধারণের উপর নির্ভরশীল বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক রাজ থাকলে, জনগণ সমাজ-জীবনে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় সক্রিয় থাকলে এবং প্রলেতারিয়েত, কৃষক, মেহনতি যুবশক্তি ও শহরবাসী মধ্যবিত্তরা ক্রমবর্ধমান মাত্রায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকাপালন করলে এই উদ্যোগগুলি সম্পূর্ণ হতে পারে।

সমাজতন্ত্রমুখী উন্নয়নশীল দেশগুলির বহুকাঠামো অর্থনীতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং তা কিছু পরিমাণে সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরণকালের অর্থনীতির স্মারক বটে। এই দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় ও সমবায় খাত মজবুত করা হচ্ছে, শ্রমিক শ্রেণী গঠিত হচ্ছে।

অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে বিকশিত পুঁজিতন্ত্রের পর্যায় অতিক্রম ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্রে পৌঁছন সম্পর্কিত লেনিনের ধারণা থেকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয় যে এই সম্ভাবনাটি অনিবার্যভাবেই বাস্তবায়িত হবে। উন্নয়নের এই পথের অনুকূল হেতুগুলির পাশাপাশি সমাজতন্ত্রমুখী পথের প্রতিকূল অন্যান্য হেতুও কার্যকর থাকে। এগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ্য: উন্নয়নশীল দেশগুলিতে

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব; অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিরোধ; পরিশেষে, 'চরম বামপন্থীদের' কার্যকলাপ, যাদের চাপে অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পথবর্তী কোন কোন দেশ বিষয়ীগত ভুলের শিকারে পরিণত হয়। এটা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পক্ষে সমাজতন্ত্রমুখী কর্মনীতির বিরোধিতাকে সহজতর করে তোলে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সাময়িক বিজয়েও পর্যবসিত হতে পারে।

এটাও লক্ষণীয় যে, অনুকূল বাহ্যিক পরিস্থিতি ও পূর্বশর্তের উপস্থিতি সমাজতন্ত্র নির্মাণের সংগ্রামে স্বতঃস্ফূর্ত সাফল্যের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। এই সংগ্রাম জনগণ ও তাদের রাজনৈতিক অগ্রদূতদের নিরন্তর কর্মোদ্যোগ দাবী করে।

সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলির সফল উন্নয়ন শেষাবধি অভ্যন্তরীণ শ্রেণীশক্তিগুলির অবস্থান ও অনুপাতের উপর, তাদের মধ্যেকার সংগ্রামের ফলাফলের উপর ও সমাজতন্ত্রের অভিমুখে সমাজ পরিচালনক্ষম একটি সংগঠিত শক্তির অস্তিত্বের উপরই নির্ভরশীল। সেজন্যই সমাজতান্ত্রিক অভিমুখিনতা নির্বিচারে স্বীকার করে না যে পরিস্থিতি-গুলি স্বয়ংক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই উদ্ভূত হবে, যাতে পরবর্তীতে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটবে। সমাজতান্ত্রিক অভিমুখিনতা সমাজতন্ত্রের দেশী ও বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে অটল সংগ্রাম পরিচালনা এবং জায়মান পরিস্থিতি সৃষ্টি ও সেগুলির সুযোগ গ্রহণের জন্য সংগ্রামে নিরলস থাকার দাবী জানায়।

ষোড়শ অধ্যায়

সমাজতান্ত্রিক অভিমুখিনতা: কিছু ফলাফল ও সম্ভাবনা

বিকশিত পুঁজিতন্ত্রের পর্যায়টি এড়িয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা এখন শুধু একটি বিশুদ্ধ তত্ত্বীয় ব্যাপার নয়। আফ্রিকা ও এশিয়ার কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতা বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতাদের দূরদর্শিতার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করেছে।

প্রাক্তন ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির একটি দল অপুঁজিতান্ত্রিক উন্নয়নের (বা সমাজতান্ত্রিক অভিমুখিনতার, যা বস্তুত সমার্থক) পথবর্তী হয়েছে।

সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলির সামাজিক প্রগতির পরিসর যে দেশভেদে পৃথক, এতে বিস্ময়ের অবকাশ নেই। কোনো কোনো দেশে ইতিমধ্যেই দীর্ঘকাল যাবৎ গভীর সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর সাধিত হচ্ছে এবং অন্যান্য দেশে ইদানীং অনুরূপ রূপান্তর শুরু হয়েছে।

আফ্রিকা ও এশিয়ার কয়েকটি দেশের সমাজতন্ত্রমুখী উন্নয়নের পথে দুই দশকাধিক কালের অভিজ্ঞতা কিছু কিছু সাধারণীকরণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের পক্ষে অবশ্যই যথেষ্ট।

এক্ষেত্রে মূল সিদ্ধান্ত: প্রগতিশীল উন্নয়নের এই নতুন ধরনটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও খুবই মজবুত।

সমাজতন্ত্রমুখী পথের অনুবর্তী দেশগুলিতে

রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা মজবুত হচ্ছে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য দেখা দিয়েছে, গণতান্ত্রিক ও সামন্তবিরোধী সংস্কার কার্যকর হয়েছে, প্রগতিশীল শ্রম-আইন, ইত্যাদি প্রবর্তনে সাফল্য লাভ করা গেছে। এখন বলা চলে যে, গত দুই দশকাধিক কালে সমাজতান্ত্রিক অভিমুখিনতা ঐতিহাসিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি বাস্তবতা ও বিশ্ববৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ হয়ে উঠেছে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূতের ভূমিকাসীন হয়েছে।

অন্যতর একটি সিদ্ধান্ত হল: সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলির রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠায়, গণশিক্ষা উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত হিসাবে জাতীয় চেতনা সংগঠনে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উদ্দীপনায় জনসাধারণকে লালনের কাজে মূল হেতু হিসাবে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে।

যেসব দেশে গভীর সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে এবং যেসব দেশের বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিক্রিয়াশীল অভ্যুত্থানের শিকারে পরিণত হয়েছে সেইসব দেশেও বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক প্রবণতাগুলির অস্তিত্ব অব্যাহত রয়েছে। বিপ্লবী গণতন্ত্রগুলির গৃহীত কতকগুলি প্রধান প্রগতিশীল পদক্ষেপের ফলাফল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির যাবতীয় অপচেষ্টা সত্ত্বেও অপরিবর্তনীয় থাকে।

আশির দশকের শুরুর দিকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির সমাজতন্ত্রমুখী পথে উন্নয়নের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে এই অভিমুখিনতার কয়েকটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হয়েছে। যেগুলি:

১। রাজনৈতিক ক্ষমতার শ্রেণীগত চরিত্রের পরিবর্তন, ব্যাপক জনসাধারণের স্বার্থে সক্রিয় প্রগতিশীল শক্তিগুলির

হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর, একটি নতুন বিপ্লবী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও একটি নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

২। সমাজতন্ত্রকে সমাজবিকাশের লক্ষ্য ঘোষণা এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সত্যিকার জাতীয় সার্বভৌমত্ব অর্জনের জন্য একটি অবিচল কর্মনীতি পরিচালনা।

৩। সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়ার রাজনৈতিক প্রাধান্য লোপ ও তাদের অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব সঙ্কোচন।

৪। অর্থনীতির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং শিল্প, অর্থ, বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রধান অবস্থানবর্তী ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিয়ন্তা হিসাবে একটি রাষ্ট্রীয় খাত গঠন; কৃষিতে একটি সমবায় খাত গঠন ও এই খাতের অগ্রাধিকারভিত্তিক উন্নয়নের পরিস্থিতি সৃষ্টির নিশ্চয়তা।

৫। ব্যক্তিগত খাতের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরে বহির্জাত পুঁজি জাতীয়করণ সহ এই খাতের সীমাবদ্ধতা বা ঘোষিত উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি নিশ্চিত করার জন্য এই পুঁজির উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ। বেসরকারী খাতের কার্যকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ ও দেশী বড় বুর্জোয়ার অবস্থানগুলি সঙ্কোচন।

৬। ব্যাপক জনসাধারণের স্বার্থে গভীর সামাজিক রূপান্তর সাধন:

— গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলি উত্তরণের জন্য, ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকের মধ্যে জমিবণ্টনের জন্য কৃষিসংস্কার বাস্তবায়ন;

— সামাজিক সুবিধা লোপ;

— নিরক্ষরতা দূরীকরণ;

— নারীর প্রতি বৈষম্য লোপ;

— উৎপাদনে মেহনতিদের অধিকারবৃদ্ধি ও তাদের জীবনের অবস্থা উন্নত করার জন্য মেহনতিদের স্বার্থানুকূল্যে প্রগতিশীল সামাজিক বিধান প্রবর্তন;

— সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে জনগণের ভূমিকা মজবুত করা, জনশিক্ষার একটি প্রণালী সৃষ্টি ও জাতীয় সংস্কৃতি উন্নয়ন;

৭। বৈশ্বিক মুক্তিপ্রক্রিয়ার সঙ্গে এবং বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব ও প্রয়োগের সঙ্গে ঐতিহাসিক বন্ধনে যুক্ত বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ সুসংহত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও নব্যউপনিবেশবাদের ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

৮। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বৈদেশিক নীতি, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি, সমাজতান্ত্রিক অভিমুখিনতার মূল অবলম্বনস্বরূপ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যদের সঙ্গে সর্বতোমুখী সহযোগিতা ও ঘনিষ্ঠ মৈত্রী।

দেশের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক অভিমুখিনতার মূল স্তম্ভ হলেও একটি প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বৈদেশিক নীতিও যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ইতিহাসে তার অঢেল প্রমাণ পাওয়া যাবে। কথান্তরে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে সমাজতান্ত্রিক অভিমুখিনতা অসম্ভব, এবং এই সব দেশের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হলে তা আরও অসম্ভব হয়ে ওঠে। মিশরের (সাদাতের শাসনকালে) করুণ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে যে অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি অনুসৃত নীতির সঙ্গে সহবাসক্ষম নয়। উল্লেখ্য যে, মিশরীয় বিপ্লবের সামাজিক ও রাজনৈতিক অর্জনগুলি সঙ্কোচনের পদক্ষেপে স্পষ্টতই

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে মিশরের সম্পর্কের অবনতি ও এইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের দিকে তার মোড়বদলের সন্নিপাত সহজ লক্ষ্য।

সংক্ষেপে, সমাজতান্ত্রিক অভিমুখিনতার প্রত্যয়টিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়: সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্তবাদবিরোধী ও কিছুটা পুঁজিতন্ত্রবিরোধী রূপান্তরভিত্তিক একটি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি, যার লক্ষ্য পরবর্তীতে সমাজতন্ত্রে পেঁছনোর জন্য রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক-কৃৎকৌশলগত পূর্বশর্ত সৃষ্টি। এখনো সমাজতান্ত্রিক না হলেও এই রূপান্তরগুলি নিগূঢ় গণতান্ত্রিক। এজন্যই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সিদ্ধান্ত: একটি বিপ্লবী পার্টি থাকার প্রেক্ষিতে প্রাক-সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে ওগুলির বাস্তবায়ন সম্ভব, যে-পার্টি সত্যিকার সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাগুলির উপর নির্ভরশীল, যে-পার্টি জনগণের সত্যিকার অগ্রদূত।

নিগূঢ় সামাজিক রূপান্তরগুলির অটল ও সমর্থ বাস্তবায়ন সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলির জন্য বিপ্লবের জাতীয়-গণতান্ত্রিক পর্যায়টিকে সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পথ খুলে দিতে পারে।

জানা প্রয়োজন যে, তড়িঘড়ি সমাজতন্ত্রে প্রস্তুতিহীন উত্তরণের যেকোন চেষ্টা এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলির যেকোন কৃত্রিম ত্বরণ এজন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। এই ধরনের কার্যকলাপ সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থার পক্ষে এবং বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে উত্তরণের শর্তস্রষ্টা সমাজতান্ত্রিক অভিমুখিনতার সম্ভাবনার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলির বর্তমান পরিস্থিতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়; অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে যোগসাজশের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক এই সব দেশে প্রগতিশীল শাসনব্যবস্থাগুলি উৎখাতের চেষ্টা।

একদা অধীনস্থ দেশগুলিকে আবার শোষণের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদ অন্তর্ঘাত, ষড়যন্ত্র, এমন কি প্রকাশ্য হামলাও চালায়, অর্থনৈতিক অসুবিধা এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতাকে কাজে লাগায়, জাতীয় ও উপজাতীয় বিরোধে উসকানি দেয়।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে সমাজতান্ত্রিক অভিমুখিনতা অটুট ও মজবুত করতে হলে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রয়োজন:

— বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের নীতিতে সমাজের পরিচালক একটি বিপ্লবী পার্টির অস্তিত্ব;

— ঔপনিবেশিক আধিপত্য উৎখাতের পর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ক্ষমতার সংস্থাগুলির অটল সংহতি;

— মেহনতি ও সমাজতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠাবান পার্টি-কর্মী ও রাষ্ট্রীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ;

— সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্জনগুলি সংরক্ষণক্ষম জাতীয় সৈন্যবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি;

— মেহনতিদের সঙ্গে পার্টি ও রাষ্ট্রের সংযোগবৃদ্ধি এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে মেহনতিদের শরিকানার ব্যবস্থা;

— একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মনীতি, যা দেশের স্বাধীনতার সংহতি নিশ্চিত করে, উৎপাদন বাড়ায় ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটায়।

সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলি তাদের উন্নয়নে যথেষ্ট অসুবিধা ও জটিল সমস্যার মুখোমুখি হয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে সামাজিকভাবে শত্রুভাবাপন্নদের প্রতিরোধ ও পুরানো ব্যবস্থার জাড্য, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসত্তার কাঠামোর মধ্যে জাতিগত, বর্ণগত, ধর্মীয় সমস্যাও থাকবে। কিন্তু কোন জটিলতাই এই সত্যটি অস্বীকার করতে পারে না যে প্রাক্তন উপনিবেশ ও নির্ভরশীল দেশগুলির উন্নয়নে মূলগতভাবে একটি নতুন লক্ষ্যে যাত্রা শুরু হয়ে গেছে, প্রাথমিক পদক্ষেপগুলিও গৃহীত হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির মোকাবিলায় তাদের অর্জিত সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশগুলির স্থাপিত দৃষ্টান্ত আরও নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠবে।

সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলির নানা ধরনের পরিস্থিতি ও বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের বিকাশে অনেকগুলি অভিন্নতা বিদ্যমান। এগুলির মধ্যে রয়েছে: ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াদের, স্থানীয় বড় বুর্জোয়া ও সামন্তদের অবস্থান উৎখাত, বিদেশী পুঁজি সীমিতকরণ; অর্থনীতিতে গণরাষ্ট্রের নেতৃত্বমূলক উচ্চস্থান নিশ্চিতকরণ ও উৎপাদন-শক্তির পরিকল্পিত উন্নয়নে উত্তরণ; গ্রামাঞ্চলে সমবায় আন্দোলনে উৎসাহদান; সমাজ-জীবনে মেহনতিদের ভূমিকা উন্নয়ন, জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত জাতীয় কর্মীদের দ্বারা ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের দৃঢ়তা বৃদ্ধি; সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বৈদেশিক নীতি। ব্যাপক সংখ্যক মেহনতির স্বার্থসমর্থক বিপ্লবী পার্টিগুলি সেখানে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

উপসংহার

বিশ শতকের প্রধানতম ঘটনা, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের সত্তর বৎসর অতিক্রান্ত। এই বিপ্লব বিশ্ব-ইতিহাসে একটি নবযুগের, পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্বের সূচনা করেছে। অক্টোবর বিপ্লব আজ সমাজতন্ত্র অভিযাত্রীদের জন্য দিশারী আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছে, পুঁজিতন্ত্র ও জাতীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সকল দেশের মেহনতিদের জন্য দৃষ্টান্তের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। সমাজতন্ত্র নির্মাণে বিভিন্ন পন্থানুসারী হলেও ইউরোপ, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার অনেকগুলি দেশে বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা অক্টোবর বিপ্লবের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বৈশ্বিক পরিসরে পুনরাবৃত্ত হওয়ার নিশ্চয়তা সম্পর্কিত লেনিনের ধারণাটি সত্যাখ্যান করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণ সপ্রমাণ করে যে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সাধারণ নিয়মভিত্তিক ও সেগুলি সকল দেশের পক্ষেই অবশ্যপালনীয়। ঘটনাপ্রবাহ থেকে আরও দেখা গেছে যে এই সাধারণ নিয়মগুলি দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধরনে প্রকটিত হয়ে থাকে।

যেকোন দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে মূলত থাকে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের ধরন, প্রণালী, মেয়াদ ও গতিবেগ। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণ নিয়মাবলীকে বাতিল করে না।

বিশ্বসমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতা অব্যাহতভাবে দেখাচ্ছে:

— সর্বকালের মতো, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল প্রশ্ন হল ক্ষমতাদখল: অন্যান্য মেহনতিদের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা বা শোষক, বুর্জোয়ার ক্ষমতা। কোন তৃতীয় পথ নেই;

— ক্ষমতাসীন হলে শ্রমিক শ্রেণী শোষক শ্রেণীগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক আধিপত্য উৎখাতের জন্য নিজ ক্ষমতা অটলভাবে প্রয়োগ করলেই কেবল সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব হবে;

— শ্রমিক শ্রেণী ও তার অগ্রদূত — মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি — একটি নতুন সমাজ নির্মাণের এবং সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে অর্থনীতি ও সামাজিক সম্পর্কগুলি রূপান্তরের লক্ষ্যে মেহনতিদের অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত করতে সমর্থ হলেই নতুন শাসনব্যবস্থা জয়যুক্ত হতে পারে;

— সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দেশী ও বিদেশী শত্রুভাবাপন্ন শক্তিগুলির আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় সমর্থ হলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

এইসঙ্গে বিশ্বসমাজতন্ত্রের কর্মকাণ্ড দেখিয়েছে যে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের নিয়মাবলীর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের মূল ধারণাগুলি থেকে যেকোন প্রকার পশ্চাদপসরণে, বিশেষত প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার প্রতি অবহেলা দেখালে, খুবই মারাত্মক পরিণতি ঘটতে পারে। এটাই সমাজতন্ত্র নির্মাণের সাধারণ নিয়মাবলীর অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে।

পূর্বোক্ত সব কিছুর মর্মবস্তু হিসাবে বলা যায় যে নির্দিষ্ট পরিস্থিতি, জাতীয় ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য নির্বিশেষে বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতা

নিম্নোক্ত সাধারণ নিয়মাবলী অনুসরণের একটি বিষয়গত প্রয়োজনীয়তার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করে:

রাজনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে — শ্রমিক শ্রেণী — যার কোষকেন্দ্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি — সেই শ্রেণী কর্তৃক মেহনতিদের পরিচালনা, প্রলেতারীয় বিপ্লব ঘটান, কোন-না-কোন ধরনের প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা, ব্যাপক কৃষকসমাজের ও মেহনতিদের অন্যান্য স্তরের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবন্ধন।

অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে — পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানা উৎখাত, উৎপাদনের মূল উপায়গুলিতে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা, সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি নির্মাণ, কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ও সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য পরিকল্পিত অর্থনীতির উন্নয়ন।

জাতীয় ও সাংস্কৃতিক নির্মাণের ক্ষেত্রে — সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শে একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বাস্তবায়ন, শ্রমিক শ্রেণী, মেহনতিদের ও সমাজতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠাবান একটি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী গঠন, জাতিগত শোষণ লোপ, বিভিন্ন জাতি ও জাতিসত্তার মধ্যে সত্যিকার সাম্য ও ভ্রাতৃসুলভ মৈত্রী প্রতিষ্ঠা।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে — দেশী ও বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের অর্জনগুলি রক্ষা, এক দেশের মেহনতিদের সঙ্গে অন্য দেশের মেহনতিদের সংহতি — প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব জয়ী হওয়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র নির্মাণই হল ইতিহাসে প্রথম এই সাধারণ নিয়মগুলির সজ্ঞান প্রয়োগ।

বিশ্বসমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতা লেনিনের সেই বক্তব্যের সত্যতাই প্রমাণ করছে যখন তিনি বলেছিলেন: 'এই রুশ দৃষ্টান্ত সকল দেশের সামনে তাদের নিকট ও অনিবার্য ভবিষ্যতের জন্য কোন-কিছু, খুব গুরুত্বপূর্ণ কোন-কিছু উপস্থিত করছে।'*

বিশ্বসমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে নতুন ধ্যান-ধারণা ও সিদ্ধান্তের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধতর করেছে এবং আধুনিক বৈপ্লবিক তত্ত্ব ও প্রয়োগের দিগন্তকে বিস্তৃততর করেছে। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব কর্তৃক প্রথম সূচিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও নতুন সমাজ নির্মাণের মূল নিয়মগুলির সাধারণ প্রকৃতি ও তাৎপর্যের সত্যতা এতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। একটি দেশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ও নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সাপেক্ষে এই নিয়মগুলি যে সৃজনশীলতার সঙ্গে প্রযোজ্য এটা তা সত্যাখ্যান করেছে।

বর্তমান যুগের বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরিস্থিতি সমাজতন্ত্রে উত্তরণের অনেকগুলি ধরনের পথ খুলে দিয়েছে এবং পুঁজিতন্ত্র উৎখাত ও একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত শক্তিগুলির সামাজিক বনিয়াদও সম্প্রসারিত করেছে। কিন্তু, কোন অবস্থাতেই ওই পরিস্থিতি পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক উত্তরণের এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের সাধারণ নিয়মগুলির প্রয়োজনীয়তা বাতিল করে না এবং এগুলির মর্মবস্তু বদলায় না।

---

* Lenin V. I. 'Left-Wing' Communism—an Infantile Disorder', in: Lenin V. I. *Collected Works*, Vol. 31, p. 22.

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ আর অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিত হল

ভ. সবাকিন। যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমীক্ষা

আইনশাস্ত্রের ডি. এস-সি ভ. সবাকিনের লেখা বইটিতে সমকালীন বিশ্বের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন — শান্তি ও বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। জনবোধ্য আকারে লেখক যুদ্ধের উৎপত্তির কারণসমূহ, শান্তি রক্ষা ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার পথ ও উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। বইটিতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য সংগ্রামের পরিস্থিতিতে শান্তি সম্পর্কিত প্রশ্নাদি সমাধানের প্রতি; বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রসঙ্গে লেনিনীয় তত্ত্ব এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের বৈদেশিক নীতিতে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়টি।

ব্যাপক পাঠকসমাজের জন্য বইটি লিখিত।

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিতব্য

এ. বাতালভ। লেনিনের বিপ্লব-তত্ত্ব

বইটি লেনিনবাদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বের উপর লিখিত। লেখক দেখিয়েছেন, ভ. ই. লেনিন কিভাবে সমকালীন বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক প্রণয়ন করেছেন, যার ভিত্তিস্বরূপ ছিল কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের রচনাবলী।

এখানে লেখক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তত্ত্বের প্রধান প্রধান ধারণা বিশ্লেষণ করেছেন, যেমন প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র প্রসঙ্গে, নতুন ধরনের প্রলেতারীয় তত্ত্ব সম্পর্কে, শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রসঙ্গে, প্রলেতারিয়েতের ব্যাপক শ্রেণীগত মৈত্রীর তত্ত্ব ও কর্মকৌশল প্রসঙ্গে শিক্ষা, ইত্যাদি।

বইখানি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব অধ্যায়নরত পাঠকদের জন্য লিখিত।

1996
CALCUTTA

পাঠক দরবারে আমরা যে বইটি পেশ করছি তার মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন ঘটছে 'রাজনৈতিক সাহিত্যমালা' সিরিজের। এর উদ্দেশ্য — আধুনিক সমাজ বিকাশের সমস্যাবলীর ব্যাপারে আলোচনা উত্থাপন করা। জনবোধ্য আকারে এতে বর্ণিত হবে সমাজের সামাজিক গঠনব্যবস্থা, বিভিন্ন সংগঠনের রদবদল, আধুনিক পরিস্থিতিতে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত বিপ্লব বিকাশের বৈশিষ্ট্যাবলী।

লেখকগণ এখানে কয়েকটি ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন: সামাজিক গঠনকার্যের ব্যবহারিক দিকটির প্রতি, অর্থনীতি ও বৈজ্ঞানিক পরিচালনের বিশিষ্টতার প্রতি, সমাজতন্ত্রের আমলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত সমস্যাদির প্রতি।

বইগুলি প্রকাশিত হবে ধারাবাহিকভাবে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়বস্তুর আকারে এবং যারাই মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্ব সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের ব্যবহারিক প্রশ্নাদির ব্যাপার জানতে চায় তাদের সবার কাছেই বইগুলি আগ্রহ সঞ্চার করবে।

'রাজনৈতিক সাহিত্যমালা' সিরিজের বিভিন্ন বই

১। ই. প্লিমাক, আ. ভলোদিন। সমাজ বিকাশের ধারা

২। এ. বাতালভ। লেনিনের বিপ্লব-তত্ত্ব

৩। ভ. ত্রেপেলকভ। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট

৪। ভ. নেজনানভ। পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে

৫। গ. পিরগোভ। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা

৬। ভ. জোতভ। জাতীয়-মুক্তি বিপ্লব প্রসঙ্গে লেনিনের মতবাদ ও বর্তমান কাল

৭। ভ. সবাকিন। যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ

৮। ক. ভার্লামভ। সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈজ্ঞানিক পরিচালন-ব্যবস্থা

৯। আ. পাভলেঙ্কো। বিশ্ব বিপ্লব প্রক্রিয়া